পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চৌত্রিশ অভিযান

অবশেষে সর্বসম্মতভাবে ঠিক হল, পঞ্চুর জন্মদিন হবেই। সেবার হতে গিয়েও যা হতে পারল না, এবার তা না করলেই নয়! তবে কিনা দিনক্ষণ দেখেটেখে নয়, যে-কোনও একটা মনোমতো দিন নিজেরাই নির্বাচন করে বেশ ঘটা করেই হবে পঞ্চুর জন্মদিন।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মাথায় একবার কোনও একটা হুজুগ চেপে বসলে আর তাকে নামায় কে? বিশেষ করে ভোম্বলের জেদ সাংঘাতিক। সেবারেও এই প্রস্তাবটা ভোম্বলই রেখেছিল। এমনভাবে ঘটনার গতি সেবার মোড় নিল যে, ঘটনাপ্রবাহে ওরা একেবারে পৌঁছে গেল মুম্বইয়ের আরব সমুদ্রের উপকূলে। তারপর থেকে ওই চিন্তাভাবনা মাথা থেকে সরেই গিয়েছিল প্রায়। বসন্তের এই মেঘমুক্ত দুপুরে ভোম্বলের হঠাৎই মনে হল কথাটা। আর যেই না মনে হওয়া অমনই সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চু, বিচ্ছু আর বিলুকে নিয়ে আচমকা বাবলুদের বাড়ি।

পঞ্চুর জন্মদিন। এতে তো না করবার কিছু নেই। বাবলুও তাই এক কথায় রাজি হয়ে গেল। সে এক দারুণ হইহুল্লোড়ের ব্যাপার হল। কবে হবে, কখন হবে, কীভাবে হবে এইসবের পরিকল্পনাতেই মেতে উঠল সবাই।

বাবলুর মা ঘুমোচ্ছিলেন, শয্যা ত্যাগ করে উঠে এসে বললেন, "কী ব্যাপার রে তোদের? হঠাৎ এমন দুপুরে মাতুনি শুরু করে দিলি কেন?"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর জন্মদিন।"

মা সবিস্ময়ে বললেন, "আবার!"

"আবার কী গো! সেবারে তো হতে হতেও হল না। তারপরে অনেক অভিযান করে ফেললাম আমরা। ওর ওই জন্মদিনের ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

বিলু বলল, "আসলে ব্যাপার কী জানেন? একটা কিছু আর না করলেই নয়। বাবলুব জন্মদিন, আমাদের জন্মদিন, এসব তো ছোটখাটো আয়োজনের মধ্য দিয়েই হয়। কিন্তু বেশ বড় ধরনের একটা কিছু করবার ইচ্ছে আমাদের অনেকদিনের। আমরা কত লোকের বিয়েবাড়ি ইত্যাদিতে নেমন্তন্ন খেতে যাই, অথচ আমাদের কোনও দিদিটিদি নেই বলে কোনও বিয়েথা ইত্যাদি ব্যাপারস্যাপারগুলো আমাদের এখানে হয়ই না। আমাদেরও তো সাধ জাগে, এই বাড়ির সামনেই প্যান্ডেল বাঁধা হোক, লোকজন খাক।"

মা বললেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব। দিনক্ষণ কিছু ঠিক করেছিস?"

"না।"

"তা হলে এক কাজ কর। সামনের মাঘীপূর্ণিমাতেই পঞ্চুর জন্মদিনের আয়োজনটা কর।"

ভোম্বল বলল, "মাঘীপূর্ণিমায় কী করে হবে? এখনই তো ফাল্গুন মাস।"

মা হেসে বললেন, "তাতে কী? তিথির হেরফেরে এইরকমই হয়। বুদ্ধপূর্ণিমা হয়ে যায় জ্যৈষ্ঠ মাসে, মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুনে। এ-বছর ফাল্গুনেই মাঘীপূর্ণিমা। বাবলুর জন্মদিনও এই ফাল্গুনেই শুক্লা একাদশীতে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠল। বিচ্ছু বলল, "তা হলে ওইদিনই পঞ্চুর ব্যাপারটা হয়ে যাক না কেন?"

ভোম্বল বলল, "তা কী করে হয়? বাবলুর জন্মদিন তো তিথি ধরে হয় না, ২৫ ফাল্গুনই ওর ধরাবাঁধা দিন। অতএব ওইদিনের কোনও হেরফের নেই।"

বিলু বলল, "তা হলে ২৫ ফাল্গুনই হোক। ওই একই দিনে দু'জনের জন্মদিনটা হয়ে যাক তা হলে?"

ভোম্বল বলল, "ওইসবের মধ্যে আমি নেই। ২৫ ফাল্গুন পঞ্চুর জন্মদিন পালন করা হলে ওকে কোনওমতেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারব না আমরা। কারণ, আদতে সেটা বাবলুর জন্মদিনই হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পঞ্চুরটা হবে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এবং অন্যরকম। সেখানে লোকজনও যেমন খাবে তেমনই পঞ্চুর স্বজাতিরাও খাবে পাতা পেড়ে।"

মা বললেন, "হ্যাঁ, পঞ্চুর জন্মদিন ওইরকমভাবেই পালন করা উচিত। দিনটা তা হলে কবে ঠিক হল?"

ভোম্বল বলল, "আপনি যে দিনের কথা বললেন। অর্থাৎ মাঘীপূর্ণিমার দিন।"

মা বললেন, "খুব ভাল হয় তা হলে। ওইদিন মধুপুরের গুরুদরবার থেকে আমার গুরুদেবেরও আসবার কথা। তাঁকে দিয়ে পঞ্চুর নামে সংকল্প করিয়ে একটু পুজোও করিয়ে নিতে পারব।"

বিলু বলল, "সেই ভাল।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে এই কথাই বইল। তা বাবলু, তুই এমন চুপচাপ গুম হয়ে বসে আছিস কেন? একটু কিছু বল?"

বাবলু বলল, "আগে তোদেরটা শেষ হোক। শেষপর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছস সেটা শুনি? তবে তো আমার মতামত জানাব।"

"দিন তো ঠিক হয়েই গেল। মাঘীপূর্ণিমার দিনই হবে।"

বাবলু মৃদু হেসে বলল, "দিন হিসেবে অতি উত্তম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মস্ত ঘটা করে পঞ্চুর জন্মদিন পালিত হোক, এও আমি চাই। তবে কিনা লোকজনকে নেমন্তন্ন করে ওইদিন যদি সত্যনারায়ণের শিন্নি খাইয়ে বিদায় দিতে চাস তা হলে ঠিক আছে। কিন্তু মাছ-মাংসের ব্যাপার হলে অনেকেই ওইদিন খাবে না।"

সবাই আঁতকে উঠল এবার।

বাচ্চু বলল, "ঠিকই তো!"

ভোম্বল বলল, "তাই তো রে! ওই কথাটা একবারও ভেবে দেখিনি কেউ। আমার মা তো কিছুই খান না ওইদিন।"

বাচ্চু বলল, "আমাদের মা উপোস না করলেও নিরামিষ ছাড়া খান না।"

বাবলুর মা বললেন, "ওমা, ওইদিন তো আমারও ওই একই অবস্থা। তার ওপর গুরুদেব যদি পায়ের ধুলো দেন তো...। না বাবা, তোরা শুক্লা একাদশীতেই দিনস্থির কর।"

বিচ্ছু বলল, "সেই ভাল।"

সঙ্গে সঙ্গে পাঁজি দেখে দিন ঠিক হল, ২২ ফাল্গুন শুক্লা একাদশীতেই হবে পঞ্চুকে ঘিরে পঞ্চু উৎসব।

কিন্তু কী আশ্চর্য! যাকে ঘিরে এত কাণ্ড সেই পঞ্চু কই? তার দেখা নেই কেন? গেল কোথায় সে?

বাবলু অনেক হাঁকডাক করল। ছাদে গেল। কিন্তু পঞ্চু সত্যিই বেপাত্তা।

বিলু বলল, "কোথায় গেল বল তো?"

মা বললেন, "খোঁজ, খোঁজ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তখন দল বেঁধে সবাই চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে। ওই একটিমাত্র জায়গা ছাড়া পঞ্চু আর কোথাও যায় না। যাবেও না। কিন্তু এই অসময়ে ও ওখানে কী করতে গেল? পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিছুতেই ভেবে পেল না, পঞ্চুর এই অন্তর্ধানের কারণটা কী?

মিত্তিরদের বাগান তোলপাড় করেও পঞ্চুর পাত্তা পেল না পাণ্ডব গোয়েন্দারা। সারাটা বিকেল গেল, সন্ধে হল, তখনও দেখা নেই পঞ্চুর। অবশেষে রাত্রি এল।

বাবলুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ঠিক হল রাত দশটার মধ্যে পঞ্চু ফিরে না এলে ওরা রাত থেকেই তদন্তের কাজ শুরু করবে।

মা বললেন, "কেন যে ঠাকুর পদে-পদে এত বাধা দেন তা কে জানে? তোরা ভাল কিছু করব মনে করলেই একটা-না-একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়।"

বাবলু বলল, "তা হয়, তবে সেই বাধার প্রাচীর আমরা পারও তো হই। যিনি আমাদের বাধা দেন তিনিই আমাদের পার করিয়ে দেন।"

"ঠাকুর তোদের সহায় আছেন। তবে একটা কথা, তোরা বাপু আর যাই করিস, পঞ্চুর জন্মদিনের নাম করিস না। সেবারও ওই জন্মদিন নিয়ে এক কেলেঙ্কারি। এবারও প্রায় তাই। কত লোকের যে চোখটাটানি এই পঞ্চুকে ঘিরে। কাগজে নাম ছাপা হচ্ছে, জয়জয়কার হচ্ছে আর মরছে সব জ্বলেপুড়ে। আমার তো এক এক সময় ভয় হয়, কেউ কিছু খাইয়ে মেরে না দেয় ওকে।"

বাবলু বলল, "অসম্ভব কিছু নয়, যত দিন যাচ্ছে, মানুষের যা স্বরূপ দেখছি—।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমন সময় বাবা হঠাৎ এস টি ডি. করলেন দুর্গাপুর থেকে।

বাবলু রিসিভার উঠিয়েই সর্বাগ্রে দুঃসংবাদটা বাবাকে দিল।

বাবা বললেন, "সে কী! পঞ্চু নেই? এ কেমন কথা? কতক্ষণ নেই?"

"দুপুর থেকেই। ভাত-ডাল খেয়ে সেই যে উধাও...।"

"ওর কোনও খোঁজ রাখিসনি তোরা?"

"ও তো থেকে থেকে উধাও হয়ে যায়। তাই অতটা মনোযোগ দিইনি। কিন্তু এখনও ফেরেনি যখন, তখন নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে। তুমি কালই একবার পারো তো চলে এসো।" বলে ফোন নামিয়ে হতাশভাবে সোফায় এলিয়ে দিল দেহটা।

মা বললেন, "মনখারাপ করে কী আর করবি বাবা? যা হোক দুটো খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।"

বাবলু বলল, "আজ আর আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না মা। তুমি বরং খেয়ে শুয়ে পড়ো।"

"দ্যাখো কাণ্ড, তুই খাবি না আর আমি খেয়ে শুয়ে পড়ব? তাই কখনও হয়?"

এমন সময় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আবার এল।

বিলু বলল, "পঞ্চু ফেরেনি?"

"না।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে আর ঘরে বসে না থেকে চলো সবাই পঞ্চুর খোঁজে যাই।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে টর্চ নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার সময়ই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

বাবলু 'হ্যালো' করতেই ওদিক থেকে শোনা গেল, "ভৌ—ভৌ-ভৌ।"

চমকে উঠল বাবলু, "হ্যালো, কে বলছেন?"

"ভৌ-ভৌ, ভৌ-ভৌ।"

বিলু বলল, "কার ফোন রে?"

নির্বিকারভাবে বাবলু বলল, "পঞ্চুর।"

"পঞ্চুর! কী যা-তা বকছিস?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"পঞ্চু কখনও ফোন করতে পারে? ওর কথা চিন্তা করতে করতে তোর মাথাটাই দেখছি খারাপ হয়ে গেছে।"

"না রে! সত্যি-সত্যিই পঞ্চুর ফোন। বিশ্বাস না হয় শোন।"

বিলু এসে হ্যালো করতেই ওই শব্দ ভেসে এল।

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই পঞ্চুর কোনও বড় বিপদ। কেউ ওকে কিডন্যাপ করে কোথাও নিয়ে গেছে আর ওর গলার নকল করে ভেংচি কাটছে কেউ।"

বাবলু বলল, "না। এটা পঞ্চুরই গলা।"

বিলুর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বাবলু আবার বলল, "কে রে পঞ্চু! আমি বাবলু বলছি।"

এবার পঞ্চুর গলা দূর থেকে শোনা গেলেও খিকখিক করে একটা হাসির শব্দ শুনতে পেল ওরা।

বাবলু বলল, "কে আপনি?"

"আমি মনাদা বলছি রে হতভাগা। গলা শুনে বুঝতে পারছিস না?"

বাবলুকে কেউ হতভাগা বললে ও ভীষণ রেগে যায়। কিন্তু মনাদার কথায় রাগ করে না। তার কারণ, মনাদার প্রতিটি কথার মাত্রাতেই একটা করে হতভাগা থাকে। বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "এবার বুঝতে পেরেছি। তা কী ব্যাপার মনাদা? পঞ্চুর গলা শুনতে পাচ্ছি যে! ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার গুরুচরণ। তোর পঞ্চু যা করেছে তাতে কাল কাগজে ওর ছবি বেরিয়ে যাবে। কাল যে-কোনও কাগজ খুললেই দেখবি পঞ্চুর ছবি।"

"তুমি কোথা থেকে ফোন করছ? আমার ফোন নম্বর পেলে কার কাছ থেকে?"

"আমি ভবানীপুর থেকে ফোন করছি। পঞ্চু আজ এখানে থাকবে। কাল সকালেই...।"

যাঃ! লাইনটা কেটে গেল। বাবলু অনেকবার "হ্যালো হ্যালো" করেও সাড়া না পেয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। এখন আর সকালের জন্য অপেক্ষা না করা ছাড়া উপায় নেই।

বিলুরা যে যার মতো চলে গেলে বাবলুও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ২ ॥

পরদিন সকালেই দেখা গেল পঞ্চু ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে তিরবেগে ছুটে এসে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। কপালে অ্যাত্ত বড় একটা লাল সিঁদুরের লম্বা দাগ নিয়ে একেবারে রান্নাঘরে মায়ের কাছে। ব্যাপারটা কী?

একটু পরেই মনাদাও এসে হাজির।

মনাদা বলল, "কোথায় গেল রে হতভাগাটা? ওঃ! গাড়ি থেকে নামতে-না-নামতেই একেবারে চোখের পলকে ধাঁ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ছিল।

বাবলু বলল, "এসো, এসো, ভেতরে এসো। কী ব্যাপার বলো তো মনাদা?"

মনাদা বলল, "আরে ভাই, হয়েছে কী, কাল দুপুরে আমি গিয়েছিলাম তোদের ওই বাগানে ভ্যারেণ্ডার আঠা আনতে। সামনের দাঁতদুটো নড়ছে, তাই একটু আঠা লাগাব বলেই গিয়েছিলাম। তা এমন সময় কোথা থেকে যে এসে হাজির হল এই বীরপুঙ্গব। আমি যেখানে যাই, ও-ও সেখানে যায়। কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। এই করতে করতে একেবারে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এল।

"এমন সময় হল কী, তোরা তো জানিস আমি ভগবান চাটুজ্যের গাড়ি চালাই। বাবুর একমাত্র মেয়ে খুকুদির হঠাৎ বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তা বাবু বললেন, 'খুকু ওর কয়েকজন বান্ধবীকে নেমন্তন্ন করতে কলকাতায় যাবে, তুই একবার গাড়িটা বের করে ওকে ঘুরিয়ে আন। আসবার সময় হাজরার মোড়ে গয়নার দোকান থেকে ওর জন্য অর্ডারি গয়নাগুলোও নিয়ে আসবি।'

"তা মনিবের আদেশ। পালন তো করতেই হবে। এদিকে হয়েছে কী, আমি বাবুর বাড়িতে গেছি, পঞ্চুও গেছে আমার সঙ্গে। খুকুদি তো পঞ্চুকে দেখে বেজায় খুশি। বললেন, 'এ কী! এ পাণ্ডবদের পঞ্চু না? এখানে কী করে এল?'

"আমি বললাম, 'আর বলো কেন দিদিভাই। কী যে হয়েছে ওর, কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ছে না।'

"খুকুদি বললেন, 'ভালই হয়েছে। দু'-তিন ঘণ্টার ব্যাপার তো, কিছু সোনার জিনিসও ঘরে আনব। ওকেও বরং নিয়ে চলো। ও সঙ্গে থাকলে বুকে বল পাব আমি। তা ছাড়া পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পঞ্চু সঙ্গে থাকলে বন্ধুদের কাছেও দাম বেড়ে যাবে আমার।'

"আমি বললাম, 'কিন্তু পঞ্চু কি যাবে?'

"'না যাওয়ার কী আছে? গাড়িতে করে যাবে আসবে।'

"তা পঞ্চুরও বোধহয় খুব গাড়ি চাপতে শখ যাচ্ছিল। তাই নববধূর মতো লাজুক লাজুক মুখে তাকিয়ে রইল। এইবারে খুকুদি এসে ওর মুখে একটা রাজভোগ গুঁজে দিতেই ও এক লাফে গাড়িতে উঠে খুকুদির পাশে।

"প্রথমেই আমরা নেমন্তন্নর পর্বটা সেরে নিলাম। তারপর খুকুদি বললেন, 'অনেকদিন কালীঘাটে যাইনি। চলো মনাদা, মায়ের মন্দিরে একটু পুজো দিয়ে গয়নাগুলো নিয়ে বাড়ি যাই।'

"আমি সেইমতো গাড়ি নিয়ে কালীঘাটে এলাম। কাল ছিল শনিবার। তাই মায়ের মন্দিরে ভিড় একটু বেশিই ছিল। খুকুদি ওদের পরিচিত একজন পাণ্ডার সাহায্য নিয়ে মন্দিরে গেলেন পুজো দিতে। সর্বঘটের কাঁঠালিটাও সঙ্গে গেল। অনেক চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারলাম না ওকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই হেসে উঠল।

মা পাশের ঘরে ছিলেন। ওদের কথাবার্তা শুনেই এ-ঘরে এসে বললেন, "কী বললে? আমার পঞ্চু কালীদর্শন করে এল?"

"হ্যাঁ, মা। শুধু দর্শন নয়, একেবারে সকলের গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে গড়াগড়িও দিয়ে এল। পাণ্ডারা প্রথমে একবার দূর দূর করলেও পাছে কামড়ে দেয় এই ভয়ে কেউ ওকে ঘাঁটাল না। এমনকী রাস্তার কুকুর মনে করে খুকুদিকেও কিছু বলল না কেউ। একজন পূজারি আদর করে ওর কপালে সিঁদুরের একটা টিপ্পা পরিয়ে দিল। তারপরে পঞ্চুচন্দ্র যা করলে সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। মায়ের মন্দিরে কারও বোধহয় পাঁঠাবলির মানত ছিল। ঘাতক বলি দেওয়ার জন্য যেই না কাতান উঁচিয়েছে, ও অমনই বিকট একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল তার পিঠের ওপর। ঘাতক তো খাঁড়াসমেত ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। বলি বন্ধ হল। পুরুত ঠাকুর রেগেমেগে একটা লাঠি নিয়ে যেই না পঞ্চুকে এক ঘা দিতে যাবেন, পঞ্চু তখন এমন সটকান দিল যে, সেই লাঠির ঘা পড়ল আর একজনের ওপর। তারপর সে কী কাণ্ড। ভূতে-বানরে লড়াই লেগে গেল যেন। এই সময় কত যে ছবি উঠল পঞ্চুর তার ঠিক নেই। আমরা তো পালিয়ে বাঁচলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"এর পরে আমরা এলাম হাজরার মোড়ে এক গয়নার দোকানে। প্রায় লাখ টাকার ওপর গয়নার অর্ডার দেওয়া ছিল। সেই গয়না নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাব কী, হঠাৎ একটা বোমা এসে পড়ল গাড়ির ওপর। গাড়ির কাচ সব ভেঙে একাকার। চারদিকে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি একটা দোকানে দাঁড়িয়ে তখন চা খাচ্ছিলাম বলে বেঁচে গেছি। চাকার আড়ালে থাকায় বেঁচে গেছে পঞ্চুও। দু'-একজন পথচারী অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছেন খুকুদি। তবে ওঁর ডান পায়ে এমন চোট লেগেছে যে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। আর পঞ্চু? সেই গয়নাভর্তি অ্যাটাচিটা নিয়ে যেভাবে ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল সে, তা বলবার নয়।"

ভোম্বল বলল, "এই প্রথম একটি কাঁচা কাজ করল পঞ্চু।"

বিলু বলল, "কেন?"

"ওর উচিত ছিল ওই দুষ্কৃতীদের পেছনে ধাওয়া করা।"

মনাদা বলল, "সম্ভব ছিল না রে ভাই! সন্ধের পরে হাজরার মোড়ে গেছিস কখনও? ওই ব্যস্ত জনবহুল জায়গায় কিছুই করা সম্ভব হত না। মাঝখান থেকে গয়নাগুলো চোট হয়ে যেত। তবে বাবলু একটা কথা, ওই দুষ্কৃতীদের একজনকে কিন্তু আমি চিনেছি। লোকটাকে কখনও ধাড়সা মনসাতলায়, কখনও বি আই সি কারখানার আশপাশে, কখনও-বা সার কারখানার দিকে আমি ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। ব্যাটা সন্ধান-চোর। তাই ভয় হয়, পঞ্চুর ওপর রাগ করে কোনও সময় এসে তোদের ওপর হামলা না করে!"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "লোকটাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারো মনাদা?"

"অসম্ভব! কখন কোথায় পাব তাকে, তা কে জানে?"

"যাক, তারপরে কী হল বলো?"

"গাড়ি তো গেল বিগড়ে। অত টাকার গয়না নিয়ে ট্যাক্সিতে এতদূর আসতে আর সাহস হল না আমাদের। তার ওপরে খুকুদির ওই অবস্থা। ভবানীপুরে ওর মাসির বাড়ি। আমরা ওখানেই গিয়ে উঠলাম। ওঁরাই বড় ডাক্তার ডেকে দিদিমণির পায়ের ব্যবস্থা করালেন। ওই অবস্থায় কিছুতেই ওঁরা আসতে দিলেন না আমাদের। খুকুদি একটু সুস্থ হলে ওঁর কাছ থেকে তোদের ফোন নম্বর জেনে তোকে ফোন করলাম।"

"আমাদের ফোন নম্বর খুকুদি জানলেন কী করে?"

"বলতে পারব না। তবে মনে হয় কোনও একটা পত্রিকায় তোদের ফোন নম্বরটা নাকি কিছুদিন আগে ছাপা হয়েছিল। খুকুদির মনে ছিল সেটা।"

মা ততক্ষণে ডিশ-ভর্তি জলখাবার, চা ইত্যাদি নিয়ে এসে সকলকে দিলেন।

একটু পরেই বাবাও এসে পড়লেন দুর্গাপুর থেকে। পঞ্চুকে পাওয়া গেছে শুনে তাঁর আর আনন্দের অবধি রইল না।

একটু বেলায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে হাজির হল মিত্তিরদের বাগানে। পঞ্চুও সঙ্গে এল।

কোনও শুভ কাজের আগে দেবীদর্শন নিঃসন্দেহে একটি শুভ লক্ষণ। পঞ্চু যে কাল কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীকে দর্শন করে এসেছে, এতেই ওরা আনন্দিত সকলে।

ভোম্বল বলল, "পঞ্চু আমাদের দীর্ঘজীবী হোক।"

বিলু বলল, "তা হোক। কিন্তু ২২ ফাল্গুন তো এসে গেল। এইবার তোড়জোড় শুরু করা যাক।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। যা করবার এখনই করতে হবে।"

"তোর বাবাও তো ঠিক সময়ই এসে গেছেন। ওঁকেও আর দুর্গাপুরে যেতে দিস না।"

"না, বাবা এখন যাবেন না। কিন্তু পঞ্চুর জন্মদিনে অতিথি আপ্যায়নের কী মেনু হবে কিছু ঠিক করেছিস কী?"

ভোম্বল বলল, "আমি করেছি। শুনে যা তোরা। পঞ্চুর জন্মদিন পালন করা হবে তোদের বাড়ির সামনের মাঠটায়।"

"ওইটুকু জায়গায় হবে?"

"রাস্তাটাও কিছু সময়ের জন্য নেওয়া হবে। তবে সবসময় তো রাস্তাটা ব্লক করে রাখলে চলবে না। যাই হোক, মণ্ডপ হবে একপাশে। ফুল দিয়ে সাজানো হবে চারদিক। একটা মঞ্চ হবে। সেখানে ভাড়া করা বরের সিংহাসনে ভেলভেটের গদিতে বসে থাকবে পঞ্চু। মাঝে মাঝে ওকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে দেওয়া হবে। প্রথমে ওর স্বজাতিদের খাইয়ে দেওয়া হবে দিনের বেলায়। তারপর রাত্রে হবে আমাদের পালা। পাড়ার সবাই যেমন আসবে, তেমনই থানার ও সি থেকে একজন সাধারণ কনস্টেবলও বাদ যাবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "ওসব কথা রাখ্। খাওয়ার মেনুটা কী করেছিস শুনি?"

"সকালে ভাত, বেগুনি আর পঞ্চুর বন্ধুদের জন্য মুড়িঘন্টর ব্যবস্থা হবে। শেষ পাতে পায়েস। আর রাতের অতিথিদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার মেনুটা হবে অন্যরকম। রাধাবল্লভি, পটলভাজা—।"

বিচ্ছু বলল, "সেরেছে! ফাল্গুন মাসে পটল তুমি কোথায় পাবে?"

ভোম্বল জিভ কেটে বলল, "তাই তো রে। এটা তো খেয়াল করিনি। ঠিক আছে, পটলভাজা না হয়, বেগুনভাজা হবে। কাশ্মীরি আলুর দম হবে। তা ছাড়া চিকেন বিরিয়ানি, মাটন চাপ, চাটনি, পাঁপড়ভাজা আর হরেক রকমের মিষ্টি।"

"মিষ্টি কীরকম হবে তবু শুনি?"

"বর্ধমান থেকে আসবে সীতাভোগ আর সন্দেশ। শক্তিগড় থেকে ল্যাংচা। বাগনানের রাজভোগ আর আমাদের পাড়ার দোকানের রসমালাই।"

বাচ্চু বলল। "আইসক্রিম হবে না?"

"হতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু এত জায়গা থেকে এতসব আনবে কে?"

"ওসবের ব্যবস্থা আমি করব। লোক আছে আমার হাতে। এখন পঞ্চুর ছবি দিয়ে কিছু কার্ড ছাপিয়ে ফেললেই হয়!"

বাবলু এইসব কথাবার্তার ফাঁকেই মাঝেমধ্যে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল বলে বিচ্ছু বলল, "তুমি কোনও কিছু চিন্তা করছ বাবলুদা? কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ।"

"হ্যাঁ। আমি ভাবছি অন্য কথা। মনাদা আমাদের বিপদের আশঙ্কা করলেও আমার তো মনে হচ্ছে মনাদার জীবনই না বিপন্ন হয়ে পড়ে!"

ভোম্বল বলল, "কেন? কেন? মনাদার জীবন বিপন্ন হবে কেন? হলে পঞ্চুর হবে। আমাদের হবে।"

বাবলু হেসে বলল, "আমাদের বিপদ তো যে-কোনও সময়েই হতে পারে। কিন্তু মনাদার ব্যাপারেই যে বেশি ভয়। কেন না ওই দুষ্কৃতীকে চিনে ফেলার উনিই একমাত্র সাক্ষী কিনা!"

বিলু বলল, "তুই ঠিক বলেছিস বাবলু। এই ব্যাপারে মনাদাকেও একটু সাবধান করে দেওয়া ভাল।"

পঞ্চুর জন্মদিন ঘিরে যে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল ওদের মনে, এই আকস্মিক ঘটনায় তাই দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ কীভাবে যেন ঢুকে পড়ল সবকিছুকে ম্লান করে দিতে।

॥ ৩ ॥

বাবলুর আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হল। এই ঘটনার দিন-দুই পরে একদিন সন্ধেবেলা ভয়ার্ত মনাদা হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

বাবলুর ঘরে পঞ্চুকে নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের তখন জোর আলোচনা চলছিল। এমন সময় মনাদা এসে বলল, "উঃ, অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম রে ভাই!"

বাবলু বলল, "কেন, কী হল?"

"আর বলিস না, এই একটু আগে আমার বাবুর বাড়িতে কী ভয়ানক ডাকাতিটাই না হয়ে গেল!"

শুনে শিউরে উঠল সবাই, "সে কী!"

"হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে সেই লোকও এসেছিল। বাবুকে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে পিটিয়েছে ওরা। খুকুদি আর মা পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন বলে বেঁচে গেছেন। আমিও ছাদে ছিলাম বলে রক্ষা পেয়ে গেছি। ছাদ থেকে চেঁচামেচি করতেই পাড়ার লোকজন হইহই করে বেরিয়ে পড়ল। ততক্ষণে নগদে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আর সমস্ত গয়নাগাটি নিয়ে ওরা হাওয়া।"

বিচ্ছু বলল, "সে কী! বিয়ের জন্য তৈরি করানো সেই গয়নাগুলো?"

"হ্যাঁ। ওগুলো ভবানীপুরে মাসির বাড়িতেই রেখে এলে হত! বাড়ি নিয়ে এসেই কাল হল। ওইগুলোর লোভেই তো এসেছিল ওরা।"

বাবলু বলল, "থানা-পুলিশ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশও এসে গেছে বাড়িতে। তোমরা কি যাবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"অবশ্যই।"

বাবলুরা আর একটুও বিলম্ব না করে মনাদার সঙ্গে ভগবানবাবুর বাড়িতে এল। বাবলুদের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটা বাড়ি পরে ওঁদের বাড়ি। একই পাড়ায় বলা যায়। ওরা গিয়ে দেখল পুলিশ তখনও আসেনি। তবে পাড়ার ডাক্তারবাবু এসে বাড়ির মালিককে দেখছেন, ক্ষতস্থান স্টিচ করে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধছেন।

খুকুদি করুণ মুখে বললেন, "তোমরা এসেছ ভাই? দ্যাখো না কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল! মনাদা ছাদের ওপর থেকে চেঁচামেচি না করলে মেরেই ফেলত বাবাকে। সেদিনও তোমাদের পঞ্চু না থাকলে কী হত কে জানে?"

বাবলু বলল, "মনে হচ্ছে রীতিমতো সন্ধান-চোরের কাজ এটা। বাইরের লোক কে বা কারা আসা-যাওয়া করে বলুন তো এখানে?"

"অনেকেই তো আসা-যাওয়া করে। কাকে সন্দেহ করব? বাড়ির কাজের লোকজন যারা, তারাও অত্যন্ত বিশ্বাসী। তা ছাড়া এটা তো স্রেফ ডাকাতির ঘটনা।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওরা সন্ধানটা পাচ্ছে কী করে?"

এমন সময় একজন ইনস্পেক্টর কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। ঢুকে চারদিক তন্নতন্ন করে দেখে তদন্তের সামান্য কাজ সেরে বললেন, "এ-বাড়িতে মনাদা নামের কে আছে?"

মনাদা বলল, "আমি।"

"তুমি এখানে কী করো?"

"বাবুর গাড়ি চালাই। এই পাড়াতেই থাকি।"

"তোমাকে একবার থানায় যেতে হবে।"

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল মনাদার। বলল, "কেন, আমি থানায় যাব কেন? যারা চুরি-ডাকাতি করে গেরস্তের ক্ষীবটি খেয়ে পালিয়ে গেল, তারা থাকবে মুক্ত বাতাসে আর আমি থাকব থানায়? আইনটি তো করেছেন বেশ?"

"তুমি যাবে কি না?"

বাবলু বলল, "না। উনি যাবেন না।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "দ্যাখো বাবলু, এই ব্যাপারে তুমি কী চিন্তা করছ তা জানি না। তবে ডাকাতদলের দু'জন লোক ধরা পড়েছে আমাদের হাতে। এই বাড়ির ডাকাতির খবর ওয়্যারলেসে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ ওই দু'জনকে ডিউক রোডে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ওরা যখন ডিউক রোডের দ্বিতীয় হুগলি সেতুর নীচে অন্ধকারে বসে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করছিল ঠিক সেইসময় ওখানকার দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা পচা জঞ্জালের বিষাক্ত মিথেন গ্যাসের প্রভাবে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওরা। দলে ওরা মোট চারজন ছিল। দু'জন পলাতক। বাকি দু'জন ধরা পড়ে এখন থানার লকআপে। ওরাই মনাদার নাম বলেছে।"

মনাদা লাফিয়ে উঠল, "মিথ্যে, মিথ্যে। আমি ও-কাজ কখনও করতে পারি না। তা যদি হত তা হলে ওইদিন কলকাতায় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পঞ্চুকে আমি কখনওই সঙ্গে নিতাম না। আজও ছাদ থেকে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করতাম না।"

"ওসব তো বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য অভিনয়। ঘটনার বিবরণ যা শুনলাম তাতে জানলাম সেদিন যখন দুষ্কৃতীরা বোমা ছোড়ে, তুমি তখন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলে। আজ যখন ওরা ডাকাতি করতে এল, তুমি তখন ছাদে উঠে হাওয়া খাচ্ছিলে। চতুর বেড়াল, এখন তুমি ফাঁদে। থানায় চলো। পরে তোমার ব্যবস্থা হবে।"

ভগবানবাবু হাঁ করে রইলেন। তাঁর স্ত্রী "উঃ মাগো" বলে লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়। আর খুকুদি যে কী করবেন, কী বলবেন, কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও নির্বাক! এইরকম বিশ্বাসী লোক শেষপর্যন্ত এই কাজ করল?

মনাদার কিন্তু কোনওরকম ভাবান্তর নেই। শুধু যাওয়ার সময় ওর চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল একবার। বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনাদা বলল, "দ্যাখ বাবলু, ভাগ্যবিপর্যয় কেউ রোধ করতে পারে না। কাজেই এখন তোরা কেন, স্বয়ং ভগবানও আমাকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। কাজেই তোদের কাছেও কোনওরকম সাহায্য চাইব না আমি। শুধু জেনে রাখ, মনের জোর আমার সাংঘাতিক। ধর্মের জয় হবেই। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনাদার এই শেষের কথাটা ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে।

পুলিশের লোকেরা মনাদার জামার কলার ধরে গাড়িতে ওঠাল।

বাবলুরাও আর সেখানে বসে না থেকে সোজা বাড়ি চলে এল। মনাদার ব্যাপারটা রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে। কেন না ওর চোখের দৃষ্টি আর কণ্ঠের বলিষ্ঠতাই জানিয়ে দিল লোকটা সত্যই নিরপরাধ।

সে-রাতে অনেক চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারল না বাবলু। মনাদার ব্যাপারটা নিয়ে মনের মধ্যে কীরকম যেন তোলপাড় করতে লাগল। অবশেষে একসময় ঠিক করল মনাদার ব্যাপারে আসল সত্য উদ্‌ঘাটন করে ওঁকে ছাড়িয়ে আনতেই হবে। সেইসঙ্গে উদ্ধার করতে হবে খুকুদির বিয়ের ওই গয়নাগুলো।

এই ভেবে পরদিন সকালে দলবদ্ধ হয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা রওনা হল থানার দিকে। যাওয়ার পথে একবার খোঁজ করে মনাদার বাড়িতেও এল ওরা। গিয়ে দেখল মনাদার বউ, ছেলেমেয়েরা লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে আছে আর কান্নাকাটি করছে।

মনাদার বউকে সান্ত্বনা দিয়ে বাবলু বলল, "আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমরা জানি মনাদা খারাপ লোক নন। আমরা ওঁর জামিনের ব্যবস্থা করছি।" বলে বলল, "আচ্ছা, ডাকাতদলের একজন হঠাৎ মনাদার নামটা করল কেন বলতে পারেন?"

"আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ও ওইরকম লোকই নয়।"

মনাদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা বড় রাস্তার ধারে যখন এসেছে তখন রায় কেবিন থেকে অনন্তদা হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের। অনন্তদাই দোকানের মালিক। বাবলুরা কাছে গেলে অনন্তদা বলল, "তোদের চোখের সামনে থেকে একজন নিরীহ লোককে পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে গেল কাল, অথচ তোরা কেউ কিছুই বললি না?"

"উপায় ছিল না। ধৃতদের একজন মনাদার নাম বলাতেই এই বিপত্তি।"

"নাম বলেছে? ডাকাতরা ওর নাম জানবে কী করে যে বলবে?" বলেই একটু গম্ভীর হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে কী যেন চিন্তা করে বলল, "তবে কী—।"

বাবলু বলল, "কী তবে?"

অনন্তদা এদিক-সেদিক তাকিয়ে বাবলুকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলতেই বাবলু বলল, "ঠিক আছে। ব্যাপারটা তা হলে এইরকমই হয়েছে। তুমি কি একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে পারবে? দূর থেকে চিনিয়ে দিতে পারবে লোকটাকে!"

"ওরে বাবা! আমার ওসবে বড় ভয় করে। তবে ওর নাম বেচা। চুরি-ছিনতাইয়ের ব্যাপারে ওর যথেষ্ট দুর্নাম আছে।"

বাবলুরা আর একটুও দেরি না করে সোজা থানায় চলে এল। এসে ইনস্পেক্টরকে সব বলতেই উনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। একজন হল বেচা, অন্যজন কেনা। ওদের লিডারের নাম হচ্ছে মোহন। তার আর-এক শাগরেদ মদন। এই দু'জনকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। মারের চোটে এই নামগুলো আমরা বের করেছি ওদের মুখ থেকে।"

"যাই হোক, আমরা ওই দু'জনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

অনুমতি পেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা বন্দিদের সঙ্গে কথা বলতে গেল। লকআপের মধ্যে বেচা, কেনা ও মনাদা তিনজনই ছিল।

বাবলু ধৃতদের দিকে তাকিয়ে ওদের মুখগুলো একবার চেনবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। আসলে নতুন আমদানি বোধহয়। বাবলু ওদের বলল, "তোমরা যে এই মনাদার নাম বলেছ, এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় কতদিনের?"

ওদের একজন ফোঁস করে উঠল, "তা জেনে তোদের কী লাভ?"

ইনস্পেক্টর ধমক দিয়ে উঠলেন, "আছে, আছে। বল শিগগির।"

বাবলু বলল, "ডুমুরজলার একটি খুনের ব্যাপারে এই মনাদা জড়িয়ে পড়েছেন। তোমরা যখন ওর দলের লোক তখন—।"

মনাদা চেঁচিয়ে উঠল, "মিথ্যে, মিথ্যে। সব মিথ্যে। সবই সাজানো ব্যাপার।"

বাবলু মনাদাকে প্রায় ধমক দিয়ে বলল, "আপনি চুপ করে থাকুন। একটি কথাও বলবেন না।" বলে ইনস্পেক্টরকে বলল, "স্যার, ওই মনাদাকে আগে লকআপ থেকে বের করে আনুন। তারপর আপনার ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গিয়ে বেশটি করে মোচড় দিন, তা হলেই দেখবেন সবার নাম বেরিয়ে যাবে।"

ইনস্পেক্টর তাই করলেন। মনাদাকে ধরে টানতে টানতে ওঁর ঘরের দিকে নিয়ে যেতেই বাবলু বলল, 'মনাদা, কিছু মনে করবেন না। এ ছাড়া উপায় নেই। এসব অভিনয়। আপনি মার খাওয়ার ভঙ্গিতে বাবা রে মা রে করে চেঁচাতে থাকুন, তারপর আবার আপনাকে লকআপে ঢোকানো হলে আপনি বলবেন ওই দুই আসামি কেনা আর বেচাও জড়িত ছিল।"

অভিনয় ঠিকমতো হল। একটু পরেই মনাদাকে ধাক্কা দিয়ে লপআপে ঢুকিয়ে দিতেই মনাদা স্বীকার করল ডুমুরজলার খুনের ঘটনায় জড়িত ছিল ওরাও।

বেচা আর কেনা লাফিয়ে উঠল তখন। বলল, "স্যার, বিশ্বাস করুন, ডুমুরজলার ওই খুনের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। এমনকী এই হতচ্ছাড়া লোকটাকেও চিনি না আমরা। সেদিন দুপুরের পর আমরা যখন বার কেবিনে চা খাচ্ছি ঠিক সেই সময় একটা কুকুরসমেত এই মনাদা নামের লোকটা দোকানে পা দিয়েই চা চা করতে লাগল। তা চা দোকানের অনন্তদা বলল, 'ব্যাপার কী রে মনা, তোর এত তাড়া কেন? তা ছাড়া পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই কুকুরটা তোর সঙ্গে জুটে গেল কী করে?' তা মনাদা বলল, 'আর বলো কেন দাদা, জোটাতে হয়নি। আপনিই জুটে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খাইয়ে দাও দিকিনি। একে একটা কেক দাও। খুকুদির বিয়ের হঠাৎ ঠিক হয়ে গেছে। আমাকে এখনই গাড়ি রেডি করতে হবে। খুকুদিকে নিয়ে কলকাতায় যেতে হবে একবার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। অমনই ফেরার পথে হাজরা মোড়ের জুয়েলারির দোকান থেকে গয়নাগুলোও নিয়ে আসতে হবে। প্রায় এক দেড় লাখ টাকার গয়না।' এই বলে চা খেয়ে ও চলে যেতেই এই দাঁওটা মারবার জন্য আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম। মদনদা ও মোহনদাকেও জানালাম ব্যাপারটা। যাই হোক, সেদিন ব্যর্থ হলেও কাল আমরা সাকসেসফুল হই। তবে ধরা পড়ার পরে যখন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হল গয়নার খবর আমরা কীভাবে পেয়েছি তখনই নাম করেছি এই লোকের। কিন্তু কোনও সময়ই আমরা বলিনি ও আমাদের দলের লোক।"

বাবলু ইনস্পেক্টরকে বলল, 'আপনি তো নিজের কানে শুনলেন সব, এবার তা হলে নির্দোষ এই মানুষটিকে মুক্তি দিন।"

ইনস্পেক্টর সবি বলে মনাদাকে তখনই ছেড়ে দিলেন।

মুক্তি পেয়ে আনন্দে চোখে জল এসে গেল মনাদার। বলল, 'বলেছিলাম না, ধর্মের জয় হবেই।"

ধর্মের জয় সত্যিই হল। কিন্তু মদন ও মোহন নামের ওই দু'জনকে ধরতে না পারলে তো খুকুদির গয়নাগুলো উদ্ধার হয় না। পুলিশ কাল রাত থেকে অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি ওদের।

থানা থেকে বেরিয়ে ওরা যখন বাড়ির দিকে আসছে ঠিক তখনই চেঁচিয়ে উঠল মনাদা, 'ওই, ওই তো সেই লোক। বাবলু --।'

ওরা দেখল, একজন লোক দূর থেকে একটা মোটরবাইকে বসে লক্ষ রাখছিল ওদের দিকে। মনাদা চেঁচিয়ে উঠতেই লোকটি একটা বোমা ফাটিয়ে ধোঁয়ার আড়ালে হারিয়ে গেল।

কিন্তু পঞ্চু তো ছাড়বার পাত্র নয়। সে তিরবেগে ধাওয়া করল সেই লোকটাকে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পঞ্চুও হারিয়ে গেল চোখের পলকে।

এই মুহূর্তে পাণ্ডব গোয়েন্দারা কী করবে কিছু ভেবে পেল না। এখানে কোনও ট্রাফিক বা অন্য পরিবহণ নেই, যা নিয়ে ধাওয়া করবে ওদের পেছনে। বাবলুর স্কুটারও পর বাড়িতে।

এদিকে থানা থেকে পুলিশের লোকেরাও হইহই করে বেরিয়ে পড়েছে তখন।

বাবলু মনাদাকে বলল, "আপনি পুলিশের সঙ্গে ওদের গাড়িতে আসুন। আমরা ততক্ষণ এগোতে থাকি।" বলেই ছোটা শুরু করল।

বেশিদূর যেতে হল না। একটা বাঁকের মুখেই ওরা দেখতে পেল পঞ্চুর আক্রমণে ধরাশায়ী হয়ে সেই দুষ্কৃতী তখন পথের ধুলোয় পড়ে আছে। আর পঞ্চু বসে আছে তার বুকের ওপর। বাবলুরা যেতেই পঞ্চুকে ধাক্কা দিয়ে উঠে বসতে গেল লোকটি।

বাবলু গম্ভীর গলায় বলল, "অসম্ভব চেষ্টা কোরো না। কী নাম তোমার? মদন, না মোহন?"

লোকটি আরও গম্ভীর স্বরে বলল, "ওই বিশ্বাসঘাতকদুটো আমাদের নাম বলে দিয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। না হলে জানব কী করে?"

"আমার নাম মদন।"

"মোহন তা হলে কোথায়? গয়নাগুলো কার কাছে?"

"জানি না। তবে আমার কাছে নেই।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে পেটাতে শুরু করল ওকে। দু'-চার ঘা পড়তেই মদন বলল, "আসলে কী হয়েছে শোনো। পুলিশের তাড়া খেয়ে আমরা দু'জনে যখন ওগুলো নিয়ে পালাতে যাই তখনই ওই জঞ্জালের গাদায় ধসে পড়ে যাই আমরা। গয়নার অ্যাটাচিটা তখন হাত ফসকে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ওই অবস্থায় আমি আর সেদিকে নজর না দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও মোহনদার ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।"

ততক্ষণে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। গাড়িভর্তি পুলিশও এসেছে। মনাদাও এসেছে সঙ্গে।

পুলিশ এসেই অ্যারেস্ট করল মদনকে।

বাবলুর মুখে সব শুনে ইনস্পেক্টর বললেন, "কই চলো তো, আমরা সবাই গিয়ে দেখে আসি কোথায় কী করেছে ওরা।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের গাড়ি ডিউক রোডে সেই অভিশপ্ত জায়গাটার সামনে এসে দাঁড়াল। উঃ, কী দুর্গন্ধ সেখানে!

ইনস্পেক্টর বললেন, "কেউ আর এগিয়ো না। আমি কর্পোরেশনে খবর দিই। ওরা এসে যদি কিছুটা জঞ্জাল সরিয়ে উদ্ধার করতে পারে গয়নাগুলো তো করুক।"

মদন বলল, "অসম্ভব। একেবারে চাপা পড়ে গেছে।"

পঞ্চু তখন কারও অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই লাফিয়ে উঠে পড়ল সেই জঞ্জালের গাদায়। তারপর চারদিক তন্নতন্ন করে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ভৌ ভৌ করে চেঁচাতে শুরু করল। পরক্ষণেই গয়নাভর্তি সেই অ্যাটাচিটা টানতে টানতে নিয়ে এল মুখে করে।

ইনস্পেক্টর আবেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "শাবাশ পঞ্চু, শাবাশ।"

কিন্তু পঞ্চু কেন চেঁচাল?

কয়েকজন কনস্টেবল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে গাদায় উঠে দেখল ধসের মধ্যে প্রাণহীন একটি দেহ নিথর হয়ে পড়ে আছে। কোনওরকমে তার পাদুটো ধরে টানতে টানতে যখন নীচে এল তখন মদনই বলল, "এই আমাদের মোহনদা। আমরা এঁর হয়েই কাজ করতাম।"

মনাদা বলল, "লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পর পুলিশের গাড়িতে করেই ভগবানবাবুর বাড়িতে এসে খুকুদির হাতে তুলে দিল গয়নাগুলো।

খুকুদি যে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কী করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। কতরকমের ভাল ভাল খাবার যে খাওয়ালেন ওদের তার ঠিক নেই। পঞ্চুকে নিজে হাতে সাবান মাখিয়ে স্নান করালেন। কেন না জঞ্জালের দুর্গন্ধ ছিল ওর গায়ে।

মনাদাও এই পরিবারের বিশ্বাস আবার ফিরে পেল।

ওদের ওখান থেকে ফেরার পথে ভোম্বল বলল, "পঞ্চুর জন্মদিনের তা হলে কী হবে বাবলু?"

বাবলু বলল, "হবেই। তবে কিনা যতটা ঘটা করে হওয়ার কথা ছিল তা আর সম্ভব নয়। কেন না হাতে সময় নেই। শুধু ওর স্বজাতিদের ওইদিন ভরপেট খাইয়েদাইয়েই এই জন্মোৎসব পালন করা হবে।" বলে পঞ্চুকে বলল, "তুই কী বলিস, পঞ্চু?"

পঞ্চু বোধহয় উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরিই ছিল। তাই বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

॥ ৪ ॥

পঞ্চুর জন্মদিন খুব একটা ঘটা করে না হলেও ভালভাবেই পালিত হল। তারপরই এসে গেল দোল। এই একটা দিন ভোম্বলকে ধরে রাখা দায়! ওরই উৎসাহে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই মেতে উঠল রঙের খেলায়। আবিরে, রঙে, রাঙা হয়ে উঠল সবাই। আর এই দোল খেলার উৎসবে পঞ্চু যে রং মেখে ভূত হয়ে কী করবে কিছু যেন ভেবে পেল না। ওর আনন্দ যেন সবার আনন্দকে ছাপিয়ে গেল।

শুধু পাণ্ডব গোয়েন্দারা নয়, রং পিচকারি নিয়ে যারাই ছুটোছুটি করে ও-ও ছুটে যায় তাদের পিছু। পাড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অন্যান্য ছেলেরা যখন রুপোলি রং, আলকাতরা ইত্যাদি মেখে গাধার টুপি মাথায় দিয়ে ঢোল খোল নিয়ে 'হোলি হ্যায়' বলে নাচতে থাকে, পঞ্চুকে তখন পায় কে! ওদের দলে ভিড়ে ল্যাজ নেড়েচেড়ে সেও যেন তালে তালে নাচে।

বাবলু যতবার ডেকে নেয় পঞ্চুকে, ও ততবারই আবার ফিরে যায় ওদের দলে।

রাস্তায় অন্যান্য নেড়ি কুকুরগুলো যখন ছেলেদের এইসব কিম্ভূতকিমাকার চেহারাগুলো দেখে ভয়ে কেঁউ কেঁউ করে, পঞ্চু তখন 'ভাগ ভাগ' করে তেড়ে যায় তাদের। পঞ্চুর বীরত্ব তখন অনেক—অনেক বেড়ে যায়। ওর বুকে তো ভয়ডর নেই, ভয় কাকে বলে তা জানেও না ও। কাজেই ভয় ও পাবেই বা কেন? বরং এইসবের মধ্য থেকেই অনাবিল এক আনন্দ খুঁজে পায় ও। আসলে পঞ্চু তো শুধুই পঞ্চু নয়, পঞ্চুবাবু। মানুষের আদবকায়দায় গড়া। তা ছাড়া ওর জীবনে দোল-উৎসব এই প্রথম নয়। অনেকগুলো বসন্ত পার হয়ে এসেছে ও। ছেলেমেয়েগুলো আজকের এই আনন্দের দিনে রং মেখে না হয় একটু ভূতই সেজেছে, তাই বলে তো সত্যিকারের ভূত হয়ে যায়নি ওরা। অতএব ভয় পাওয়ার কী আছে?

কিন্তু একসময় ওদের সঙ্গ নিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া করতে করতে হঠাৎই এক জায়গায় গিয়ে ভূতের চেয়েও ভয়ংকর কী যেন দেখে সত্যিসত্যিই ভয় পেয়ে গেল পঞ্চু। দেখল একজন লোক লোহার সাঁড়াশির মতো কী যেন একটা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পঞ্চু ভয়ে শিউরে উঠে যেই না পালাতে যাবে অমনিই পেছনদিক থেকে আর-একটা সাঁড়াশি ওর কোমরটাকে এমনভাবে আটকে ধরল যে, ও আর হাজার চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারল না নিজেকে। চেঁচাতে গিয়েও কেমন যেন একটা গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। আর ঠিক সেই সময়ই ও দেখতে পেল একটি দু'চাকার খাঁচাগাড়িকে দু'জন লোক টানতে টানতে নিয়ে আসছে ওর দিকে। যে পঞ্চু বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করেও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর বুকে, সেই পঞ্চুর আজ কী অবস্থা! সামান্য একটা কুকুর-ধরা সাঁড়াশির আক্রমণে ও খাঁচাগাড়ি দেখে এমনই নার্ভাস হয়ে পড়ল যে, তা বলবার নয়।

একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। কপাল মন্দ হলে বুঝি এইরকমই হয়। হাতি কাদায় ফাঁসে। অতিবড় পালোয়ানও আঁতকে ওঠে আরশোলা দেখে। যাই হোক, ভয়ে পঞ্চুর দু' চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

এদিকে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তখন দোলখেলা নিয়ে এমনই মেতে ছিল যে, পঞ্চুর ব্যাপারটা টেরও পেল না কেউ।

অনেক পরে দোলখেলা শেষ করে ওরা যখন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে ঢুকল, বাবলুই তখন একটু চিন্তান্বিত হয়ে বলল, "কী ব্যাপার বল তো? পঞ্চুটা গেল কোথায়?"

ভোম্বল বলল, "যাবে আর কোথায়? ওই ভূত-সাজা ছেলেগুলোর পিছু পিছু ঘুরছে।"

বাবলু বলল, "আমি দু'-তিনবার ডাকলুম ওকে। কাছে এসেও আবার ওদের দলে ভিড়ে গেল।"

"তুই কিছু মনে করিস না বাবলু। পাড়ার ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে পঞ্চুটা কিন্তু বখাটে হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।"

বাবলু হাসল। বলল, "তা যা বলেছিস!"

"তুই দু'-তিনবার ডেকেছিস। আমিও বারণ করেছি কয়েকবার। ধমক দিয়েছি। কিন্তু ও শোনেনি। শুধু তাই নয়, করেছে কী জানিস? ছেলেগুলো ওকে খাটিয়ায় শুইয়ে হরিবোল দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে আর ও চোখ পিটপিটিয়ে দেখছে সকলকে।"

বিলু বলল, "তা দেখুক! আসলে একটু মজা উপভোগ করেছে বই তো নয়।"

ভোম্বল বলল, "করুক না! কিন্তু আমি ডাকার পরও ওর নেমে আসা উচিত ছিল কিনা? তার জায়গায় ও করল কী, ওপরদিকে চার ঠ্যাং তুলে যেন মরেই গেছে এমন ভান দেখাল।"

বাচ্চু সব শুনেও কোনও কথা বলল না।

বিচ্ছু বলল, "না বাবলুদা। ও ভারী বদ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। ওকে তুমি একদিন ধরে বেশটি করে শিক্ষা দাও। এই সেদিন মনাদার সঙ্গে খুকুদির গাড়িতে চেপে উধাও হয়ে গেল। আবার আজ বেপাত্তা।"

বাচ্চু বলল, "শুধু তাই নয়। অনেক সময় কী যে খেয়ালে থাকে, ডাকলেও আসতে চায় না।"

বাবলু হেসে বলল, "আসলে ও যখন কোনও কিছুতে মজা পেয়ে যায় তোরা ঠিক সেইসময়ই ডাকিস। সেইজন্যই ও আসে না। তা ছাড়া ও জানে কোন ডাকে যেতে হয় না-হয়। কিন্তু এতক্ষণ ও তো আমাদের ছেড়ে থাকে না! ও যেমন এদিক-ওদিক যায়, তেমনই মাঝে মাঝেই একবার করে এসে মুখটা দেখিয়েও তো যায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "আনন্দের আতিশয্যে বাড়ি চলে যায়নি তো? আজ তো সবার বাড়িতেই মাংস হচ্ছে। হয়তো সেখানেই কারও বাড়িতে গিয়ে জুটেছে।"

বাবলু বলল, "চল তো দেখি।"

ওরা যখন পঞ্চুর খোঁজে বাড়ির দিকে যাচ্ছে তখন দেখল একটা চাকাগাড়িতে বসে দু'পা কাটা আনোয়ার হোসেন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওদের দিকে গড়গড় করে এগিয়ে আসছে।

আনোয়ার শক্তসমর্থ এক বলবান যুবক। আগে মাছের ব্যবসা ছিল। একবার ওর বাড়িতে এক ভয়ংকর ডাকাতি হয়। আনোয়ার ডাকাতদলের দু'জনকে ঘায়েল করলেও বাকি তিনজন ওকে কবজা করে ফেলে এবং যাওয়ার সময় ওর পাদুটো কেটে রেখে যায়। সেই থেকে বেচারি বড় রাস্তার ধারে পেট্রল পাম্পের কাছে বসে পান বিড়ি দেশলাই ইত্যাদি বিক্রি করে। খুব ভালমানুষ।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার আনোয়ারদা! তুমি এখানে? তুমি তো তোমার ব্যবসার সময় যাও না কোথাও?"

বিলু বলল, "আজ কি দোলের জন্য ব্যবসা বন্ধ?"

আনোয়ার উৎকণ্ঠা মেশানো গলায় বলল, "শোন, খুব একটা খারাপ খবর নিয়ে আসছি তোদের কাছে। এইমাত্র দেখে এলাম তোদের পঞ্চুকে কর্পোরেশনের লোকরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চমকে উঠল।

এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ভাগ্যের পরিহাসে এমন অসম্ভবও কি সম্ভব হয়?

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "পঞ্চুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? ঠিক দেখেছ তো?"

"পঞ্চুকে চিনতে আমার ভুল হবে রে ভাই?"

"কিন্তু এ যে অসম্ভব ব্যাপার।"

"সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই। আমি তো অনেক করে বললাম ছেড়ে দিতে কিন্তু কোনও লাভই হল না তাতে। উলটে একজন লোক যাওয়ার সময় আমার বুকে একটা লাথি মেরে চলে গেল।"

"সে কী! এতদূর স্পর্ধা কর্পোরেশনের লোকেদের?"

বিলু বলল, "অতিরিক্ত বেড়েছে দেখছি। যাক আর দেরি নয়। এখনই আমরা পল্টুদার বাড়িতে যাচ্ছি। পল্টুদা এই অঞ্চলের কাউন্সিলার। ওকে ধরলেই কাজ হবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখে জল এসে গেল পঞ্চুর এই দুর্গতির কথা শুনে।

বাবলু বলল, "আনোয়ারদা! তোমার এই ঋণ আমরা জীবনেও শোধ করতে পারব না। তুমি বাড়িতে এসো, আমরা এগোচ্ছি। পরে ঘুরে এসে তোমাকে সব জানাব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি না করে ওই অবস্থাতেই পল্টুদার বাড়ির দিকে চলল।

বাবলু স্কুটারে বাচ্চু, বিচ্ছুকে নিল। বিলু আর ভোম্বল চলল যে যার সাইকেলে।

এ-পথ সে-পথ ঘুরে পল্টুদার বাড়ির সামনে এসে হাজির হল ওরা।

বিশাল ভুঁড়ি এবং প্রশস্ত টাকের পল্টুদা দারুণ মজাদার লোক। নিজের রোগা চেহারা নিয়ে নিজেই যা রসিকতা করেন তা আর কেউ করে কিনা সন্দেহ। অত্যন্ত পপুলার লোক তিনি। কেউ সত্যিকারের বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গিয়ে পড়লে তার জন্য সাধ্যমতো তিনি করে থাকেন।

বাবলুরা যখন গেল, পল্টুদা তখন লুঙ্গি পরে সোফায় বসে পাদুটো যতখানি সম্ভব ছড়িয়ে দিয়ে আয়েশ করে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বাবলুদের দেখেই বললেন, "কী বাবা পঞ্চপাণ্ডবরা, তোমরাও কি দোলের দিনে আবির মাখাতে এসেছ আমাকে? না কি মা দুর্গার চোরার খোঁজে এসে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছ?"

বাবলু বলল, "কী যে বলেন পল্টুদা! আমরা একটি বিশেষ দরকারে অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

"কোথাও ড্রেন উপচে পড়েছে? না তোদের বাগানে ঢুকে অবৈধ বাড়ি বানাতে এসেছে কেউ?"

বাবলু বলল, "না না। সে-সব কিছু নয়।"

পল্টুদা এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, "বোস তোরা। কী ব্যাপার খুলে বল তো?"

বাবলু বলল, "আজ আপনাদের কুকুরধরা গাড়ি এসে আমাদের পঞ্চুকে ধরে নিয়ে গেছে।"

বাবলুর কথা শুনে প্রচণ্ড হাসির দমকে বিষম খেতে খেতে বয়ে গেলেন পল্টুদা। বললেন, "সাতসকালবেলায় কী খেয়ে এসেছিস সব? নিশ্চয়ই কারও বাড়িতে তোরা গেছিস আর কেউ শরবত বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছে তোদের।"

বাবলু বলল, "না না। রসিকতা নয়, সত্যি বলছি পল্টুদা, পঞ্চুকে সত্যিই ধরে নিয়ে গেছে।"

পল্টুদা ভুঁড়ি আর টাক এক করে বললেন, "চুপ কর দেখি তোরা, চুপ কর। ওইসব যা-তা কথা শুনিয়ে আমাকে হাসাস না। পেট ফেটে মরে যাব।"

"কী আশ্চর্য! আমরা পাঁচজনে আপনার কাছে ছুটে এসেছি কি অযথা আপনার সময় নষ্ট করতে?"

পল্টুদা ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন, "এখনও বলছি চুপ কর। নাহলে ঘোড়ায় হাসবে। একে আজ রবিবার, কর্পোরেশন এমনিতেই বন্ধ। তার ওপরে দোল। কাজেই কোন কর্মচারী আজকের এই ছুটির দিনে এইসব করতে যাবে শুনি?"

বাবলু বলল, "তাই তো! এটা তো মনে হয়নি। কিন্তু আনোয়ারদা যে নিজের চোখে দেখেছে।"

"দেখলেই বা! দেখেছে বলেই কি বিশ্বাস করতে হবে?"

"কিন্তু ও তো মিথ্যে কথা বলবার লোক নয় পল্টুদা।"

পল্টুদা এবার একটু গম্ভীর হয়েই বললেন, "শোন তা হলে। আমাদের এখানকার কর্পোরেশনে এখন কুকুর-ধরার কোনও গাড়িই নেই। তবুও যদি কেউ তোদের কুকুরকে ধরে থাকে তা হলে জানতে হবে নিশ্চয়ই এটা কোনও দুষ্টচক্রের কাজ। তোরা তো অনেক সময় অনেক বদ লোককে ফ্যাসাদে ফেলেছিস, এ তাদেরই কারও কাজ হয়তো! তোদের ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে এই কাজ করেছে। এ ছাড়া কী-ই বা হতে পারে বল?"

বিলু বলল, "তবুও আপনি যদি ব্যাপারটা একটু দেখতেন, হাজার হলেও আপনি এখানকার—।"

"নিশ্চয়ই দেখব। তবে এও জেনে রাখ, তোরা হাওড়ার গৌরব। সবাই চেনে তোদের। কাজেই তোদের কুকুরের গায়ে আমাদের কোনও কর্মচারীই হাত দেবে না।"

বাবলু বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন পল্টুদা। আজ রবিবার ছুটির দিন। তার ওপরে দোল। কর্পোরেশনের অফিসও তো আজ বন্ধ। কাজেই কে আসবে এই কাজ করতে? নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টচক্র আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে বলে করেছে এই কাজ। এবং সেইজন্যই আনোয়ারদা ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ওর বুকে লাথি মেরেছে ওরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না সেখানে। যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল ঝড়ের বেগে।

॥ ৫ ॥

দুর্ভাবনার একটা কালো মেঘ যেন নিমেষে ছেয়ে ফেলল ওদের মনের আকাশটাকে। কোনওরকমে গায়ের রং ধুয়ে মুছে স্নান করে স্নিগ্ধ হল ওরা। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই যেন মাথায় উঠে গেল ওদের।

বাবলুর মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বাবাও নির্বাক। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুদেব বাড়ি থেকেও ছুটে এলেন ওদের বাবা-মায়েরা।

প্রত্যেকেরই বাড়িতে ভাল ভাল কত কী রান্না হয়েছিল। কিন্তু সেসব খাবে কে? কোনওরকমে যা হোক দু' মুঠো করে মুখে দিয়েই উঠে পড়ল সব। তারপর আবার বের হল পঞ্চুর খোঁজে।

পঞ্চুর ঘটনার কথা তখন সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

যাই হোক, ওরা প্রথমেই এল আনোয়ারদার কাছে।

বাবলু বলল, "আনোয়ারদা! ওরা পঞ্চুকে নিয়ে ঠিক কোনদিকে গেল তুমি দেখেছ কী?"

আনোয়ার বলল, "আমি কী করে দেখব ভাই? তবে নসীরামের ছেলে বলছিল একটা কুকুরকে নাকি কুকুরধরা গাড়িতে করে তেলকলঘাটের দিকে নিয়ে যেতে দেখেছে।"

"তা হলে পঞ্চুকেই দেখেছে ও।"

"তোরা পল্টুদার কাছে গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ। উনি বললেন, কর্পোরেশনের লোকেরা ওকে ধরেনি। প্রথমত, কর্পোরেশনের কোনও কুকুরধরা গাড়ি নেই। দ্বিতীয়ত, আজ ছুটির দিন। কর্পোরেশনের সমস্ত দপ্তর আজ বন্ধ।"

"তা হলে?"

"এ কোনও দুষ্টচক্রের কাজ।"

"তোরা তা হলে তেলকলঘাটেই গিয়ে একটু খোঁজখবর নিয়ে দ্যাখ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটুও দেরি না করে তেলকলঘাটের দিকে চলল। চরম উত্তেজনা আর দারুণ ক্ষোভে হায় হায় করতে লাগল সকলে।

তেলকলঘাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রেলের ইয়ার্ড, মার্টিন বার্ন-এর কারখানা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের বস্তি। সেইসঙ্গে যত সমাজবিরোধীদের আড্ডাও সেখানে।

এই অঞ্চলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আসা-যাওয়া নেই বললেই হয়। কিন্তু ওরা ভেবে পেল না থেকে-থেকে এরা হঠাৎ পঞ্চুকে গুম করতে যাবে কেন? পঞ্চুকে গুম করে এদের লাভটাই বা কী?

বাবলুরা তেলকলঘাটে এসে গঙ্গার ধার থেকে বস্তির আনাচে-কানাচে অনেক ঘোরাঘুরি করল। যদি হঠাৎ করে দেখা মেলে পঞ্চুর। কিন্তু না, কোনও লাভই হল না। ঘোরাঘুরিই সার হল। পঞ্চুর পাত্তাও পাওয়া গেল না কোথাও। দেখা পাওয়া দূরের কথা, ওকে পাওয়ার ক্ষীণ সূত্রটুকুও পাওয়া গেল না।

হতাশ পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল। সন্ধে হল।

ওপারে কলকাতা মহানগরী সেজে উঠল আলোকমালায়। আর এপারে হাওড়া শহর ভরে উঠল লোডশেডিং-এর গোলকধাঁধায়।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল লাইনের ওপর দিয়ে দপাং দপাং করে পা ফেলে একজন ভয়ংকর চেহারার লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পিছু-পিছু একটু দূরত্ব বজায় রেখে আসছে আরও দু'জন।

সেই ভয়ংকর লোকটিকে কালো প্যান্ট আর ডোরাকাটা গেঞ্জি পরে থাকায় অনেকটা নিগ্রোদের মতো লাগছিল। তার ওপরে সে যেমন লম্বা তেমনই কালো। যেন আলকাতরা দিয়ে বার্নিশ করা। গলায় রুমাল বাঁধা। অর্থাৎ কিনা নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দিচ্ছে যন্তরখানা কী। লোকটি এসেই বাজখাঁই গলায় ওদের বলল, "এই! তোরা এখানে কী করছিস রে?"

বাবলু বলল, "কী আবার করব? গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি।"

অন্য একজন এসে বলল, "তোদের সাহস তো কম নয়, দিনদুপুরে যম এখানে আসতে ভয় পায়, আর তোরা সন্ধের পর এখানে এসে বসে আছিস?"

সেই ভয়ংকর লোকটি বলল, "তোদের বাড়ি কোথায়?"

বাবলু বলতে যাচ্ছিল, "ক্যাওড়াতলায়।" কিন্তু এখনই এদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। তাই বলল, "মধ্য হাওড়ায়।"

"এখানে কী করতে এসেছিস?"

বাবলু তখন সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে গম্ভীর মুখে লোকটি বলল, "আনোয়ার দেখেছে কুকুরটাকে খাঁচাগাড়িতে পোরা হয়েছে?"

"হ্যাঁ দেখেছে। শুধু দেখেছে নয়, বাধা দিতে গিয়ে লাথিও খেয়েছে একটা।"

"কিন্তু কুকুরটাকে তেলকলঘাটের দিকে নিয়ে গিয়েছে এ-কথা কে বলল?"

"সে আর-একজন।"

"আনোয়ার! মানে, কয়েকবছর আগে কালীবাবুর বাজারে যে লোকটা মাছের ব্যবসা করত সে, তাই না?"

"হ্যাঁ। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আনোয়ারদাকে তা হলে চেনেন আপনি। তাই না?"

"বেনারসীলাল চেনে না এমন কেউ হাওড়া শহরে আছে? তা ও যখন দেখেছে তখন ঠিকই দেখেছে।"

বাবলু চমকে উঠে বলল, "বেনারসীলাল! মানে আপনিই সেই—?"

"কুখ্যাত সমাজবিরোধী এবং এলাকার আতঙ্ক। আমার ভয়ে এই এলাকার কোনও জীবিত মানুষ সন্ধের পর এখানে আসে না, বা রাত্রিবেলা বঙ্কিম সেতু পার হয় না। শুধু তোরাই আজ না জেনে এখানে এসে রেকর্ড করলি। যা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা।"

বাবলু এইরকম অবস্থায় কখনও বিনয়ী হয় না। তবে পঞ্চুর ব্যাপারে ও এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, নরম না হয়ে পারল না। বলল, "বেনারসীদা, আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আপনার নামে বাঘে-গোরুতে জল খায় এখানে। আপনি বললে যে-কেউ এই কাজ করে থাকুক না কেন, আমাদের কুকুরকে ফিরিয়ে দেবে। ওই কুকুরটা আমাদের প্রাণ। ওকে পাইয়ে দিন দাদা।"

বেনারসী বলল, "এইসব দাদা-টাদা আমাকে কেন বলছিস? ওতে আমার মন ভিজবে না। ছোটবেলায় মা আমাকে মেরেছিলেন বলে ছোট ভাইটাকে আমি ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিলুম। সেই অপরাধে বাবা আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। এক ভদ্রলোক দয়া দেখিয়ে আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিলে সুযোগ বুঝে আমি তাঁকে সর্বস্বান্ত করে তাঁর বুকে ছুরি মেরে ফেরার হই। আমার গায়ে মানুষ কেন, জানোয়ারের চামড়াও নেই। আর শরীরে আছে রক্তের বদলে—।"

"তা হলে আমরা ব্যর্থ হয়েই ফিরে যাব বেনারসীদা?"

"না। তা কেন? বেনারসীলালের কাছে এসে কেউ কখনও নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি। রাত হয়েছে, ঘরে যা। কাল সকালের মধ্যে খবর পাবি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সেখানে না থেকে আশায় বুক বেঁধে ফিরে এল। বেনারসীলালের ঔদ্ধত্য মেনে নেওয়ার পাত্র ওরা নয়, তবুও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কিছুই হজম করতে হয়।

যাই হোক, সে-রাত্রিটা আধো-ঘুমে আধো-জাগরণেই কেটে গেল ওদের।

পরদিন সকালে এক মর্মান্তিক খবর পেয়ে শিউরে উঠল ওরা। দলবেঁধে সবাই ছুটল মোড়ের মাথায়। ওরা দেখল পাড়ার তেমাথার মোড়ে সেই কুকুরধরা গাড়িটা পড়ে আছে। আর গাড়ির ভেতরে আছে অ্যাসিডে গলানো বিকৃত একটা কালো কুকুরের মরদেহ এবং সেইসঙ্গে সদ্য কাটা একটি নরমুণ্ড।

এই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে বাবলুরা স্তব্ধ হয়ে গেল। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় ভরে উঠল ওরা। এই কাটা মুণ্ড আর কারও নয়, আনোয়ারদার। কে জানত দোলের আবির ও রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে এই অসহায় মানুষটিরও রক্তের রং এক হয়ে যাবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চোখে জল এসে গেল। ওরা সেই কুকুরের মৃতদেহ গাড়ি থেকে নামিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল ওটা পঞ্চুরই দেহ কিনা। কুকুরের পায়ের কাছে একটু বাদামি রং দেখে ওরা নিশ্চিন্ত হল এটা আর যারই হোক, পঞ্চুর অন্তত নয়।

বেনারসীলালের নৃশংসতায় দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। পঞ্চুকে ফিরে পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও আর দেখতে পেল না ওরা।

থানায় খবর গেলে পুলিশি তদন্তের পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিত্তিরদের বাগানে বসে আলোচনা করতে লাগল এই রোমহর্ষক ঘটনার ব্যাপার নিয়ে।

বাবলু বলল, "এখন বোঝাই যাচ্ছে পঞ্চুর ব্যাপারে বেনারসীলাল গভীরভাবে জড়িত। তাই পঞ্চুকে পাওয়ার জন্য বেনারসীলালকে ফাঁদে ফেলতেই হবে।"

বিলু বলল, "তোর কি মনে হয় পঞ্চু বেঁচে আছে?"

"নিশ্চয়ই। পঞ্চুকে মেরে ফেলবার জন্য তো অত কষ্ট করে ধরে নিয়ে যায়নি ওরা। পাণ্ডব গোয়েন্দার পঞ্চুকে বিক্রি করতে পারলে অনেক—অনেক টাকা লাভ ওদের। কিন্তু লোকটা মাথামোটা। তাই আমাদের বোকা বানানোর জন্য অন্য কুকুরের দেহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে এখন করণীয় কী? পঞ্চুকে খোঁজা? না বেনারসীলালের বদলা নেওয়া?"

বাচ্চু-বিচ্ছু নির্বাক। এই ব্যাপারে ওদের কোনও মত প্রকাশের আগ্রহই যেন নেই। শুধুমাত্র বাবলুর পরিকল্পনার ওপর আস্থা রেখেই আলোচনাগুলো শুনে যেতে লাগল ওরা।

বাবলু বলল, "পরিস্থিতি এখন এমনই যে, দুটো কাজই একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। পঞ্চু কোথায় আছে তা জানতে না পারলে ওকে উদ্ধার করা অসম্ভব। কাজেই বেনারসীলালকে জাঁতাকলে ফেলতেই হবে আগে।"

বিলু বলল, "কিন্তু কোন সূত্র ধরে আমরা এগোব?"

"সূত্র একটা খুঁজে বের করতেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "যেন তেন প্রকারেণ বেনারসীলালকে ঘায়েল করতে না পারলে ওকে ফাঁদে ফেলা অসম্ভব। আর তেমনই অসম্ভব ওকে ঘায়েল করা। কেননা ওই চতুর বেড়াল কোনও সময়ই একা থাকে না। অন্তত দু'-চারজন সঙ্গে ওর থাকেই। তাও তারা সশস্ত্র। তোর ওই একটি পিস্তলের গুলিতে ওকে জব্দ করা কখনওই যাবে না।"

বাবলু বলল, "যায় কি না যায় দেখব। সামনাসামনি না পারি, পেছন থেকেও ঝাড়ব ওকে। তারপরে দ্যাখ ওর কী করি!"

বিলু বলল, "কখন কী করবি ঠিক কর তা হলে। যত দেরি হবে ততই আমাদের ক্ষতি।"

বাবলু বলল, "না। দেরি হবে না। আজ দুপুরে আমি নিজে একবার ওইখানে গিয়ে পঞ্চুর খোঁজ নেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেইসঙ্গে জেনে আসব ওই কুখ্যাত এলাকায় বেনারসীর ঘাঁটিটা ঠিক কোনখানে।"

বাবলুর কথায় শিউরে উঠল সকলে।

বাচ্চু-বিচ্ছু তো একস্বরে প্রতিবাদ করল।

বাচ্চু বলল, "তুমি কি সজ্ঞানে আছ বাবলুদা? ওই শত্রুপুরীতে তুমি একা যাবে কী করে?"

"ওখানে একা না যাওয়া ছাড়া যে কোনও উপায় নেই।"

বিচ্ছু বলল, "এইরকম অসার চিন্তাকে তুমি মনের কোণেও স্থান দিয়ো না।"

বিলু বলল, "ওইরকম রিস্ক কেউ কখনও নেয়? যদি পঞ্চু থাকত সঙ্গে তবুও কথা ছিল। কিন্তু যে আমাদের রক্ষাকর্তা সে-ই তো এখন ঘোর বিপদে।"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া বেনারসীলাল অত্যন্ত ধূর্ত। কোনওরকমে একবার যদি ওর খপ্পরে পড়ে যাস তুই, তা হলে তোর অবস্থাও হবে আনোয়ারের মতো।"

বাবলু বলল, "জানি। তোরা যে যা বলছিস তার সবই ঠিক। তবে কিনা আমি কেন একা যেতে চাইছি জানিস? আমাদের সবাইকে একসঙ্গে দেখলেই ওর লোকেরা চিনে নেবে। আর যদি নেয় তা হলে বিপদ হবে আমাদের প্রত্যেকের। তবে এটাও জেনে রাখিস, বেনারসীর খপ্পরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা খুব কম। অতএব বিপদের ভয়টা আমি করি না।"

"সম্ভাবনাটা কম কেন?"

"তার কারণ আনোয়ারদার হত্যাকাণ্ড নিয়ে চারদিকে হইচই পড়ে গেছে। কাজেই এরপরও পুলিশের হাতে ধরা দেওয়ার জন্য ও নিশ্চয়ই ওখানে বসে থাকবে না। আর পুলিশও নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওখানে গিয়ে তেলেজলে এক করে দিয়েছে। সেইজন্যই আমি সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে থেকে ছদ্মবেশে ওখানে গিয়ে সবকিছুর খোঁজখবর নেব। তা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্য পিস্তলটা তো থাকবেই আমার সঙ্গে।"

বিলু বলল, "তুই যা-ই বলিস না কেন ভাই, একা তোকে আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারব না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "এ-ব্যাপারে আমাদেরও মন সায় দিচ্ছে না।"

ভোম্বল বলল, "আমারও।"

বাবলু বলল, "কিন্তু তোরা কিছুতেই বুঝতে চাইছিস না কেন যে, ওখানে একা যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। সবাই গেলে আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তোরা জেনে রাখ বেনারসী ওখানে নেই। পুলিশও এখন তার নাগাল পাবে না। আমার ধারণা, ওই হত্যাকাণ্ডের পরই সে গা-ঢাকা দিয়েছে। তাই তেলকলঘাটে এখন কোনও বিপদ নেই।"

"তা যদি হয় তা হলে আমাদের সবার গেলে দোষ কী?"

"দোষ আছে। সে না থাকলেও তার স্পাইরা তো আছে। তাদের নজর এড়াবি কী করে?"

বিচ্ছু বলল, "এড়ানো যাবে। একদিক দিয়ে তুমি ঢুকবে, অপরদিক দিয়ে আমরা ঢুকব। তুমি তোমার কাজ করবে, আমরা আমাদের কাজ করব। অর্থাৎ কিনা আমরা লক্ষ রাখব তোমার দিকে।"

বাবলু একটু চিন্তা করে বলল, "বেশ, আমরা সবাই যাব। তবে রণকৌশলটা একটু পালটাতে হবে আমাদের। অর্থাৎ স্থলপথে নয়, রামকৃষ্ণপুরের ক্রেনজেটি থেকে একটা নৌকো ভাড়া করে জলপথে যাব আমরা। আমি একা ভেতরে ঢুকে সব দেখেশুনে আসব, তোরা নৌকোয় বসে আমার জন্য অপেক্ষা করবি।"

বাবলুর পরিকল্পনায় সায় দিল সকলে। তারপর দারুণ এক মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে এল যে যার ঘরে।

॥ ৬ ॥

সেইরকমই পরিকল্পনামতো দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ওরা রামকৃষ্ণপুর ঘাটে এল অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে। ওদের পরিচিত একজন মাঝির সঙ্গে কথা বলে নৌকো ঠিক করল ওরা। পনেরো টাকা ঘণ্টায় রফা হল নৌকোটি।

আসবার সময় কালীবাবুর বাজার থেকে একজন মেকাপম্যানকেও সঙ্গে এনেছিল ওরা। নৌকোর ছইয়ের ভেতরে বসে বাবলু পেস্ট করে ধরাচুড়ো বাঁশি নিয়ে কৃষ্ণ সাজল। আর বিলু সাজল 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এর মতো একটা কয়লাখোঁচার লোহার শিক ও কাঁধে কাগজের বস্তা নিয়ে স্রেফ একটি নিম্নশ্রেণীর কাগজ-কুড়নোওয়ালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এরপর মেকাপম্যানকে বিদায় দিয়ে নৌকোয় চেপে ওরা এল তেলকলঘাটে।

আঘাটায় নৌকো ভিড়লে ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু রইল নৌকোর মধ্যে। বাবলু ও বিলু ঢুকল ইয়ার্ডের ভেতর।

বাবলু আপনমনে রং চং করে এগিয়ে চলল।

বিলু চলল ছেঁড়া ময়লা কাগজ কুড়িয়ে।

ওরা দু'জনেই দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল। কৃষ্ণ-সাজা বাবলুকে এতই ভাল লাগছিল যে, সবাই ওর দিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ চোখে। কেউ কেউ দুটি-একটি পয়সাও দিল।

বিলুও বাবলুর দিকে নজর রাখতে রাখতে এমনভাবে কাগজ কুড়িয়ে যেতে লাগল, যাতে কেউ সন্দেহও করল না ওকে। তা ছাড়া সবারই নজর তখন বাবলুর দিকে।

বস্তিবাসীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বংশীধারী বাবলুকে বাঁশি বাজাতে বললে বাবলু ওর মাউথঅর্গানটি বাজাতে লাগল। জমে উঠল মজা। একে কৃষ্ণ, তায় আবার বাঁশির বদলে মাউথঅর্গান। হইহই করে উঠল সকলে। কেউ কেউ নাচতে লাগল।

কেউ কেউ বলল, "হিন্দি গানের সুর বাজাও। হায় আপনা দিল...।"

কেউ বলল, "না না। শুধু দিল।"

বাবলু তাই বাজাল।

কিন্তু বাদ সাধল এলাকার কুকুরগুলো। তারা যে কতরকমের রাগরাগিণীতে গলা ভাঁজতে লাগল ওদের দেখে, তার আর ঠিক নেই। তারা এসে এমন ব্যতিব্যস্ত করতে লাগল দু'জনকে যে, ওদের ঘুরে বেড়ানোই দায় হল।

বস্তিবাসীরা অবশ্য ঠ্যাঙা-লাঠি নিয়ে ধমক ধামক দিয়ে শান্ত করল কুকুরগুলোকে।

বাবলু বিরক্ত হয়ে বস্তিবাসী একজনকে বলল, "এত কুকুরের উপদ্রব নিয়ে আপনারা এখানে বাস করছেন কী করে? কর্পোরেশনে খবর দিলেই তো ধরে নিয়ে যায় কুকুরগুলোকে।"

যাকে বলা হল সে ব্যঙ্গোক্তি করে বলল, "কর্পোরেশনের কাজ হল কর আদায় করা আর কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া 'জলাতঙ্ক হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসুন। কুকুরে কামড়ালে ইঞ্জেকশন নিন। কুকুরকে চোখে চোখে রাখুন।' কিন্তু কুকুর ধরে তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তারা কেউ নেই।"

বাবলু মেকি বিস্ময় প্রকাশ করার ভঙ্গিতে বলল, "সে কী! কালই তো আমি আপনাদের এলাকায় একটা কুকুরধরা গাড়ি দেখলাম।"

"আরে ওটা কর্পোরেশনের গাড়ি নাকি? বেনারসীলালের চাল। বেনারসীলাল এখন চোরাগোপ্তা ভাল ভাল কুকুর পেলেই ধরে নিয়ে এসে পাচার করছে। ভাল ব্যবসা শুরু করেছে। কাল তো একটা কুকুরকে নিয়ে নাস্তানাবুদ কাণ্ড।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। কুকুরটার একটা চোখ কানা ছিল। যে বেশি টাকা দিয়েছে সে ওই কানা কুকুর নেবে কেন? তা কুকুরটা যেই না দু' পায়ে খাড়া হয়ে বাবুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল অমনিই বাবু তো অভিভূত হয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। তারপর গাড়িতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।"

"বলো কী! কুকুরটা কামড়ে দিল না?"

"না না। খুব শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট কুকুর। তা ছাড়া কামড়াবার উপায়ও ছিল না ওর। মুখটা তো জাল দিয়ে বাঁধা ছিল।"

"বুঝেছি। কুকুরটাকে নিয়ে বাবু তা হলে গেলেন কোথায়?"

"তা তো বলতে পারব না। তবে ওই বাবু বেনারসীলালের কাছে প্রায়ই আসেন।"

বাবলু বলল, "আমার সন্ধানে একটা ভাল কুকুর আছে। সেটাকে আমি এদের মারফত বিক্রি করতে চাই। আমাকে একটু বেনারসীলালের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারো?"

লোকটি বলল, "ওকে তো এখন পাওয়াই মুশকিল। কাল একটা মার্ডার করে কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়েছে তা কে জানে? কবে যে আসবে, তারও কোনও ঠিক নেই। তবে তুমি একটা কাজ করতে পারো। এই ব্যাপারে নেউলের সঙ্গে দেখা করতে পারো।"

"নেউল কে?"

"ও বেনারসীলালেরই লোক। ওর ডানহাত বলতে পারো। একটু বোসো, ডেকে দিচ্ছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বসেই রইল। বিলুও দূর থেকে লক্ষ রাখতে লাগল ওর দিকে।

একটু পরেই হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরা দু'জন হতশ্রী চেহারার লোক এগিয়ে এল ওর দিকে। খুব একটা শক্তপোক্ত লোক নয়। এসে একজন বলল, "কে কুকুর বেচতে চায়?"

বাবলু বলল, "চুপ। আস্তে করে বলো। কেউ শুনে ফেলবে। চোরাই মাল।"

"আরে, আমরা তো চোরের ভায়রা ভাই, ছ্যাঁচ্চোড়। চুরি করাই আমাদের পেশা।"

বাবলু হেসে বলল, "গুরু! গুরু! আমিও চোর। ওই যে দেখছ ছেলেটা কাগজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ও-ও চোর। আমরা দু'জনে এইভাবে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াই আর এর-ওর কুকুর চুরি করে বেচে দিই। আমরা দু' জায়গা থেকে দুটো ভাল জাতের কুকুর চুরি করে লুকিয়ে রেখেছি। ও কুকুর বেচতে পারলে অনেক দাম। কিন্তু আমরা বেশি দামে কার কাছে বেচব ভাই? বিশ-পঁচিশ টাকার বেশি কেউ আমাদের দিতেই চায় না। তোমরা যদি শ'খানেক টাকা আমাদের দাও তা হলে কুকুর দুটো আমরা তোমাদের দিয়ে দিতে পারি। এবার তোমরা যত দামে ইচ্ছে বেচো না হয়।"

নেউল উল্লসিত হয়ে সঙ্গী লোকটিকে বলল, "শুনলি তো ক্যাবা, একেই বলে কপালের ফের। এই কুকুর বেচতে পারলে মি. নায়েকের পকেট আমবা বেশ ভালভাবেই মারতে পারব।"

ক্যাবা বলল, "একেবারে পালিশ করে দেব, কী বল? তা হলে এক কাজ করি শোন, এই ছেলেদুটোকেও আমাদের লাইনে টেনে নিই আয়।"

"ঠিক বলেছিস তুই। এদের দিয়েই আমরা কাজ করাব। রীতিমতো তৈরি ছেলে ওরা। কিন্তু বেনারসীলাল?"

"আরে রেখ্‌খে দে তোর বেনারসীলাল! এমন মওকা কখনও কেউ ছাড়ে? তুই এখনই নায়েককে আটকা। আজ রাতের সম্বলপুর এক্সপ্রেসে ওর যাওয়ার কথা। কুকুরটাকে কীভাবে নিয়ে যাচ্ছে তা জানি না। গিয়ে বল, ওই কুকুরের চেয়ে আরও অনেক দামি দুটো কুকুর পাওয়া গেছে। আজকের যাওয়া বাতিল করে যেন এই কুকুরদুটোকেও নিয়ে যায়। আর শোন, দাম বলবি আড়াই হাজার করে পাঁচ হাজার টাকা।"

বাবলু বলল, "বলো কী! দুটো কুকুরের দাম পাঁচ হাজার টাকা!"

নেউল খিকখিক করে হেসে বলল, "হুঁ হুঁ বাবা। পাঁচ হাজার। কাল বেনারসীলাল একটা কানা কুকুর বেচেছে দশ হাজারে।"

বাবলু বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"আরে ও কী যা-তা কুকুর? ও হচ্ছে গোয়েন্দা কুকুর। ওকে ধরে খাঁচায় রাখলেই শুধু ওর দর্শনী হিসেবে এক টাকা করে টিকিট করলে দশ মিনিটে দশ হাজার টাকা উঠে যাবে। কত কাগজে ওর ছবি বেরোয় জানিস? ওর নাম পঞ্চু। বড় বড় চোর-ডাকাতকে ঘায়েল করেছে ও। শুধু হার মেনেছে আমাদের মতো ছ্যাঁচ্চোড়ের কাছে। অনেকদিন তাগে তাগে ছিলাম। কালই মওকা মিলল। কাল যে কী করে ওকে ধরেছি তা আমরাই জানি।"

"তোমরা ধরেছ?"

"হ্যাঁ। ক্যাবা আর আমি দু'জনে মিলে ধরেছি। আমাদের দুই সঙ্গী উদো আর বুধো একটা কুকুরধরা গাড়ি নিয়ে কাছাকাছিই ছিল।"

"কীভাবে ধরলে তবু শুনি?"

"আমরা তো তক্কে-তক্কে ছিলাম। উদো-বুধো গাড়িটা পলিথিন শিট চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল একপাশে। কিন্তু চারপাশে লোকজন থাকার ফলে কিছুতেই সুবিধে করতে পারছিলাম না আমরা। হঠাৎ দেখি না একটা বিড়ালকে তাড়া করে কুকুরটা এক জায়গায় এসে মাটিতে কীসের যেন গন্ধ শুঁকতে লাগল। অমনিই আমরা লেগে গেলাম কাজে। ক্যাবা সাঁড়াশি নিয়ে যেই এগিয়েছে ব্যাটা অমনিই ক্যাবার দিকে লাফ মারতে যাচ্ছিল। আমিও পেছনদিক থেকে খপাত করে ধরে ফেললুম ব্যাটাকে। উঃ সে কী প্রচণ্ড শক্তি ওর। ক্যাবা আর আমি দু'জনে মিলে ওকে ধরে রাখতে পারি না। তারপর বহু কষ্টে ওকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে ঢুকিয়েই নিয়ে এলাম আমাদের আড়তে।"

বাবলু বলল, "তোমাদের আড়তটা তা হলে কোনখানে আমাদের দেখিয়ে দাও। কুকুর নিয়ে আমরা এখনই চলে আসছি।"

নেউল বলল, "আয় তবে।"

ক্যাবা বলল, "আমি তা হলে নায়েককে একটা ফোন করে দেখা করতে বলি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"যা। তাড়াতাড়ি যা।"

ক্যাবা চলে গেল।

বাবলু আর বিলুকে নিয়ে যেতে যেতে নেউল বলল, "শোন ভাই, তোদেরকে আমরা ঠকাব না। তবে একটা কথা বলে রাখি, বেনারসীলালকে এড়িয়ে চলবি। এই ব্যাপারে কোনও কথা যেন কখনও বলবি না বেনারসীলালকে। তোরা শুধু আমাদের দু'জনের হয়েই কাজ করবি। আমরা তোদের দুটো কুকুরের জন্য দুশো নয়, চারশো টাকা দেব, কেমন?"

বাবলু আনন্দে লাফিয়ে ওঠার ভান করল। বলল, "কী যে বলো দাদা, এইরকম যদি হয় তা হলে তো রোজ আমরা একটা-দুটো করে কুকুর ধরে আনব।"

"তোরা পারবি রে। তোরাই পারবি। আমাদের এই মৌচাকে তোরাই হচ্ছিস খাঁটি মধু। এতদিন কোথায় যে ছিলিস রে তোরা?"

নেউলের সঙ্গে রেললাইন ধরে কিছুটা পথ যাওয়ার পর একটা পরিত্যক্ত মালগাড়ির কামরার মধ্যে ঢুকল ওরা। সেখানে চার-পাঁচটি মজবুত কুকুর ধরার গাড়ি ও গোটা চারেক সাঁড়াশি ওরা দেখতে পেল।

বাবলু বলল, "এসব কোথায় পেলে গো তোমরা? কর্পোরেশনে তো নেই।"

"এখানে নেই। তবে এগুলো অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। মি. নায়েকই সাপ্লাই দিয়েছেন এগুলো। বেনারসীলালের সঙ্গে ওঁর আসল ব্যবসা হল কুকুর পাচারের। তা একদিন খবরের কাগজে ওই পঞ্চুচন্দ্রের ছবি দেখে, ওর বীরত্বের কাহিনী পড়ে বাবুর ইচ্ছে হল ওকেই কেনে। মনের বাসনাটি বলেও ফেলল বেনারসীলালকে। বেনারসী আমাদের নির্দেশ দিল। আমরাও তাগে-তাগে থেকে মওকা পেয়েই ধরে ফেললাম ব্যাটাকে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। একটা খাঁচা তা হলে আমাদের দাও।"

"এই দিনের বেলায় কেষ্ট সেজে খাঁচা নিয়ে যাবি কোথায়?"

"আরে দাও-ই না! তারপর দ্যাখোই না কী করি?"

"খুব সাবধান। পঞ্চুর ব্যাপারে পুলিশ কিন্তু আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজেছে। ওই গাড়ি দেখলেই ধরবে তোদের।"

"ধরেও তো কোনও লাভ হবে না। আমাদের মাথায় গজাল পুঁতলেও সত্যিকথা ফাঁস করব না আমরা। বলব, আমরা রাস্তার ছেলে। রাস্তার ধারে পড়ে ছিল গাড়িটা তাই নিয়ে খেলা করছি।"

নেউল লাফিয়ে উঠে বলল, "কেয়াব্বাত। তোদের হবেই। তোদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাক, তারপর কী করে ব্যাগ ছিনতাই করতে হয়, কী করে তালা ভাঙতে হয়, কী করে পকেট মারতে হয়, সব শিখিয়ে দেব।" এই বলে দুটো কাঠের পাটাতন এনে মালগাড়ির খোলের মুখে লাগিয়ে গড়গড় করে নামিয়ে আনল গাড়িটা। তারপর চড়চড় করে মজবুত ডালাটা ওপর দিকে টেনে উঠিয়ে বলল, "এই দ্যাখ, কীভাবে এটা খুলতে হয়।"

বাবলু বলল, "এবারে সুড়সুড় করে এর ভেতর ঢুকে দেখাও দেখি কী করে এতে ঢুকতে হয়?"

"আমি কুকুর নাকি যে, এর ভেতরে ঢুকব?"

"যা বলছি তাই করো।"

"তার মানে?"

"মানেটা পরে বোঝাব। এখন ঢোকো বলছি।"

ততক্ষণে বিলু সজোরে একটা লাথি মেরেছে নেউলকে। সেই আঘাতের টাল সামলাতে না পেরে নেউলের অর্ধাংশ ঢুকে গেল খাঁচার মধ্যে। বাকিটা ওরা দু'জনে জোর করে ঢুকিয়ে বলল, "একদম চেঁচামেচি করবি না। চেঁচিয়েছিস কি মরেছিস।"

নেউল বলল, "এ কীরকম হল ভাই? এইরকম কথা তো ছিল না। এ কী রসিকতা করছ তোমরা? তোমরা কারা?"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাদের দুশমন।" বলেই রেল ওয়াগনের ভেতরে রাখা সেই পলিথিনের শিটটা নিয়ে এসে গাড়িতে চাপা দিয়ে সোজা পথে না এসে বাঁকা পথে গঙ্গার ধারে নিয়ে এল।

নৌকোটা একটু দূরে ছিল।

বিলু জোরে একটা শিস দিতেই ভোম্বল ওর সংকেত বুঝতে পেরে মাঝিকে বলে নৌকোটাকে নিয়ে এল ওদের দিকে।

নৌকো ডাঙায় এসে ভিড়তেই বাবলু গাড়িটাকে টানতে টানতে নৌকোর কাছে এনে বলল, "এই দ্যাখ, কাকে নিয়ে এসেছি।"

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই নৌকোর খোলের মধ্যে ছিল।

বিচ্ছু বলল, "নিশ্চয়ই পঞ্চু।"

বাবলু বলল, "না, পঞ্চু নয়। তবে পঞ্চুকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তাদেরই একজনকে নিয়ে এসেছি। একে পিন মারলেই সব বেরোবে এক এক করে।"

ভোম্বল আর বিলু দুটো কাঠের পাটাতন নৌকো থেকে নামিয়ে ডাঙার সঙ্গে যুক্ত করলে বাবলু একাই গাড়িটাকে ঠেলে ওঠাল নৌকোতে।

এই না দেখেই তো মাঝির চক্ষু চড়কগাছ। বলল, "এ কী! এসব কী ব্যাপার! আমার নৌকোয় এসব আমি ওঠাব না। নামাও বলছি।"

বাবলু বলল, "নৌকো ছাড়ো। একেবারে রামকৃষ্ণপুর ঘাট।"

"অসম্ভব! ও আমার দ্বারা হবে না। জেল হয়ে যাবে আমার। এসব কাজ আমি করি না।"

"এই জিনিস হাতছাড়া করলেই বরং তোমার জেল হবে মাঝিভাই। তা ছাড়া এটা তো কোনও স্মাগলিং গুডস নয়। একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে ফাঁদে ফেলেছি। একে আমরা পুলিশে দেব।"

মাঝি তবুও আমতা আমতা করতে লাগল। বলল, "আমি সব বুঝি। কিন্তু আমি এই কাজে সাহায্য করলে বেনারসীলাল আমাকে খুন করে গঙ্গার জল লাল করে দেবে।"

"সে তো আমাদেরকেও দিতে পারে।"

"তোমাদের কথা আলাদা। কিন্তু আমার জানের মায়া আছে।"

বাবলু এবার পিস্তলটা বের করে মাঝির দিকে তাগ করে বলল, "আমার কথা না শুনলে আমিও তোমার ওই হাল করব। আর পুলিশও তোমাকে সহজে ছাড়বে না। বেনারসীলাল এখন অনেক দূরে। কিন্তু আমি তোমার সামনে।"

মাঝি আর একটি কথাও না বলে ঘাড় হেঁট করে নৌকো বাইতে লাগল।

পঞ্চুর অপহরণকারীকে যে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এইভাবে কবজা করতে পারবে তা ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি।

যাই হোক, রামকৃষ্ণপুর ঘাটে যখন নৌকো এসে ভিড়ল তখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে। মাঝিকে তাব প্রাপ্য টাকা দিয়ে ওরা একই কায়দায় খাঁচাগাড়িটাকে ডাঙায় তুলল।

মাঝি নেউলকে বলল, "যেমন তোমার অবস্থা ভাই, তেমনই আমারও। যেন আমার ওপর রাগ করে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা কোরো না।"

ক্ষিপ্ত নেউল বলল, "ঠিক আছে। একবার ছাড়া পাই। তারপর দ্যাখ না ওদের কী করি?"

বিলু বলল, "এই ব্যাটা, আবাব ফ্যাচফ্যাচ করছিস? একবার বলে দিয়েছি না, চ্যাঁচাবি না, কথা বলবি না। এবার একটা কথা বললেই কিন্তু আবার খোঁচাব।"

ভোম্বল বলল, "আর শোন, আমরা যখন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব, তুই তখন ঘেউ ঘেউ করবি।"

নেউল বলল, "আমি কুকুর নাকি যে, ঘেউ ঘেউ করব?"

"মানুষও তো নোস। না হলে এমন অমানুষিক কাণ্ড কবে বেড়াস? তা ছাড়া কুকুরেব খাঁচায় ঢুকে থাকলে কুকুর হতে হবে। কর ঘেউ ঘেউ।"

নেউল খাঁচার ভেতর থেকে রক্তচক্ষুতে তাকাতে লাগল ওদের দিকে।

বিলু অমনিই শিকের একটা খোঁচা দিয়ে বলল, "চোখ রাঙাচ্ছিস কাদের? আমাদের কুকুরটা তোদের কোন ক্ষতিটা করেছিল? তাকে কষ্ট দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় মনে ছিল না? ডাক শিগগির কুকুরের ডাক।"

"ডাকব না।"

বলামাত্রই শিকের বাড়ি আর এক খোঁচা।

খোঁচা খেয়েই ডেকে উঠল নেউল, "ঘেউ ঘেউ ঘেউ।"

"ঠিক আছে, আর ডাকতে হবে না। চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাক।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আধো-অন্ধকারে এ-পথ সে-পথ করে সেই খাঁচাগাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলল ওদের পাড়ার দিকে।

দু'-একজন অপরিচিত পথচারী যারা ওই অবস্থায় দেখে ফেলল নেউলকে, তারা বলল, "এ কী! এ কী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকটাকে এইভাবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "এর কুকুরখ্যাপাতঙ্ক রোগ হয়েছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই কামড়াচ্ছে। তাই একে থানায় নিয়ে যাচ্ছি দারোগা ডাক্তারের কাছে।"

"অ, বুঝেছি। গোলমেলে ব্যাপার।"

বাবলুরা কোনওখানে আর এতটুকুও দেরি না করে নেউলকে নিয়ে চলে এল সোজা ওদের ঘাঁটিতে। অর্থাৎ মিত্তিরদের বাগানে।

নেউলকে সেখানে আনার পর বাবলু আর বিলু ওর পাহারায় রইল। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু গেল টর্চ, দড়ি, ছোরা-ছুরি ইত্যাদি নিয়ে আসতে।

নেউল এবার ভয় পেয়ে বলল, "তোমরা আমাকে নিয়ে কী করতে চাও শুনি?"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাকে জ্যান্ত কবর দেব। তুমি আমাদের পঞ্চুকে অপহরণ করেছ। কাজেই তোমার পরিত্রাণ নেই। তোমার ওই কৃতকর্মের প্রতিশোধ আমরা না নিয়ে ছাড়ব না।"

বিলু বলল, "শুধু তাই নয়, আনোয়ারদার মতো একজন অসহায় নিরীহ মানুষকে যেভাবে তোমরা খুন করেছ, আমাদের উপহার দেবে বলে রাস্তার একটি কুকুরকে মেরে তার গায়ে অ্যাসিড ঢেলে যেরকম নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছ তাতে পাপের ফল ভোগ তোমাকে করতেই হবে।"

নেউল বলল, "বেশ তো, সেজন্য আমি ক্ষমা চাইছি।"

বাবলু বলল, "তোমার কৃতকর্মের ক্ষমা হয় না।"

বিলু বলল, "ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না। বাবলু তোমাকে জ্যান্ত কবর দেবে বললেও আমি অন্যরকম ভাবছি।"

বাবলু বলল, "তুই কী ভাবছিস শুনি?"

"ভাবছি একে কবর না দিয়ে এই খাঁচার গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারি আয়। তারপর এর ঝলসানো দেহটাকে বেনারসীলালের কাছে পাঠিয়ে দিলেই উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।"

নেউল এবার কেঁদে ফেলল। বলল, "তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি, এই কাজ তোমরা কোরো না ভাই। আমি বেনারসীলালের হয়ে কাজ করেছি বলেই তোমাদের কুকুরকে ধরেছি। না হলে ওইরকম কোনও পরিকল্পনা আমার ছিল না। আর তা ছাড়া আনোয়ারের কথা যখন বললে তখন জেনে রাখো ওকে খুন করেছে ক্যাবা। বেনারসীলাল নিজে পাশে থেকে এই খুন করিয়েছে। তবে ওই নরমুণ্ড-সহ খাঁচাগাড়িটা অবশ্য রাতের অন্ধকারে আমিই রেখে এসেছি তোমাদের পাড়ায়। তোমরা আমাকে এবারের মতো ছেড়ে দাও।"

বাবলু বলল, "বেশ, এত করে যখন বলছ, তখন একটু ভেবে দেখি। তার আগে বলো দেখি পঞ্চু কোথায়?"

"ওর কথা তো আগেই বলেছি। মিঃ নায়েক বেনারসীলালের কাছ থেকে ওকে কিনে নিয়ে গেছে। আজ রাতের গাড়িতে ওদের ঝাড়সুগড়ায় যাওয়ার কথা।"

"পঞ্চুও যাবে?"

"হ্যাঁ। এখন তো ওর জন্যই যাওয়া।"

"মি. নায়েক এখানে কোথায় থাকেন?"

"শালিমারের কাছে ভড়পারে।"

"এই সমস্ত কুকুরগুলোকে কিনে নিয়ে গিয়ে উনি কী করেন?"

"তা বলতে পারব না ভাই। তবে মনে হয় আরও বেশি দামে অন্য কাউকে বিক্রি করবেন। তবে তোমাদের পঞ্চুর ব্যাপারে আমি শুনেছি কুখ্যাত একটি ডাকাতের দল নাকি ওকে কিনে নেবে। কেন না ও গোয়েন্দা কুকুর তো, পুলিশের গতিবিধির দিকে ও নজর রাখবে।"

বাবলু বলল, "মাথামোটা আর কাকে বলে।"

নেউল বলল, "কী বললে?"

"কিছু না।"

ততক্ষণে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা এসে গেছে।

নেউল বলল, "আমি তো কোনও কিছুই গোপন না করে আমাদের সব কথাই বলে দিলাম। এবার আমাকে মুক্তি দাও। আমি একদম ঘাড় সোজা করতে পারছি না।"

"দেব। আমাদের শুধু আর-একটি কথা জানার বাকি আছে।"

"কী কথা বলো?"

"ওই বেনারসী শয়তানকে কোথায় পাব আমরা?"

"বলা মুশকিল। কেন না ওর হাতে এখন অনেক টাকা। তার ওপর সবে একটা মার্ডার করেছে এবং সেই নিয়ে হইচই হচ্ছে। কাজেই নির্ঘাত ও এখন ওর দেশের দিকে চলে গেছে।"

"কোথায় দেশ ওর?"

"বেনারসে।"

"বাবলু একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "ঠিক আছে। আরও কিছুক্ষণ তুমি এইভাবেই থাকো। পঞ্চুকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমরা কিন্তু তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি না। তবে তোমাকে প্রাণেও মারব না আমরা। পঞ্চুকে ফিরে পেলেই তোমাকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দেব।"

"কিন্তু এইভাবে যে আমি আর থাকতে পারছি না ভাই। আমার গা বমি বমি করছে।"

"করুক। এইভাবেই পাপের ফল ভোগ করবে তুমি।"

বিলু বলল, "একে তা হলে কোথায় রাখা হবে এখন?"

"আপাতত হরিদার গ্যারাজেই খাঁচাসুদ্ধু ঢুকিয়ে রাখি। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে আসার পর ভেবে দেখা যাবে কী করা যায়।"

বিচ্ছু আসবার সময় দুটো তালাচাবিও নিয়ে এসেছিল। তারই একটি চেন দিয়ে খাঁচায় আটকে খাঁচাগাড়িটা টানতে টানতে হরিদার গ্যারাজের কাছে নিয়ে এল। এবার বন্দি নেউলকে ওই অবস্থাতেই গ্যারাজে রেখে বাইরে থেকে আবার তালা দিয়ে যে যার বাড়ি চলে এল।

এখন ঠিক হল বাচ্চু-বিচ্ছু বাড়িতে থাকবে। বাবলু আর বিলু ওদের মেকাপ ধুয়েমুছে ভোম্বলকে নিয়ে আবার বের হবে পঞ্চুর খোঁজে।

॥ ৭ ॥

আবার তেলকলঘাট।

তেলকলঘাটে আবার গেল, তার কারণ ভড়পার রোডে যাওয়ার আগে ক্যাবার সঙ্গে একবার দেখা করাটা একান্তই দরকার। কেন না যদি মি. নায়েককে ও খবর দিয়ে থাকে বা ডেকে এনে থাকে তা হলে মুখোমুখি কথাবার্তা যা হওয়ার তা হবে। তার ওপরে মি. নায়েককে কবজা করতে পারলে তো পঞ্চুও ওদের হাতের মুঠোয়। অতএব ওরা তৈরি হয়েই গেল।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ধূর্ত পদক্ষেপে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ওরা চুপিচুপি এসে হাজির হল বেনারসীলালের ঘাঁটিতে। ওরা দেখল সেই রেলের ওয়াগনগুলোর পাশে অস্থিরভাবে ক্যাবা পায়চারি করছে।

বাবলু নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওর দিকে। বলল, "এই ক্যাবাদা।"

চমকে উঠল ক্যাবা, "কে! কে রে?"

"আমি গো আমি। কুকুর নেবে না?"

"কুকুর তো নেব। কিন্তু হতভাগা নেউলটা কোথায়? ওটাকে দেখছি না যে!"

"ও তো আমাদের ওখানে গিয়ে দিব্যি কচুরি খাচ্ছে।"

"কচুরি খাচ্ছে? এখন কি কচুরি খাওয়ার সময়?"

"বাঃ রে! কচুরি খাওয়ার আবার সময়-অসময় আছে নাকি? তা ছাড়া চুরির সঙ্গে কচুরির একটা নোনতা সম্পর্কও আছে তা বুঝি জানো না?"

"ওসব তামাশা রাখ। সে কী বলল তাই বল।"

"নেউলদার কুকুর পছন্দ হয়েছে। এখন মাল নিয়ে কোথায় দেখা করবে সেইটাই জানতে চাইল।"

"কোথায় আবার! মাল নিয়ে এখানেই চলে আসবে। মি. নায়েক এখান থেকেই গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাবে কুকুর দুটোকে।"

"আর কালকের কুকুরটা?"

"সব একসঙ্গেই যাবে। মোটরেই যাবে সব। কেন না ট্রেনে যাওয়াটা আর নিরাপদ নয়। ওই একটা কুকুরকে নিয়ে যা হইচই! পুলিশের লোকেরা সাদা পোশাকে ঘোরাফেরা করছে হাওড়া স্টেশনে। কুকুর নিয়ে কোনও লোককে গাড়িতে উঠতে দেখলেই ধরবে। যা, তুই এখনই ওকে কুকুর নিয়ে চলে আসতে বল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "বিলু! স্টার্ট।"

বিলু অমনই অন্ধকারের ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাবার ওপর। ভোম্বলেব হাতে একটা লোহার রড ছিল। ঘাড়ের ওপর তার এক ঘা দিতেই 'ওঁক' করে বসে পড়ল ক্যাবা।

বাবলু তখন দৌড়ে গিয়ে বিলুর সাহায্যে ওয়াগনের ভেতর থেকে আর একখানি কুকুরধরা গাড়ি বের করে তাব মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ক্যাবাকে। ক্যাবা তখন সংজ্ঞাহীন।

এরপর ওরা তিনজনে অন্ধকার ঘেঁষে বসে রইল চুপচাপ।

একটু পরেই একটি মোটরের হেডলাইটের জোরালো আলো এসে পড়ল সেখানে।

গাড়ি থেকে একজন ভদ্রলোক নামলেন।

বাবলু আত্মপ্রকাশ করে বলল, "আপনিই মি. নায়েক?"

"হ্যাঁ। তুমি কে?"

"আমাকে বেনারসীলাল পাঠিয়েছে। নতুন দুটো কুকুর নেবেন না? ক্যাবাদা আর নেউলদা কুকুর আনতে গেছে।"

মি. নায়েক মুচকি হেসে বললেন, "আমার তো কুকুরের দরকাব নেই, আমার দরকার তোমাকে। বেনারসীলাল আমার পদ্মপুকুরের বাড়িতে ওর দুই সঙ্গীকে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। ক্যাবা আমাকে ফোন করতেই আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি। বেনারসীলাল বলল, নিশ্চয়ই গবেট দুটো ওই চতুর ছেলেমেয়েগুলোর ফাঁদে পা দিয়েছে। এখন দেখছি যা ভেবেছি ঠিক তাই। ওঠো গাড়ির ভেতর।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কোন ছেলেমেয়েগুলোর কথা বলছেন আপনি? ওই দেখুন একটা কুকুর এখানেই খাঁচার মধ্যে পোরা আছে।"

"কই?" বলে মি. নায়েক যেই না খাঁচার দিকে এগিয়েছেন অমনই বিলু আর ভোম্বলের রডের ঘা নেমে এল নায়েকের ঘাড়ে-মাথায়।

ক্যাবার মতোই অবস্থা হল নায়েকেরও।

বাবলু ছুটে গিয়ে গাড়িব ভেতর টর্চ ফেলে দেখল ভেতরে কেউ নেই।

কোথায় পঞ্চু?

ওর বুক উড়ে গেল। মোটরের পেছনেব ডালা তুলে দেখল পঞ্চু সেখানেও নেই।

নায়েক তখন রডের ঘা খেয়ে ছটফট করছেন।

বাবলু বলল, "পঞ্চু কোথায়?"

"বলব না।"

"না বললে কিন্তু শেষ করে দেব।"

অমনই অন্ধকারের ভেতর থেকে কে বা কারা যেন বলল, "পঞ্চু এখানে। আমাদের কাছে।"

ওরা সবিস্ময়ে দেখল বেনারসীলাল ও তার দুই সঙ্গী ওদের সামনে যমের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওদের একজনের কাঁধে নাইলনের জালে জড়ানো মুখবাঁধা পঞ্চু আছে বটে, তবে সে বড় অসহায়।

বেনারসীলাল বলল, "তোরা এক এক করে এই গাড়িতে ওঠ। তারপর আনোয়ারের মতো অবস্থা করে তোদের মুণ্ডুগুলোও যার যার বাড়ির সামনে রেখে আসি। ওঠ বলছি।"

বাবলু হাসতে হাসতে বলল, "কিন্তু সেই সুযোগ কি তুমি পাবে দাদা? ওই দ্যাখো, তোমাদের পেছনে পুলিশের লোকেরা কেমন এক-এক করে এসে দাঁড়িয়েছে।"

বেনারসীলাল এবং ওর সঙ্গীরা বাবলুর এই ধাপ্পায় চমকে উঠে যেই না পেছন ফিরে তাকিয়েছে বাবলু অমনই ঠিক লোককে লক্ষ্য করে পিস্তলের ট্রিগার টিপল 'ডিসুম।'

যে-লোকটা পঞ্চুকে নিয়েছিল সেই লোকটাকেই গুলি করেছিল বাবলু। গুলিটা পায়ের হাঁটুতে লাগতেই বিকট চিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটি।

বেনারসীলাল আর তার অপর সঙ্গী? তারা তখন চোখের পলকে হাওয়া।

বিলু, ভোম্বল তখনই ছুটে গিয়ে পঞ্চুকে আহত লোকটির কবলমুক্ত করে বন্ধনমুক্ত করল।

পঞ্চু তখন থরথর করে কাঁপছে।

বাবলুও স্থান-কাল-পাত্র ভুলে আবেগের বশে পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করল।

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর পঞ্চু তখন কুঁইকুঁই করছে।

কৃতজ্ঞতায় বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি দিতে গিয়ে দু'বার উলটে পড়ল বেচারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু ওর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বলল, "ভয় নেই পঞ্চু! জীবনে জয়-পরাজয় আছেই। উত্থান-পতন, সুদিন-দুর্দিনও আছে। তবে কিনা এবার থেকে আরও বেশি সতর্ক থাকিস। আমরা ডাকলেই চলে আসিস। একদম আমাদের কাছছাড়া হোস না। আমাদের বিপদ পদে-পদে।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ হুশ করে একটি মোটরের চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল ওরা।

যাঃ! মি. নায়েক ওদের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

বাবলুদের আপশোশের আর সীমা রইল না। ফাঁদে ফেলেও ধরা গেল না পাখিকে। এ দুঃখ কি কম?

ওরা বেনারসীলালের সেই আহত সঙ্গীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "কী নাম তোমাব?"

"আমার নাম পানতুয়া।"

"বাঃ, বেশ নাম। তা দেব নাকি চেপটে সুজিগুলো বের করে?"

"যা তোমাদের ইচ্ছে।"

"তোমার ইচ্ছেটা কী তাই আগে বলো? জীবনে সৎ হয়ে বাঁচতে চাও, না মুক্তি চাও ইহজগৎ থেকে?"

"আমি বাঁচতে চাই।"

"তা হলে এই খোঁড়া পা নিয়েই বেঁচে থাকো। আমরা আসছি। টা টা।"

বাবলুরা বিদায় নিল।

তেলকলঘাট থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই ওরা ফোন করল থানায়। তারপর আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা বলে এবং পঞ্চুকে ফিরে পাওয়ার সংবাদ জানিয়ে একটা রেস্টোর‍্যান্টে গিয়ে ঢুকল।

সকলের দারুণ প্রিয় তন্দুরি রুটি আর মাটন চাপের অর্ডার দিয়ে খাবার এলে খাওয়া শুরু করল।

অভুক্ত পঞ্চুর খাওয়া তখন দেখবার। কী প্রচণ্ড খিদে যে পেয়েছিল বেচারির তা ও-ই জানে।

শয়তানরা ওকে নিস্তেজ করবে বলে অথবা ওর দিকে খেয়াল না রাখায় একবিন্দু জল পর্যন্ত খেতে দেয়নি।

কী দারুণ অমানবিকতা!

এখন রুটি-মাংস পেটে পড়ায় আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল পঞ্চু। দশ-বাবোটা রুটি আব দু' প্লেট মাটন চাপ একাই খেল ও।

ভোম্বল বলল, "পানতুয়া আর ক্যাবা তো এখনই পুলিশের খপ্পরে পড়বে। নেউলের গতি কী হবে?"

"ওর কথাও তো বলেছি পুলিশকে। পঞ্চুকে যখন ফিরে পেয়েছি তখন আর ওকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমাদের। তবে ভড়পার আর পদ্মপুকুরের ব্যাপারটা চেপে গেছি পুলিশের কাছে। কেন না ওখানকার তদন্তটা আমরা করব। ওদের শাস্তি আমরা দেব।"

"কিন্তু ক্যাবারা যদি বলে দেয়?"

"বলে দিলেও পুলিশ যাওয়ার আগেই আমরা পৌঁছে যাব। তা ছাড়া পঞ্চুকে যখন ফিরে পাওয়া গেছে তখন পুলিশ আর ওদের নিয়ে অত মাথা ঘামাবে না।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় পুলিশ যাওয়ার আগেই খোঁড়া পা নিযে পানতুয়া কেটে পড়বে। ক্যাবার যদি জ্ঞান ফেরে তা হলে সেও। বাকি রইল নেউল।"

ভোম্বল বলল, "তবে মি. নায়েক আমাদের কবল থেকে ফসকে গিয়েই খারাপ হল খুব। কেন না ও-ই আমাদের আসল শত্রু।"

বিলু বলল, "বাবলু, তুই পিস্তলটা চালালিই যখন, তখন তোর উচিত ছিল বেনারসীকে কাবু করা। তুই যে কেন পানতুয়াকে গুলি করলি আমি তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"আসলে আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। তা ছাড়া ওই পরিস্থিতিতে ওদের উপস্থিতিটা অপ্রত্যাশিতই হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। শত্রুনিধনের থেকেও পঞ্চুর উদ্ধারটা আমার কাছে বড় ছিল।"

রেস্টোর‍্যান্টে খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বিল মিটিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল ওরা।

পঞ্চু তো বাড়ি ফিরেই সর্বাগ্রে বাবলুর মায়ের পায়ে গড়াগড়ি খেয়ে কুঁই-কুঁই করে কত কী বলতে লাগল।

মা ওকে বুকে নিয়ে আদর করে মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিলেন।

আদরে গলে গিয়ে পঞ্চু এবার 'গোঁ-ও-ও-ঔ' করে শব্দ করতে লাগল।

মা বললেন, "তোর জন্য আমি আদ্যাপীঠের আদ্যামাকে ডাব, তিনি মানত করেছি। একদিন তোকে নিয়েই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি আদ্যাপীঠ যাব। তোকে যে আবার ফিরে পাব এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সবই মায়ের ইচ্ছা।"

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, পঞ্চুকে মা'র কাছে রেখে হরিদার গ্যারাজে এল। সেখানে বাচ্চু-বিচ্ছু দূর থেকে নজর রাখছিল নেউলের দিকে।

বাবলু আনন্দের উচ্ছ্বাসে প্রথমেই পঞ্চুকে ফিরে পাওয়ার সংবাদটা দিল ওদের।

বাচ্চু-বিচ্ছু তো অভিভূত। বলল, "সত্যি?"

"তবে না তো কি মিথ্যে? ওই—ওই দ্যাখ পঞ্চু আসছে।"

বিলু বলল, "না। পঞ্চুর দেখছি সত্যিই লজ্জা নেই। এত কাণ্ডর পরও আবার আসছে।"

ভোম্বল ওর সামনের পাদুটো ধরে দাঁড় করিয়ে বলল, "এই, তুই আবার এলি যে? তোর ভয়ডর নেই?"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "গোঁ-ও ঔ।"

অর্থাৎ কিনা ভয়ডর সবই আছে। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গ ছেড়ে কি থাকতে পারি?

বাবলু তখন গ্যারাজের তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছে। খাঁচার ভেতরে বন্দি নেউলের গায়ে টর্চের আলো ফেলে বাবলু বলল, "যাক, চেঁচামেচি করে গোলমাল পাকাওনি দেখছি।"

নেউল বলল, "আর কতক্ষণ এইভাবে আমাকে আটকে রাখবে ভাই? গা গতর যে ব্যথা হয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "বেশিক্ষণ নয়, আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের কাজ শেষ হয়ে গেলেই তোমাকে ছেড়ে দেব। তবে দু' একটি সুখবর তোমাকে শোনাই। এক হচ্ছে, তোমার বন্ধু ক্যারার অবস্থাও এখন তোমারই মতো। এতক্ষণে যদি পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট না করে থাকে তা হলে সেও এখন কুকুরের খাঁচায়। পানতুয়ার একটা পা আমরা এমনভাবে জখম করেছি যে, ওর পায়ের হাঁটু গুঁড়িয়ে গেছে। আমাদের পঞ্চুকে আমরা ফিরে পেয়েছি। নায়েককে ধরেও ধরতে পারলাম না আমরা। বেনারসীলাল আর ওরই আর-এক সঙ্গীও পলাতক। কী যেন নাম ওর?

"ভোজালি।"

"সে আবার কী নাম?"

"ও কথায়-কথায় ভোজালি চালিয়ে মানুষকে জখম করে বলেই ওর এই নাম।"

নেউল বলল, "যাক। তোমাদের বুদ্ধি ও সাহসের কাছে আমরা হার মানলাম। এখন আমাকে নিয়ে তোমরা কী করতে চাও বলো। আমাকে হয় পুলিশে দাও, না হলে মেরে ফেলো। এইভাবে আটকে রেখো না।"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাকে পুলিশেও দেব না, মেরেও ফেলব না, আটকেও রাখব না।"

"তা হলে কী করবে?"

"মুক্তি দেব।"

"সত্যি বলছ?"

"মিথ্যে আমরা কমই বলি।"

নেউল হাতদুটো জোড় করে বলল, "তা হলে আমাকে মুক্তি দাও।'

বাবলু বলল, "এখনই দেব।" বলেই হাঁক দিল, "পঞ্চু! পঞ্চু!"

পঞ্চু গ্যারাজের বাইরে বাচ্চু বিচ্ছুর কাছে ছিল। বাবলুর ডাকে ছুটে এসে হাজির হল। একেবারে বাচ্চু-বিচ্ছুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খাঁচার দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "কী হল পঞ্চুর? অমন থরথর করে কাঁপছে কেন?"

বিলু বলল, "আসলে ওই খাঁচাগাড়িটা দেখেই ভয় পেয়ে গেছে ও।

বাবলু আদর করে ডাকল "ভয় নেই, আয় ভেতরে আয়। আমরা তো আছি। ভয় কী?"

পঞ্চু এবার ভয়ে-ভয়ে এক-পা এক-পা করে ভেতরে আসে আর পিছিয়ে যায়। একসময় হঠাৎই যেন মনোবল ফিরে পেল ও। নেউলকে দেখে ক্রোধে অন্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাঁচাগাড়ির ওপর।

নেউলের চোখ-মুখের অবস্থাও তখন আতঙ্কে নীল।

বাবলু নেউলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এইবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও।"

"বলো কী প্রশ্ন?"

"মি নায়েক তো ঝাড়সুগড়ায় থাকেন। কোনখানে?"

"স্টেশন এলাকা থেকে এক কিমি দূরে।"

"ট্রেন থেকে নেমে ডানদিক না বাঁদিকে যেতে হবে?"

"ডানদিকে। জায়গাটা বনময়। লালরঙের পুরনো দোতলা বাড়ি।"

"এখানে থাকেন কোথায়?"

"আগেই বলেছি ভড়পার রোডে।"

"কিন্তু কোন জায়গায়?"

"ওখানে যে পেট্রল পাম্পটা আছে জানো?"

"জানি। অত্যন্ত পরিচিত জায়গা আমাদের।"

"ওইখানে গিয়ে শালিমারের দিকে দু'-এক পা এগোবে। তারপর ডানদিকে একটা কানাগলি পাবে। সেই গলিরই শেষ বাড়িটা।"

"বেনারসীলালকে কি ওখানে পাব?"

"বলা মুশকিল। যদি ওখানে না পাও তা হলে পদ্মপুকুরের কাছে রেললাইনের ধারেই ওর আর-একটা ঘাঁটি আছে। সেখানে পাবেই। সে-বাড়িটাও দোতলা। সেটিও লালরঙের। ওখান থেকেই ওয়াগনে করে মালপত্তর পাচার করে ওরা।"

"আর কিছু?"

"আর কী? আর তো কিছুই আমার জানা নেই।"

"এখান থেকে মুক্তি পেয়ে তুমি কি আবার ওদের দলে যোগ দেবে?"

"না। এখন ওদের মুখোমুখি হলে ওরাই আমাকে মেরে ফেলবে। তাই পালাব।"

"পালাবার আগে ওদের সতর্ক করে দেবে না তো?"

"না।"

বাবলু বিলুকে বলল, "বিলু, খাঁচার দরজাটা খুলে দে ওর।"

বিলু বলল, "তোর কি মাথাখারাপ হয়ে গেছে? এইসব লোককে কখনও মুক্তি দিতে আছে? পুলিশের হাতে তুলে দে ব্যাটাকে।"

বাবলু গম্ভীর স্বরে বলল, "আমি খুলতে বলছি, খোল।"

বাবলুর আদেশ। তাই তালা খুলে খাঁচার দরজাটা টেনে ওঠানো হল। এবার বিলু, ভোম্বল দু'জনে মিলে ধরাধরি করে বের করল নেউলকে।

অনেকক্ষণ মুড়ে-ঝুড়ে থাকার ফলে নেউলের আর সোজা হওয়ার শক্তি নেই। তবুও কোনওরকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি তা হলে যাই?"

"যাও। তবে একটু সাবধানে যেয়ো। হাওড়ার রাস্তাঘাট খুব খারাপ। খানায় খন্দয় ভরা।"

নেউল চলে গেল।

ভোম্বল রেগে বলল, "কোনওরকম শাস্তি না দিয়ে শেষ পর্যন্ত ছেড়েই যদি দিবি তো এতক্ষণ আটকে রাখলি কেন লোকটাকে?"

বাবলুর চোখে তখন ক্রোধের আগুন। ভোম্বলের কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে বাবলু কঠিন গলায় ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে আদেশের অপেক্ষায় রইল।

বাবলু পঞ্চুর চোখে চোখ রেখে বলল, "যে লোকটা তোকে সাঁড়াশি দিয়ে টিপে ধরেছিল, তারপর খাঁচাগাড়িতে বসিয়ে উধাও করেছিল তোকে, তার বদলাটা কি তুই থাকতে আমাদের নেওয়া উচিত?"

পঞ্চুর গলা দিয়ে একটা শব্দ বের হল, "ভু-ভু-ভুক।"

"তা হলে যা, চরম প্রতিশোধটা তুই-ই নিয়ে আয়।"

আদেশ পেয়েই পঞ্চু উধাও।

একটু পরেই মনে হল যেন সাপে-নেউলে যুদ্ধ বেধেছে।

অনেক—অনেকদূর থেকে নেউলের প্রাণান্তকর চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

ওরা বুঝতে পারল পঞ্চু ওর শত্রুকে উপযুক্ত শিক্ষাই দিচ্ছে।

ভোম্বল বলল, "এখন আমাদের কর্তব্য?"

"পঞ্চু ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তারপর বিশ্রাম।"

বিলু বলল, "থানায় ফোন করে জানবি ক্যাবা আর পানতুয়াটা ধরা পড়ল কিনা?"

বাবলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। পুলিশ যেতে না যেতেই ওরা কেটে পড়বে। বরং পল্টুদাকে একবার ফোন করে জানিয়ে দিই পঞ্চুকে আমরা ফিরে পেয়েছি বলে।"

একটু পরে পঞ্চু ফিরে এলে ওরাও যে যার ঘরে ফিরে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৮ ॥

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ পরপর কয়েকটি বোমার শব্দে পাড়াটা কেঁপে উঠল।

বাবলুদের বাড়ির সামনেও বোমা পড়ল একটা। এ কীর্তি যে কার, তা বুঝতে আর অসুবিধে হল না বাবলুর।

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পিস্তলটা হাতে নিতেই পাশের ঘর থেকে বাবা-মা দু'জনেই উঠে এলেন।

পঞ্চু তো দাপাদাপি করতে লাগল ঘরের ভেতর।

বাবলুর হাতে পিস্তল দেখেই বাবা বললেন, "ব্যাপারটা কী? রাখ ওটা।"

"বাইরে কী কাণ্ডটা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না?"

"সবই শুনতে পাচ্ছি। বোমা ফাটিয়ে ওরা তোকে ডাকছে। তুই ঘর থেকে বেরোলেই টার্গেট হয়ে যাবি ওদের।"

"তাই বলে আমি চুপচাপ বসে থাকব আর ওরা এসে যা ইচ্ছে তাই করে যাবে আমার বাড়ির সামনে?"

মা বললেন, "হ্যাঁ। এখন ওরা বেজায় খেপে আছে। কাজেই গায়ের ঝালটা মেটাতে দে ওদের। তারপর কাল সকালে মাথা ঠান্ডা করে যা করবার করবি।"

বাবা বললেন, "বরং থানায় একবার জানিয়ে দে।"

বাবলু তাই করল।

থানায় ফোন করতেই দারোগাবাবু জানিয়ে দিলেন একটু আগে পানতুয়া আর ক্যাবা দু'জনকেই অ্যারেস্ট করেছেন। আর বোমাবাজির জবাব দিতে সশস্ত্র পুলিশ এখনই আসছে।

পুলিশ এল। পুলিশ এলে পাড়ার লোকজন সবাই বেরিয়ে পড়ল হইহই করে। বাবলুর বাবা অফিসারকে সব জানালেন। বাবলুও আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল পুলিশকে। শুধু বলল না ভড়পার রোড ও পদ্মপুকুরে দুষ্কৃতীদের ঘাঁটির কথা। কেন না বলেও কোনও লাভ হবে না। ওই জায়গাটা এই এলাকার বাইরে। এখানকার থানা-পুলিশের হাত ওখানে গিয়ে পৌঁছবে না। অবশ্য ধরা পড়ার পর মারের চোটে ক্যাবারা যদি বলে দেয় তো সে আলাদা কথা।

পুলিশ বিদায় নিলে আবার ঘরে এসে শয্যাগ্রহণ করল সকলে।

করলে কী হবে? বাবলুর ওই এক রোগ। একবার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে সহজে আর ঘুম আসতে চায় না। তাই প্রায় জেগে জেগেই সারাটা রাত কাটিয়ে দিল ও।

পরদিন ভোরে মর্নিংওয়াকে বেরোল না কেউ। কী করেই বা যাবে? যা টেনশনটা গেল!

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবলু যখন খবরের কাগজের পাতায় মনোনিবেশ করেছে তখনই এক এক করে সব এল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, ওদের মায়েরা।

বিলু বলল, "কাল পাড়ার মধ্যে অমন একটা সন্ত্রাসের ব্যাপার ঘটে গেল অথচ বাড়ির লোকেদের জন্য আমরা কেউই ঘর থেকে বেরোতে পারলাম না।"

বাবলু মুচকি হেসে বলল, "সবসময়ই যে ঘর থেকে আমাদেরকেই বেরোতে হবে এমন কোনও মানে আছে? এই ব্যাপারে প্রতিবেশীদেরও তো কিছু দায়দায়িত্ব থাকা দরকার?"

ভোম্বল বলল, "অবশ্যই। ধর আমরা যদি এই সময় বাইরে কোথাও থাকতাম?"

বিলু বলল, "কিন্তু আমরা তো এখানেই ছিলাম। তা ছাড়া এটা যদি কোনও ডাকাতির ঘটনা হত, তা হলে?"

বাবলু বলল, "তা হলে অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম হত। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি হত। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতাম।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু দু'জনেই মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো।

বিচ্ছু বলল, "আমার মতে প্রশাসনিক ব্যাপারস্যাপারগুলোয় আমাদের নাক না গলানোই ভাল। আমাদের কাজ হচ্ছে গোপন তদন্তের মাধ্যমে কিছু দুষ্ট লোককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া। এখন আমরা চেষ্টা করে দেখি ওই বেনারসীলাল ও মি. নায়েককে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি কিনা।"

বাচ্চু বলল, "ঠিক। বেনারসীলালই শত্রুতাটা করেছে আমাদের সঙ্গে। কাজেই ওর জন্য ফাঁদ একটা পাততেই হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "পানতুয়া আর ক্যাবা এখন পুলিশের হেফাজতে।"

বিলু বলল, "তা হলে ওরাই তো বেনারসীর ঘাঁটির সন্ধান দিয়ে দেবে পুলিশকে।"

"দিক না! আমাদের টার্গেট ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করানো। তা আমাদের আগে পুলিশই যদি তাদের গরজে সেই কাজটা করে ফেলে তো ক্ষতি কী? আমাদের পরিশ্রমটা বরং বেঁচে যাবে তা হলে।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, সেই নেউলের কী হল?"

বাবলু বলল, "কী জানি! পুলিশ তো ওর কথা কিছু বলল না। মনে হয় ফসকে গেছে। যাই হোক, আজ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা আমাদের কাজ শুরু করি আয়।"

বিলু বলল, "কীভাবে কী করবি?"

"সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। প্রথমেই আমরা ভড়পার রোডে মি. নায়েকের সন্ধানে যাব। পাব না। তারপরে যাব পদ্মপুকুরের ডেরায়। আশা করি বেনারসীলালকে ওখানে হাতেনাতেই ধরতে পারব আমরা।"

বিলু বলল, "তা এই তদন্তের কাজটা ভরদুপুরে দিনমানে না করে যদি রাতের অন্ধকারে করি?"

"না। এই কাজের জন্য দুপুরটাই ঠিক। কেন না যাদের খোঁজে আমরা যাচ্ছি তারা হল নিশাচর প্রাণী। ওরা দুপুরে ঘুমিয়ে সন্ধের পর ধান্দাবাজি শুরু করে। তাই ওদের দর্শন পেতে গেলে বা হাতেনাতে ধরতে গেলে দুপুরবেলাতেই যাওয়া উচিত।"

ভোম্বল বলল, "দিনের বেলায় হলে কিন্তু একটু বেশিরকমের রিস্ক নেওয়া হয়ে যায়!"

বাচ্চু বলল, "তা হোক। রাতদুপুরে হানা দেওয়ার মতো কোনও গুরুতর ব্যাপার এটা নয়। পঞ্চু আমাদের হাতের মুঠোয়। তবে আনোয়ারদার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতেই ওদের ওখানে যাওয়া।

বিচ্ছু বলল, "শুধু কি আনোয়ারদা? পঞ্চুর কী হাল করেছিল ওরা? যাই হোক, আমার মতে বলে দুপুরে যাওয়াই ভাল।"

অবশেষে ঠিক হল দুপুরেই যাওয়ার।

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুর দুটোয়।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাড়ি থেকে বের হল ওরা। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই চলল। সঙ্গে পঞ্চু।

ভাগ্য ভাল, ঘর থেকে বেরোতেই মনাদার সঙ্গে দেখা। মনাদা খুকুদির ব্যাপারেই গাড়ি নিয়ে এদিক-সেদিক করছিলেন। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এই বিবাহে নিমন্ত্রিত। এমনকী ওদের বাবা-মায়েরাও পর্যন্ত।

ওদিকে যখন খুকুদির বিয়ের দিন আসন্ন, এদিকে তখন পঞ্চুকে নিয়ে এইসব কাণ্ড।

বাবলু মনাদাকে বলল, "মনাদা, যদি খুব একটা অসুবিধে না হয় তা হলে আপনি একটু সময় নষ্ট করে আমাদের ভড়পার রোডে পৌঁছে দিয়ে আসবেন?"

মনাদা হাসিমুখে বললেন, "সে আর এমন কী কথা, ওঠো সবাই।"

একেই বলে কপাল! পাড়ার ভেতর দিয়ে গিয়ে শান্তা সিং-এর পেট্রল পাম্পের কাছে এসেই গাড়ি থেকে নামল ওরা। তারপর মনাদাকে বিদায় জানিয়ে একটা গলির পাশে এসে জড়ো হল ওরা।

দোল শেষ। দুপুরের রোদও তাই চড়া। তবুও ফাল্গুন মাস এখন। এ-বছর চৈত্র-বৈশাখে যে কী হবে তা কে জানে?

ওরা এই গলির ভেতরে কীভাবে ঢুকবে, কীভাবে বাড়ি চিনবে, তাই নিয়েই চাপা আলোচনা করতে লাগল।

ওদের ফিসফিসানি অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ করছিল একজন লোক। পাশেরই এক চা-দোকানের কর্মচারী। এবার এগিয়ে এসে বলল, "তোমরা কি কাউকে খুঁজছ ভাই?"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এই গলির ভেতর মি. নায়েক নামে কেউ থাকেন?"

"হ্যাঁ। কুকুর কেনাবেচা করেন।"

"ওঁর বাড়িটা কোনখানে?"

"একেবারে শেষ মাথায় যে বাড়িটা, ওইটিই ওঁর বাড়ি।" বলে পঞ্চুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "তোমরা কুকুর বিক্রি করতে এসেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে বৃথাই যাচ্ছ। এইসব দেশি কুকুরের ব্যবসা ওঁর নয়। তা যদি হত তা হলে রাস্তার সব কুকুরগুলোকে ধরে আমরাই বেচে দিতাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "তবু দেখিই না চেষ্টা করে। না হয় ফিরে যাব।"

লোকটি তার নিজের কাজে ব্যস্ত হলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঢুকে পড়ল গলির ভেতর।

কানা গলি। তাই লোকজনের যাতায়াত নেই। এই দুপুরে পাড়ার বাসিন্দারা বোধহয় ঝিমুচ্ছে।

ওরা খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

বিলু বলল, "কাজটা কি ভাল হল? একটু বেশিরকমের ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গেল না কি?"

"তা অবশ্য হল। তবে আমার মনে হচ্ছে এখানে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা খুব কম। কানা গলি, আমরা বাধা দিলে ইচ্ছেমতো জায়গা দিয়ে পালাতে পারবে না। আমরা তিনজনে কৌশলে ভেতরে ঢুকব। বাচ্চু, বিচ্ছু পঞ্চুকে নিয়ে বাইরে পাহারা দেবে। ওরা পালাতে গেলে পঞ্চু ওদের তাড়া করবে। আমরা বিপদ সংকেত দিলে বাচ্চু, বিচ্ছু থানায় ফোন করবে। অতএব...।"

"তবুও পরিবেশটা আমাদের অনুকূলে নয়।"

"প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই তো কাজ করার আনন্দ। তাও যাঁব আশায় এখানে আসা তাঁর দেখা এখানে পাওয়া অসম্ভব! কেন না তিনি কখনওই এত কাণ্ডর পর এখানে থাকবেন না। শুধু তাঁর লোকজন যদি কেউ থাকে তা হলে তাকে মোচড় দিয়েই কিছু কথা বের করতে পারব।"

এইভাবে কথা বলতে বলতে একসময় ওরা গলির শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছল।

ছোট্ট একটি পুরনো দোতলা বাড়ির গায়ে একটা নেমপ্লেট চোখে পড়ল ওদের। যাতে লেখা মি. এস নায়েক।

ছোট একটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। বাড়ির সামনে কিছু গাছপালা দেখে মনে হল একটু বাগান মতোও আছে।

বাবলু ডোর-বেল টিপতেই ওপরের বারান্দা থেকে বারো-তেরো বছরের একটি ফ্রকপরা ফুটফুটে কালো মেয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল, "কে?"

"মি. নায়েক বাড়িতে আছেন?"

"না তো!"

"কে আছেন তা হলে?"

"কেউ নেই। আমি একা আছি।"

"সে কী! তোকে একা রেখে কোথায় গেছে সব?"

"তা জানি না। আমাকে একা রেখেই ওরা চলে যায়।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিজেদের মধ্যেই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বাচ্চু-বিচ্ছু, বাবলুর চোখের দিকে তাকালে বাবলু ইঙ্গিতে জানাল ওরা একসঙ্গেই থাকবে। অযথা গলির মোড়ে গিয়ে নজরদারি করার দরকার নেই।

বাবলু বলল, "তুই একবার নীচে এসে দরজাটা খুলে দে তো বোন। একটা খুব দরকারি কথা বলে যাব তোকে।"

মেয়েটি বলল, "যা বলবার ওইখান থেকেই বলো। বাড়িতে কেউ না থাকলে অচেনা কাউকে দরজা খোলা নিষেধ।"

"সে অন্য ধরনের লোকেদের জন্য। আমাদের জন্য নয়। তুই নির্ভয়ে এসে দরজা খুলে দে।"

"আমি পারব না।"

"দরজা না খুললে আমরা কিন্তু পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে দরজা খুলব।"

মেয়েটি তবুও একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা খুলে দেওয়ার জন্য নীচে নামল না। নামবার আগ্রহও প্রকাশ করল না।

অগত্যা লাইটপোস্ট বেয়ে পাঁচিলে উঠে ওপরের বারান্দায় পৌঁছল বাবলু।

মেয়েটি ওকে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গেল।

বাবলু আলতো করে মেয়েটির কপালে একটি টুসকি মেরে বলল, "দেখলি তো পারলুম কিনা?"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ল।

"এখন বল ওরা কোথায় গেছে?"

মেয়েটি আরও ভয় পেয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে। মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না।

বাবলু বলল, "তুই এ-বাড়িতে কী করিস?"
"কাজ করি।"
"মাইনে পাস?"
মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ "না।"
"কতদিন আছিস এখানে?"
"অনেকদিন।"
"তবু?"
"প্রায় এক বছর হবে।"
"তোর বাড়ি কোথায়?"
"চুঁচুড়াতে।"
"বাবা-মা আছে?"
"সবাই আছে আমার। বাবা-মা, কাকা-কাকিমা, দাদু-দিদা সবাই আছে। একটা ভাইও আছে।"
"হুঁ। তুই কি জানিস না এরা খুব বদলোক।"
"জেনে কী করব?"
"কাজ ছেড়ে দিবি। এই সমস্ত লোকেদের বাড়িতে কাজ করতে কে পাঠিয়েছে তোকে?"
"কে আবার পাঠাবে? মাহেশে রথ দেখতে এসেছিলুম, সেই সময় রথের মেলা থেকে ওরা আমাকে চুরি করে এনেছে।"
বাবলু চমকে উঠল, "সে কী! চুরি করে এনেছে?"
"হ্যাঁ। না হলে নিজের ইচ্ছেয় কেউ এইসব জায়গায় আসে?"
"কী নাম তোর?"
মেয়েটি করুণভাবে বলল, "রাধারানি।"
বিস্ময়ের পর বিস্ময়!
বাবলু বলল, "আশ্চর্য। তুই তো দেখছি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা।.. রাধারানি নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই..।"
"আমার বয়স বারো পেরিয়েছে।"
"সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু ত্রয়োদশ পূর্ণ হয় নাই। যাক সে-কথা। এই বাড়িতে তুই একা থাকিস। কত সুযোগ তোর। এতদিনে পালিয়ে যাসনি কেন?"
"আমি যে আমার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা জানি না। তা ছাড়া ওরা আমাকে বলেই রেখেছে আমি পালিয়ে গেলেও আবার ধরে আনবে আমাকে। শুধু তাই নয়, আমাব মা-বাবা, আমার ভাই—সবাইকে মেরে ফেলবে ওরা। তাই আমি ওদের কথার অবাধ্য হই না। ওরা যা বলে, তা সবই শুনি। ওদের ভয়েই তো আমি দরজা খুলে দিইনি তোমাকে।"
বাবলু বলল, "বুঝেছি। শয়তানরা ছেলেমেয়ে চুরির কাজও করে তা হলে। ঠিক আছে, আর তোর কোনও ভয় নেই। আমি তোর দাদা। আমি নিজে গিয়ে তোকে তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"
রাধারানি উৎসাহিত হয়ে চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "সত্যি বলছ?"
"তবে না তো কি মিথ্যে? যা, এখন এক কাজ কর, আমার আর-সব বন্ধুরা নীচে অপেক্ষা করছে। তুই গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আয়।"
"আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।"
"ভয় কী। আমরা তো আছি।"
"জুডোর আসবার সময় হয়ে গেছে। ও কিন্তু এখনই এসে পড়বে।"
"জুডো কে?"
"বাবাঃ। জুডোকে চেনো না? দিল্লিতে পাঁচটা খুন করে এখানে এসে লুকিয়ে আছে। ও তো দিনরাত এই বাড়ি পাহারা দেয়। ওর নজর এড়িয়ে কোথাও পালাবার উপায় নেই।"
"ঠিক আছে। জুডোকে আমি দেখছি। ওর ওষুধ আমার কাছেই আছে।"
রাধারানি এবার সাহস পেয়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু সবাই ঢুকে পড়ল এক এক করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দরজা আবার বন্ধ হল।

সবাই এলে বাবলু সস্নেহে রাধারানিকে কাছে ডেকে বলল, "শোন, তুই এখন মুক্ত। আর কোনও ভয় নেই তোর। আমরা এদের সব্বাইকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। এই বাড়িটা যার, সেই মি. নায়েক আমাদের এই কুকুরটাকে চুরি করে ওড়িশায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমরা সেটা হতে দিইনি। যেভাবে ওকে আমরা উদ্ধার করেছি তা শুনলে অবাক হয়ে যাবি।"

রাধারানি এবার সবিস্ময়ে বলল, "বুঝেছি, বুঝেছি। বাবু তা হলে জুডোকে তোমাদের কথাই বলছিল। তোমাদের একজনকে, মানে বিশেষ করে তোমাকে ধরে নিয়ে আসবার জন্যই জুডো গেছে অনেক আগে।"

"তা হলেই বুঝে দ্যাখ, আমরা কী সাংঘাতিক। জুডো গেছে আমাদের ধরতে, আমরা এসেছি জুডোকে ধরতে। তা যাক, এখনই চটপট বলে ফ্যাল দেখি তোর বাবু এখন কোথায়?"

"তা তো বলতে পারব না। তবে বাবু কাল সারারাত বাড়িতে ছিল না।"

"কোথায় গিয়েছিল?"

"জানি না। ভোরবেলা একবার এসেই আবার বেরিয়েছে। বলেছে 'না-ও ফিরতে পারি।' আর জুডোকে বলেছে, যেভাবেই হোক তোমাদের একজনকেও অন্তত ধরে আনতে।"

"বাবু কি ওড়িশায় গেছে মনে হয়?"

"কী করে জানব? সেরকম কথা কিছু শুনিনি। তবে দু'জন লোককে নিয়ে বাবু চারদিকে ছুটোছুটি করছে।"

"এই দু'জনের একজনের নাম বেনারসীলাল, তাই তো?"

"হ্যাঁ। আর-একজনের নাম ভোজালি।"

"সে যাই হোক, সবার ব্যবস্থাই করব আমরা।"

এমন সময় ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

রাধারানি শিউরে উঠল, "এই যা! জুডো এসে গেছে।" বলেই ছুটে গিয়ে বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখেই বলল, "যা ভেবেছি তাই। কী হবে এখন?"

"ভয় পাবি না একদম।"

"আমার খুব ভয় করছে।"

"মনকে শক্ত কর। আমরাও তো আছি। আমাদের ভয় করছে কী?"

"তোমরা ওকে চেনো না তাই। ও খুব সাংঘাতিক।"

"আমরা আরও সাংঘাতিক। আমরা ছাদে যাচ্ছি, তুই ওকে সামাল দে। তারপর দ্যাখ না ওর কী করি!"

এবারে ডোর-বেল নয়, দরজায় টকটক করে শব্দ হল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা লঘুচরণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে। ছাদের এককোণে বহুদিনের পুরনো ভাঙা একটি জলের ট্যাঙ্ক পড়ে ছিল। ওরা সবাই গিয়ে লুকিয়ে পড়ল তার পেছনে।

বাবলুই শুধু পঞ্চুকে নিয়ে কানখাড়া করে লুকিয়ে রইল ওপরে ওঠার সিঁড়ির বাঁকে।

রাধারানি দরজা খুলে দিতেই ওলের মতো ন্যাড়ামাথা একটা দানব ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। তারপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে মসমস করে দোতলায় উঠল।

রাধারানিও এল ওর পিছু পিছু। এসে হেঁট হয়ে লোকটার পায়ের জুতো খুলে দিল।

সিঁড়ির বাঁক থেকে সবই দেখল বাবলু।

লোকটা অকারণেই একবার বারান্দায় পায়চারি করল। কেমন যেন অধৈর্য ও উত্তেজিত মনে হল ওকে। ভাবগতিক দেখে মনে হল কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ার ফলে চাপা একটা আক্রোশে যেন ফুঁসছে সে। একসময় হঠাৎ করে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, "কেউ এসেছিল?"

"না।"

"পুলিশ আসেনি?"

"না তো!"

"না আসাই ভাল। ওগুলো ভারী বদ। যাক, আমি এখন শোবো। পুলিশ এলে আমাকে ডেকে দিবি। অন্য কেউ এলে বলবি বাড়িতে কেউ নেই। বুঝলি?"

"হ্যাঁ।" রাধারানি বলল, "যদি বাবু আসে?"

"বাবুর কথা আলাদা। বাবু হচ্ছেন এ-বাড়ির মালিক। বাবু এলে তো দরজা খুলতেই হবে। তবে তোর বাবু এতক্ষণে বেনারসীলালকে নিয়ে ঝাড়সুগড়ার শালবনে মুরগির ঠ্যাং চিবোচ্ছে।"

"বাবু এখানে নেই?"

"ভোরেই বিদায় নিয়েছে।"

"কবে আসবে বাবু?"

ন্যাড়ামাথা এবার বেজায় ধমক দিয়ে উঠল, "এত খোঁজে তোর দরকার কী রে? একফোঁটা মেয়ে, ঘাসের ডগায় শিশিরের মতো থাকবি। আমি এখন দু' তিন ঘণ্টা নাক ডাকিয়ে ঘুমোব, আমাকে একদম ডিসটার্ব করবি না। যা নীচে যা, ভাগ।"

রাধারানি চলে আসছিল, ন্যাড়ামাথা হাঁক দিয়ে বলল, "পদ্মপুকুরের চাবিটা যদি ভোজালি দিয়ে যায় তো রেখে দিবি। বলবি আমি বাড়িতে নেই। আমার ঘুম কিন্তু ভাঙাবি না।"

রাধারানি বলল, "আচ্ছা।" বলে আবও নতুন কোনও আদেশের জন্য বারান্দার রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ন্যাড়ামাথা জুডো ঘরে ঢুকে ওর জামা, গেঞ্জি ছেড়ে প্যান্ট ছাড়তে গিয়ে থেমে গেল। বলল, "ছাদের ওপর কার যেন পায়ের শব্দ হল না?"

রাধারানির মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। বলল, "কই, না তো!"

"হ্যাঁ। আমার কানকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়। মনে হল কেউ যেন জোরে পা চালিয়ে হেঁটে গেল।" তারপর কানখাড়া করে বলল, "ওই তো! আবার—আবার।"

সত্যিসত্যিই জুডোর কানকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। আসলে হয়েছে কী, জুডো শুতে যাচ্ছে ভেবে বাবলু সিঁড়ির বাঁক থেকে বেরিয়ে ছাদের কোণে জলট্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সকলকে সংবাদটা দিতে গিয়েই ভুল করল। ও ভেবেছিল জুডো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেই চুপিচুপি গিয়ে ওর ঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দেবে। যাই হোক, ওর ওই পদশব্দেই সজাগ হল জুডো। তাই ও একটুও দেরি না করে খালি গায়ে প্যান্ট পরা অবস্থাতেই সাহসে বুক ফুলিয়ে উঠতে গেল ছাদে। কিন্তু যেই না সিঁড়ির ধাপ ভেঙে ছাদে উঠতে যাবে অমনই বিকট চিৎকার করে ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

জুডো ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "অ্যা-ম্যা-গো! কু-কু-কু—।"

আর কিছু উচ্চারণ করার আগে পঞ্চুর ভার সহ্য কবতে না পেরে কাটা গাছের গুঁড়ির মতো ধড়াস করে পড়ে গেল সিঁড়ির ওপর। সিঁড়ির ওপর ধাপ থেকে বাঁকের মুখে। প্রচণ্ড আঘাত পেল মাথায়। একবার একটু ছটফট করল, পরক্ষণেই স্থির।

পঞ্চু ছিটকে পড়েছিল।

উঠে এসে আবার ওর বুকে চাপল।

জুডো সংজ্ঞাহীন না হলেও ওর মুখে কোনও গোঙানি নেই, নড়াচড়ার শক্তি নেই। শুধু কোলাব্যাঙের মতো পড়ে থেকে চোখ দুটো পিটপিটিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল পঞ্চুকে।

সে কী করুণ অবস্থা ওর!

বাবলুরা তখন সবাই হইহই করে ছুটে এসেছে। আনন্দে থুড়িলাফ খাচ্ছে সব।

জুডো তখনও নট নড়নচড়ন।

ওরাই তখন হাত দুটো ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বারান্দায় নামাল জুডোকে।

পঞ্চুর কী মজা! সে টানা-হেঁচড়া করতে না পারলেও দারুণ উৎসাহে মাঝেমধ্যে বুকের ওপর উঠে পড়তে লাগল।

এই না দেখে রাধারানিরও সে কী ফুর্তি। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল এই ছেলেমেয়েগুলোর অসাধ্য কিছু নেই। এবং এদেরই কৃপায় সে এবার সত্যিসত্যিই মুক্তি পেতে চলেছে। তার ওপর পঞ্চুর কীর্তি দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে।

বাবলু আদরের সঙ্গে বলল, "কী ব্যাপার রাধারানি! হাসি আর ধরে না যে!"

রাধারানি বলল, "হাসব না! যে কাণ্ডটা করলে তোমরা। ঠিক করেছ। শয়তানটা মহাপাজি।"

"এখন বল দেখি কোন ঘরে ঢোকাই একে!"

রাধারানি এককথায় ঘর দেখিয়ে দিল। জুডো যে ঘরে শুতে যাচ্ছিল সেই ঘরই।

ওরা টেনে-হিঁচড়ে জুডোকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। তারপর মনের আনন্দে নাচতে লাগল সকলে। বাবলু বলল, "আর কোনও ভয় নেই তোর। তুই এখন আমাদের মতোই স্বাধীন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাধারানি বলল, "তোমরা তা হলে আমাকে আমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেবে কবে?"

"যত শীঘ্র সম্ভব। প্রথমে তুই আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে যাবি। তারপর আমরা তোর বাবা-মায়ের খোঁজ করে তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব সেখানে।"

তোমরা চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে গেছ কখনও? আমাকে ওইখানে নিয়ে গেলেই আমি আমার বাড়ি চিনে নেব। সীতানাথের মিষ্টির দোকানের কাছেই আমার বাড়ি।"

"তবে তো কথাই নেই।"

"সত্যি, এদের খপ্পর থেকে কখনও যে আমি মুক্তি পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই অসম্ভবকে তোমরা সম্ভব করে তুললে। এখন ভয় শুধু আমার বাবুকে।"

"তোর বাবুকেও আমরা ঠিক এইভাবেই কাবু করে দেব। ওর যা হাল আমরা করব তা দেখতেই পাবি। এখন তোর বাবুর ঘরটা আমাদের একবার দেখিয়ে দে তো দেখি।"

রাধারানি ছুটে গিয়ে তালাবন্ধ একটা ঘর দেখিয়ে বলল, "এই যে, এই ঘরটা।"

"এর চাবি কার কাছে?"

"চাবি তো বাবুর কাছেই থাকে। বাবু নিজে হাতে তালা দিয়ে চাবি নিয়ে চলে গেছে।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ভোম্বল! তালাটা ভাঙ।"

ভোম্বল তালাটা নেড়েচেড়ে বলল, "বেশ মজবুত তালা। সহজে ভাঙা যাবে না। তবু একটা পেরেক নিয়ে আয় দেখি।"

রাধারানি নিজেই খুঁজেপেতে নিয়ে এল একটা বাঁকানো পেরেক। কিন্তু এই প্রথম হার মানল ভোম্বল। কিছুতেই কব্জা করতে পারল না তালাটাকে।

অবশেষে সিঁড়ির নীচে কতকগুলো যন্ত্রপাতির বাক্সর ভেতর থেকে একটা লোহাকাটা স্টেনসার করাত বের করে তাই দিয়ে তালাটাকে ভাঙা হল।

ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল সকলে। কী অতুল ঐশ্বর্য সেখানে! একটা সুটকেসের ভেতর থেকে দশ লাখ টাকার ইন্দিরা বিকাশ পত্র বেরলো। চিনামাটির বড়-বড় জারের ভেতর থেকে বেরোতে লাগল সোনার গুলি। আর টেবিলের ওপর সাজানো ছিল বেশ কয়েকটা বিদেশি সোনার ঘড়ি। এ ছাড়াও মি. নায়েকের ব্যবসা-সংক্রান্ত কিছু মূল্যবান কাগজপত্তরও উদ্ধার হল। এমনকী দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রাখা কয়েকটি লাঠির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মূল্যবান কিছু হিরে।

বাবলু রাধারানিকে বলল, "ঝাড়সুগড়ায় তোর বাবুর বাড়িতে গেছিস কখনও?"

রাধারানি বলল, "না।"

"মি. নায়েক এখানে কতদিন থাকেন?"

"কোনও ঠিক নেই। কখনও সপ্তায় দু'দিন, কখনও পাঁচদিন। কখনও-বা দশ-পনেরোদিনও থাকে।"

"তোর বাবু কীসে যান? ট্রেনে, না মোটরে?"

"বেশিরভাগ সময় ট্রেনেই যান। গাড়ি একটা আছে। সেটা অবশ্য নিজের কিনা জানি না।"

"গাড়িটার কালার কীরকম বলতে পারবি?"

"ও-গাড়ি তো আমি দেখিনি। কেন না গাড়ি বাড়ির কাছে আসে না।"

"আমি অবশ্য দেখেছি। তবে অন্ধকারে। আর মনটাও তখন গাড়ির দিকে ছিল না। গাড়ির ব্যাপার থাক, এখন জুডোর ঘর থেকে কী পাওয়া যায় দেখি আয়।"

বিলু বলল, "জুডোর ঘর সার্চ করতে হলে তো ওর ঘরের শিকল আবার খুলতে হবে। সেইসময় যদি নিজমূর্তি ধরে লোকটা?"

বাবলু বলল, "ওর যা অবস্থা তাতে আর কিছু করতে পারবে না ও। তবুও বাড়াবাড়ি যদি করে তখন পঞ্চু তো আছেই।"

অতএব ফের শিকল খুলে জুডোর ঘরে ঢোকা হল। জুডোর অবস্থা তখনও একই রকম।

ওরা সবাই মিলে তল্লাশি শুরু করল এবার।

এই ঘরে সোনাদানা কিছু মিলল না বটে, তবে স্টেনগান, রিভলভার ইত্যাদি পাওয়া গেল কয়েকটা। আর পাওয়া গেল অসংখ্য কার্তুজ। সেইসঙ্গে তাড়া তাড়া নোটের বাণ্ডিল।

বাবলু জুডোর দিকে তাকিয়ে কতকটা যেন আপনমনেই বলল, "কেউ বলবে রাজধানীর কুখ্যাত মার্ডারার এইভাবে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে হাওড়ার এক এঁদো গলিতে, একেই বলে কপাল!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "ভাবলেও বিস্ময় লাগে। তাই না?"

ওরা আগ্নেয়াস্ত্রগুলো হাতিয়ে নিয়ে বাইরে এসে আবার শিকল তুলে দিল। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে।

রাধারানি বলল, "তোমরা তো অনেক পরিশ্রম করলে। এখন কী খাবে বলো দেখি?"

বাবলু বলল, "যা খাওয়াবি তুই।"

"আমি তো তোমাদের লুচি-পরোটা করে খাওয়াতে পারব না, তবে টোস্ট, ডিমের ওমলেট এইসব করে খাওয়াতে পারি। যদি হালুয়া খেতে চাও, তাও পারি।"

বাবলু বলল, "যা তুই পারবি তাই করে খাওয়া। একটু চায়ের ব্যবস্থাও কর।" বলে বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল, "যা, তোরাও ওর সঙ্গে হাত লাগা।"

বাচ্চু-বিচ্ছুকে অবশ্য বলতে হল না। বাবলু বলার আগে নিজের থেকেই এগিয়ে গেল ওরা।

সবাই মিলে হাতাপাতি করে যখন খাবারের আয়োজন করছে তখনই হঠাৎ ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

রাধারানি তাড়াতাড়ি উঁকি মেরে দেখেই বলল, "সর্বনাশ!"

বাবলু বলল, "কী হল?"

"সেই খুনে লোকটা।"

"কে?"

"ভোজালি। চাবি দিতে এসেছে বোধহয়।"

"নিয়ে আয়। আর কী বলে শুনে আয় ভাল করে।"

"কিন্তু যদি ভেতরে ঢুকতে চায়?"

"ঢুকিয়ে নিবি। পঞ্চু আর আমি দরজার আড়ালে থাকছি। ও ঢুকতে না চাইলেও ওকে ঢুকিয়ে নিবি। তারপর খেল দেখবি কাকে বলে।"

বিলু বলল, "একটা লোহার বড বা শক্ত লাঠি দিতে পারিস আমাকে? মাথাটা দু'-ফাঁক কবে দিই ব্যাটার।"

ভোজালি তখন আবার ডোর-বেল টিপেছে।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর পঞ্চু এসে লুকলো দরজার পাশে। বাচ্চু-বিচ্ছু রইল অন্য আড়ালে।

রাধারানি দরজা খুলেই বলল, "কী বলছ?"

ভোজালি কর্কশ গলায় বলল, "জুডো শয়তানটা ফিরেছে?"

"অনেকক্ষণ।"

"ওই ছেলেমেয়েগুলোর একটাকেও ধরতে পেবেছে দেখলি?"

"কোন ছেলেমেয়েগুলোর?"

ভোজালি বিরক্ত হয়ে বলল, "তোকে যে কী করতে ধরে এনেছে এখানে আমি তো কিছু বুঝতে পারি না। তুই এখনও দুধের শিশু। তোরই বা দোষ কী? জুডো কি একাই এসেছে না ধরে এনেছে কাউকে?"

দরজার আড়াল থেকে বাবলুই বলল এবার, "আমাকে ধরে এনেছে।"

"ঠিক আছে।" বলেই চমকে উঠল, "কে? কে বলল রে এই কথা?"

বাবলুর হয়ে বিলু বলল এবার, "ম্যায় বিল্লি হুঁ। না না, বিলু।"

ভোজালি তখন দরজা টপকে ভেতরে উঁকি মারতেই ভোম্বল সজোরে ওর নাকের ওপর একটা ঘুষি মারল। এক ঘায়েই কাত। একেবারে ছিটকে পড়ল খানিকটা তফাতে।

ব্যাপারটা যে কী হল কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হল পঞ্চুর লম্ফঝম্ফ। ভোজালি প্রাণভয়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটোছুটি করতে লাগল।

বাবলু বলল, "শাবাশ পঞ্চু! ওকে যেন এখনই কামড়াস না। শুধু ছোটা। ছুটিয়ে ছুটিয়ে হয়রান করে দে ওকে।"

শুরু হল ছুটোছুটি আর লাফালাফি।

পঞ্চুর তাড়া খেয়ে ভোজালি কোনওদিকে পালাবার পথ না পেয়ে একেবারে ছাদে গিয়ে উঠল।

পঞ্চুও উঠল ছাদে। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও।

ভোজালি তখন ছাদের আলসেয়।

পঞ্চু সমানে লম্ফঝম্ফ করে হাঁকডাক করছে "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

ভোজালি অনেকটা ট্রাইস্ট নাচার মতো কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল, "অ্যাই! অ্যাই ছেলেমেয়েগুলো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তোদের কুকুর সামলা। না হলে আমি কিন্তু পড়ে যাব ছাদ থেকে। আমার মাথা গুঁড়িয়ে যাবে। আমি মরে যাব।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক হবে।"

"তা হবে বইকী! তোরও যদি আমার মতো অবস্থা হয় কখনও, তখন বুঝবি।"

বাবলু বলল, "সে যখন হবে তখন হবে, এখন বলো দেখি বেনারসীলাল কোথায়?"

"ও তো নায়েকের সঙ্গে ঝাড়সুগড়ায় গেছে।"

"পদ্মপুকুরের চাবি কার কাছে?"

"আমার কাছে।"

"দিয়ে দাও।"

ভোজালি চাবিটা ছুড়ে দিল বাবলুর দিকে।

বাবলু সেটা লুফে নিয়ে বলল, "কবে আসবে ওরা?"

"তা আমি কী করে বলব? সময় হলেই আসবে।"

হঠাৎ একটা চিল কোথা থেকে উড়ে এসে ভোজালিব মুখে পাখার ঝাপটা দিতেই টাল সামলাতে না পেরে আলসের ওপর থেকে মুখ থুবড়ে নীচে পড়ল ভোজালি। তাবপর কিছুক্ষণ ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল। মরে গেল, না সংজ্ঞাহীন হল তা ঠিক বোঝা গেল না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হইহই করে নেমে এল নীচে।

ততক্ষণে আশপাশ থেকেও অনেক লোক ছুটে এসেছে।

সবাই জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ভাই? কে লোকটা?"

বাবলু বলল, "চোর! চুরি করতে এসে পালাতে গিয়ে পড়ে গেছে।"

এরপর সবাই মিলে ধরাধরি করে নীচের দালানে শুইয়ে রাখল ওকে।

ওপরের ঘরে টেলিফোন আছে। পুলিশে খবর দেওয়ার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওপরে উঠতেই দেখল একটু সুস্থ হয়ে বন্দি জুডো জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকেই রক্তচক্ষুতে শাসাতে লাগল ওদের, "ভাল চাস তো শিগগির দরজা খোল। এইভাবে আমাকে আটকে রাখতে কেউ পারেনি, তোরাও পারবি না। যদি একবার বেরোতে পারি, তোদেব শিকড় পর্যন্ত উপড়ে নেব আমি।"

বাবলু হেসে রাধারানিকে বলল, "তুই তোর কাজে লেগে যা। বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে আমাদের জন্য চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর। আমি ততক্ষণে থানায় ফোন করে খববটা পুলিশকে জানাই।" বলেই ফোনের জায়গায় চলে গেল বাবলু।

একটু পরে ফিরে এসে বাবলু বলল, "পুলিশ এখনই আসছে। আমাদেব এলাকার পুলিশ এখানকার থানায় যোগাযোগ করে তৈবি হয়েই আসছে।"

জুডোর দু'চোখে ভয়ের দৃষ্টি।

বাবলু জানলার কাছাকাছি গিয়ে বলল, "তুমি আর কিছুক্ষণ এই ঘবে বন্দি থাকো জুডোদা। অযথা দরজা ভাঙার চেষ্টা করে গা-গতরে ব্যথা কোরো না। তোমার জন্য লোহার শিকলের মালা নিয়ে থানার বাবুরা এসে পড়লেন বলে! ততক্ষণে এককাপ চা খাবে নাকি জুডোদা? গবম চা এককাপ? যাকে বলে হট-টি।"

জুডো ঘবের ভেতর থেকে এবার অকথ্য গালাগালি শুরু করল।

"শুনেছি তুমি নাকি দিল্লিতে পাঁচটা খুন করেছ। এখানকার খুনের হিসেবটা অবশ্য আমবা জানি না। তবে এখানে কিন্তু তুমি পাঁচজনের হাতেই ফাঁসলে। যাক, এ একরকম ভালই হল কী বলো? তবে দাদা, ফাঁসির দড়িটা যেদিন তোমার গলায় লটকাবে সেদিন কিন্তু আমি দেখতে যাব। তোমার ওই ঘটোৎকচের মতো দেহটা যখন ঝুলবে তখন কী মজাই না হবে!"

জুডো তখন ভীষণ রেগে বলল, "তবে রে শয়তান, মজা দেখাচ্ছি দাঁড়া।" বলেই দমাদ্দম লাথি মারতে লাগল দরজায়। জুডো যদি আঘাত পেয়ে দুর্বল না হত তা হলে হয়তো সত্যিই ভেঙে ফেলত দরজাটা।

ইতিমধ্যে এইসব হট্টগোলে বাড়ির বাইরে গলিব মুখে অনেক লোকের ভিড জমে গেছে।

একসময় পুলিশ এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ও সি নিজে এসেছেন জুডোকে গ্রেফতার করতে।

বাবলু সাদর অভ্যর্থনা করে ও সি-কে নিয়ে গেল বন্দি জুডোর কাছে। জুডোর মুখের যা অবস্থা তখন, তা দেখলে ভয়ও পাবে আবার হাসিও পাবে।

ও সি বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "সত্যি, ওই শয়তানটাকে যে কতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম! কিন্তু ও যে এইখানে এসে ঘাপটি মেরে বসে আছে তা কে জানত? তোমাদের সহযোগিতা না পেলে একে ধরা হয়তো-বা সম্ভব হত না আমাদের পক্ষে। তাই তোমাদের এই ঋণ আমরা কখনও শোধ করতে পারব না।"

বাবলু বলল, "আসলে ওরও পাপের ভারা পূর্ণ হয়েছে এবার।"

সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে জুডো বলল, "সেইসঙ্গে তোদেরও। আমাকে আটকে রাখবে এমন জেলখানা এখনও তৈরি হয়নি। যেখানেই থাকি না কেন, জেল ভেঙে ঠিক আমি বেরিয়ে আসব। তারপর এক এক করে গলা টিপে মেরে ফেলব তোদের। এর বদলা আমি নেবই।"

জুডোর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ল জানলার ওপর।

জুডো সভয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

ও সি বললেন, "জেল ভেঙে যদি বেরিয়ে আসতে পারো তা হলে যা ইচ্ছে তাই কোরো। এখন দরজা খুলে বাইরে এসে আমাদের কাছে ধরা দাও। দরজা ভেঙে যদি ঢুকতে হয়, তা হলে কিন্তু অবস্থা তোমার এমনই খারাপ করে দেব যে, সারাজীবন এই কৃতকর্মের জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে।"

অবশেষে বাধ্য হয়ে ধরা দিল জুডো।

এরপর পুলিশ গ্রেফতার করল ভোজালিকে।

সে তখনও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে ছিল।

ও সি-র নির্দেশে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাকে।

বাবলু ভোজালির কাছ থেকে পাওয়া পদ্মপুকুরের চাবিটা ও সি-র হাতে তুলে দিতেই ও সি-র নির্দেশে ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি শুরু করল পুলিশ।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দায়মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হল।

রাধারানি তখন বাচ্চু-বিচ্ছুকে সঙ্গে নিয়ে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করে ফেলল। বাচ্চু-বিচ্ছু বাড়িতে মা'র সঙ্গে কাজে হাত লাগালেও এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেল। তাই মনের মতো করে আলুভাজা আর লুচি তৈরি করে খেতে দিল সকলকে।

পুলিশের লোকেরা কাজের ফাঁকেই একবার এসে ওদের রান্নাঘরে উঁকি মেরে বলল, "তোমরা তো দেখছি গ্র্যান্ড পিকনিক একটা লাগিয়ে দিয়েছ এখানে।"

বিচ্ছু হেসে বলল, "গ্র্যান্ড পিকনিক নয়, গ্র্যান্ড মিনি পিকনিক। চা-পর্ব শেষ করে এখনই বিদায় নেব আমরা।"

ও সি অন্য অফিসারদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নিলেন।

একজন কনস্টেবল বলল, "তোমাদের টিফিনে আমরা ভাগ বসাব না। তবে কিনা এককাপ করে চা কিন্তু আশা করছি আমরা।"

বাচ্চু বলল, "এটা তো আমাদের বাড়ি নয়, তবু দেখছি চেষ্টা করে কতটা কী করতে পারি। কতজন আছেন আপনারা?"

"জনা পনেরো।"

রাধারানি বলল, "আমরা একটা কেটলিতে করে চা দেব আপনাদের। সেই চা আপনারা ভাগাভাগি করে নেবেন।"

"তা হলেও হবে।"

ওদের সঙ্গে ভোম্বলও গিয়ে যোগ দিল তখন।

তারপর চা চিনি দুধ মিল্ক পাউডার যা ছিল সব এক করে দিব্যি বানিয়ে ফেলল চা।

সেই চায়ের স্বাদ যেন অমৃত মনে হল। বাবলু, বিলু তো 'তোফা, তোফা' করে উঠল। সত্যিই মেজাজ এসে গেল চা খেয়ে।

এরপর বিদায় নেওয়ার পালা।

রাধারানি চটপট গুছিয়ে নিল ওর যা কিছু ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভোম্বল ওর হাত থেকে সেগুলো নিয়ে টান মেরে ফেলে দিল রাস্তায়। বলল, "এইসব চোরাই মালে কেন হাত দিচ্ছিস? এখন থেকে আমরা যা দেব তুই তাই নিবি, কেমন?"

রাধারানি দারুণ খুশি হল ভোম্বলের কথা শুনে। পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা ভিড় ঠেলে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ির দিকে রওনা হল।

॥ ৯ ॥

অভিযান-শেষে ওরা যখন বাড়ি ফিরে এল তখন ওদের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, "মনে হচ্ছে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিস তোরা?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। তোমার আশীর্বাদ যাদের ওপরে, তারা কখনও হার মানে?"

তারপর ওদের সঙ্গে রাধারানিকে দেখে বললেন, "একে আবার কোত্থেকে জোটালি?"

পঞ্চু কুঁই-কুঁই করে কী যেন বলবার চেষ্টা করল।

বাবলু বলল, "আর বলো কেন? সবাই যা করে। অর্থাৎ এই মেয়েটাকে মাহেশের রথের মেলা থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল ওরা। তারপর নানারকম ফাইফরমাশ খাটাচ্ছিল ওকে দিয়ে। ভাগ্যিস ওখানে গিয়ে পড়লাম! তাই শত্রুপুরীও ধ্বংস হল, মেয়েটাও রক্ষা পেল ওদের কবল থেকে।"

"ওর বাড়ি কোথায়? ওকে তা হলে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা কর।"

"করব। আজকের দিনটা ও এখানেই থাকুক। কাল সকালে আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব ওকে। এই কাছেই, চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে ওর বাড়ি।"

অভিযান থেকে ফেরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পাণ্ডব গোয়েন্দারা চোখে-মুখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল এবাব।

বেচারি রাধারানি তো আনন্দে উতলা। ও যে কখনও মুক্তি পাবে, বা ওর মা-বাবার কাছে ফিবে যেতে পারবে, তা স্বপ্নেরও অগোচব ছিল।

মা সকলেব জন্য লুচি, আলুভাজা আর চা দিলেন। তাই খেয়ে কী খুশি রাধারানি। বলল, "সত্যি, কতদিন যে এমন ভাল খাবার খাইনি।"

মা বললেন, "এবার বাড়ি গিয়ে মায়ের হাতেব আরও ভাল রান্না খেয়ো।"

রাধারানি বলল, "আমি ঘরে গেলে আমার মা-বাবা যেন আকাশেব চাঁদ হাতে পাবেন। ভাইটাও আমার জন্য কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছে বুঝি! সেও যে আনন্দে কী করবে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

বিচ্ছু বলল, "শুধু এক রাতেব তো ব্যাপার। কাল সকালেই তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। এখন আজকের রাত্রিটা তুমি কোথায় থাকবে? এখানে? না আমাদের বাড়িতে?"

"তোমরা যা বলবে। যেখানে রাখবে আমাকে, সেখানেই থাকব।"

বাচ্চু বলল, "আমার মনে হয় আমাদের কাছেই তোমার থাকা উচিত। যে ফ্রকটা তুমি পরে আছ এটাকেও তো পালটাতে হবে। আমাদের বাড়ির সামনেই একটা দোকান আছে, সেখান থেকে নতুন একটা ফ্রকও আমরা কিনে দেব তোমাকে।"

চা-পর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, "রাধারানির সমস্যা কালকের মধ্যেই মিটে যাবে। কাল সকালে ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসার পরই কিন্তু আমাদের আসল কাজে নামতে হবে।"

বিলু বলল, "ঠিক। আজ সারাটা দিন ধরে আমরা শুধু চুনোপুঁটিই মারলাম। রাঘব বোয়ালরা দূরেই রইল।"

বিচ্ছু বলল, "ও-কথা বোলো না বিলুদা। জুডোর মতো দিল্লি-পলাতক একটা খুনে কি নেহাতই চুনোপুঁটি? যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। এখন মি. নায়েক আর বেনারসীলালকে কোনওরকমে ফাঁদে ফেলতে পারলেই আমরা শত্রুমুক্ত হব।

বাচ্চু বলল, "তা হলে আজকালের মধ্যেই রওনা হতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। কেন না এ-কাজে একদম দেরি নয়। বিশেষ করে এখানকার পরিস্থিতির দিকে ওরা যদি নজর রাখে তা হলে খুবই সতর্ক হয়ে যাবে ওরা।"

বিচ্ছু বলল, "সে খবরাখবর কি ওরা রাখছে না ভেবেছ? এর ওপরে কালকের কাগজে যদি আজকের ব্যাপারে দু'-এক ছত্র বেরিয়ে যায় তো কথাই নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভোম্বল বলল, "বেরোবেই। ওই শয়তান জুডোর জন্যই হইচই পড়ে যাবে কাগজে-কাগজে। অতগুলো খুন করে কোথায় এসে কীভাবে লুকিয়ে ছিল বল দেখি?"

বিলু বলল, "তা যদি হয়, তা হলে ঝাড়সুগড়ায় গিয়েও কিন্তু নাগাল পাব না ওদের।"

বাবলু বলল, "আগে যাই তো চল, তারপর দেখা যাবে স্রোতের জল কোনদিকে গড়ায়।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বাবলু রাধারানিকে বলল, "তুই তা হলে চলে যা ওদের সঙ্গে। কাল সকাল হলেই তোকে তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

রাধারানি বাচ্চু আর বিচ্ছুর সঙ্গে বিদায় নিল। ভারী মিষ্টি মেয়ে। ওর সরলতায় ভরা ডাগর-ডাগর চোখদুটির দিকে তাকিয়ে মন ভরে উঠল বাবলুর।

ওরা চলে যাওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত বিলু আর ভোম্বলের সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপটা কীভাবে কী করবে তাই নিয়ে জোর আলোচনা করতে লাগল বাবলু। থানাতেও ফোন করে দুপুরের ব্যাপারটা বিস্তারিত জানাল। ঠিক হল সকালে রাধারানিকে পৌঁছে দিয়ে কাল রাতের গাড়িতেই ওরা রওনা দেবে ঝাড়সুগড়ার পথে। এখন খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে এক ঘুমে রাতটি শুধু কাবার করে দেওয়া।

পরদিন ভোরে আর মর্নিংওয়াকে বের হল না কেউ। পঞ্চু একাই শুধু এদিক-ওদিক করল।

অনেক বেলায় মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল বাবলুর। সকাল সাতটা।

মা বললেন, "থানা থেকে লোক এসেছে। একবার ডাকছে তোকে।"

বাবলু ঘরের বাইরে আসতেই পরিচিত একজন কনস্টেবল হেসে বলল, "ওই যে মেয়েটিকে কাল তোমরা উদ্ধার করেছ ওর বাড়ির লোকরা এসেছেন মেয়েটিকে নিতে। তোমরা মেয়েটিকে নিয়ে এখনই একবার থানায় এসো।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কোথায় তাঁরা?"

"থানায়। বড়বাবুর কাছে বসে কথাবার্তা বলছেন।"

"ওঁরা খবর পেলেন কীভাবে?"

"তোমাদের কাছ থেকে মেয়েটির ব্যাপারে সবকিছু জেনে কাল রাতেই বড়বাবু ওদের ওখানকার থানাতে খবর পাঠান। মেয়েটির বাড়ি থেকে ডায়েরি তো লেখানোই ছিল, তাই রাতেই খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আজ সকালে মেয়েটির বাবা-মা এখানকার থানায় এসে যোগাযোগ করেছেন।"

বাবলু বলল, "ভালই হয়েছে। আমাদের আর কষ্ট করে পৌঁছনোর দায়িত্বটা নিতে হল না।"

"তোমরা কি আসবে?"

"আমার মনে হয় মেয়ের বাবা-মা'ই এখানে আসুন। আমাদের বাড়ি থেকেই মেয়েটিকে নিয়ে যান।"

কনস্টেবল বিদায় নিল।

বাবলু চোখে-মুখে জল দেওয়ার আগেই ফোন করল বাচ্চু-বিচ্ছুকে। ফোনে সব কথা জানিয়ে রাধারানিকে নিয়ে একটুও দেরি না করে চলে আসবার নির্দেশ দিয়ে বাথরুমের কাজ সেরে ঘরে এসে বসল। কাগজওয়ালা অনেক আগেই কাগজ দিয়ে গেছে। বাবলুর অনুসন্ধিৎসু চোখ বিশেষ একটি খবরের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল একসময়।

কতক্ষণ যে একভাবে স্থির এবং অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল বাবলু তা সে-ই জানে। ঘোর কাটল সকলের উপস্থিতিতে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই হাজির। ওদের সঙ্গে রাধারানিও।

বিলু ঘরে ঢুকেই বলল, "কী ব্যাপার বাবলু! এত অন্যমনস্ক কেন?"

বাবলু কাগজটা সকলের দিকে এগিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

কাগজের খবর পড়ে বিলু মুখে কিছু না বললেও ভোম্বলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "যাঃ বাবা!"

বাচ্চু-বিচ্ছুও পড়ে দেখল খবরটা। তারপর বেশ একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলল, "মরুকগে যাক।"

খবরটা ছিল জুডোর ব্যাপারেই। প্রতিবেদনটা এইরকম—

"গতকাল দুপুরে হাওড়ার একটি কুখ্যাত এলাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ তৎপরতায় রাজধানী দিল্লির সমাজবিরোধী ও পাঁচটি খুনের আসামি জুডোকে গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। এবং গণপ্রহারে নিহত এলাকার আর-এক সমাজবিরোধী, ভোজালি ওরফে বকু ওরফে মধুকেও উদ্ধার করতে পুলিশ সক্ষম হয়েছে। এদের দলের আরও কয়েকজন পলাতকের সন্ধানে আজকালের মধ্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উটির দিকে রওনা হচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ একটি দল।"

রাগ করে ভোম্বল বলল, "আমরা লড়লুম জান দিয়ে, ফায়দা লুটল পুলিশ! আর কখনও কোনও ব্যাপারে পুলিশকে আমরা কোনওরকম সাহায্য করব না। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নাম নেই, পঞ্চুর নাম নেই। কাগজওয়ালারা এ-খবর পায় কোত্থেকে?"

ঠিক তখনই একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে দারোগাবাবু ঘরে ঢুকলেন।

রাধারানি তো আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তার বাবা-মা'কে। এতদিন পরে হারানিধি ফিরে পেয়ে ওর মা-বাবাও যে কী করবেন কিছু যেন ভেবে পেলেন না।

রাধারানি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখিয়ে বলল, "এরা, এই এরাই আমাকে উদ্ধার করেছে। এরা না থাকলে আমি কোনওদিনই মুক্তি পেতাম না ওদের কবল থেকে।"

চায়ের জল চাপানোই ছিল। শুধু সকলের আসার প্রতীক্ষা করছিলেন বাবলুর মা। এবার বাচ্চু-বিচ্ছুকে ডেকে-চা-বিস্কুট প্রত্যেকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

রাধারানির মা-বাবা দু'জনেই এসে প্রণাম করলেন বাবলুর মাকে। তারপর পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দারোগাবাবু বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এনি প্রবলেম?"

"নো স্যার! অল ওকে।"

"ঘরে ঢোকার সময় মনে হল যেন ক্ষোভের ব্যাপার কিছু একটা ঘটেছে।"

বাবলুর হয়ে ভোম্বলই জবাব দিল, "ঘটেছেই তো। আমরা করলুম লড়াই, নেপোয় মারল দই! আমরা যদি গৃহবন্দি করে থানায় ফোন না করতাম তা হলে পুলিশের সাধ্য ছিল জুডোকে ধরার?"

"না, ছিল না।"

দারোগাবাবু তখন হাত থেকে কাগজটা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, "বুঝেছি, এই তোমাদের ক্ষোভের কারণ? কাগজের অফিসে ইচ্ছে করেই এইরকম সংবাদ পাঠানো হয়েছে। তার কারণ চারদিকে যেরকম সন্ত্রাসবাদ শুরু হয়েছে তাতে তোমরা যাতে আরও বিপন্ন না হও সেই ভেবেই এসব করা।"

"সেইসঙ্গে সরকারি পয়সায় যাতে 'উটি'র মতো জায়গা থেকে ঘুরে আসা যায় তাই ওইরকম পরিকল্পনা!"

"আরে না রে না। উটিতে কেউই যাবে না। ওটাও দুষ্কৃতীদের নিশ্চিন্ত রাখার একটা টোপ। পুলিশ যথাস্থানেই যাবে। দু'-একদিনের মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশের লোক পৌঁছে যাবে ঠিক জায়গাতেই। এখন জেরার পর জেরা করে নাজেহাল করা হচ্ছে জুডোকে। ওর কাছ থেকে আরও অনেক গোপন কিছু বের করতে পারলেই একসময় ওকে পৌঁছে দেওয়া হবে দিল্লি পুলিশের হাতে।"

বাবলু বলল, "হলেই ভাল।"

"এবং সেইসঙ্গে তোমাদের প্রচেষ্টাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হবে।"

ভোম্বল বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের শুধু একটিই আবেদন, বিচারাধীন ওই বন্দিটি যেন আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে না যায়।"

দারোগাবাবু বললেন, "তা যদি হয়, তা হলে হয়তো আমাদের অনেকের চাকরিই আর থাকবে না। কেন না দিল্লি পুলিশ একটি বিশেষ বিমানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হবে এখানে।"

এবারে বিদায় নেওয়ার পালা। রাধারানি প্রত্যেককে অনুরোধ করল একবার সময়মতো ওদের বাড়িতে যেতে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বলল, "সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই যাব তোমাদের ওখানে। অমনি ব্যান্ডেল চার্চ, ইমামবাড়াটাও দেখে আসব। তুমি এখন ঘরে গিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করো। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।"

পঞ্চুও কোথা থেকে যেন এসে হাজির হয়ে আস্তে করে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

মায়ের চোখে তখন ক্ষীণ একটু জলের ধারা। সে ধারা আনন্দের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ১০ ॥

সারাটা দিন, দুপুর ধরে অনেক আলোচনার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাতের সম্বলপুর এক্সপ্রেসেই ঝাড়সুগড়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। রাত আটটা চল্লিশে ট্রেন। কোনও রিজার্ভেশন নেই। রিজার্ভেশনের জন্য চেষ্টাও করল না ওরা। তার কারণ আর অপেক্ষা করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। জুডোকে মোচড় দিয়ে ওর পেট থেকে কথা বের করে গোয়েন্দা পুলিশের দল গিয়ে পৌঁছবার আগেই ওদের মৌচাকে ঢিল ছুড়তে চায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

সেইমতো ওরা হাওড়া স্টেশনে এসে টিকিট কেটে পঞ্চুকে নিয়ে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঘাপটি মেরে বসে রইল এক জায়গায়। তারপর ট্রেন এলে অন্যান্য যাত্রীদেব সঙ্গে হুড়োযুদ্ধ করে উঠে পড়ল ট্রেনে।

বাচ্চু-বিচ্ছুর এভাবে যাওয়াটা পছন্দ নয়। তার কাবণ, গাড়িতে উঠলেই ঘুম পায় ওদের।

ভোম্বলেরও ওই একই অবস্থা। শোয়া, ঘুমোনো আর নাক ডাকানো ছাড়া ভ্রমণের সার্থকতা কীসের? অথচ এ-সময়ে বিনা রিজার্ভেশনে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই।

যাই হোক, ট্রেনে উঠে ভোম্বল সর্বাগ্রে একটি বাঙ্ক দখল করে নিল। আর-একটি বাঙ্ক উপহাব দিল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

বাবলু আর বিলু বসে রইল চুপচাপ। বাড়ি থেকে নিযে আসা খাবার ভাগ করে খেল সকলে।

একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল।

বাঙ্কের ওপর থেকে ভোম্বল বলল, "এভাবে যাওয়ার চেযে কাল সকালেব ইস্পাত এক্সপ্রেসে গেলেই ভাল হত। ইস্পাত এক্সপ্রেস তো এখন সম্বলপুর অব্দি যাচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তাতে দেরি হয়ে যেত।"

বিলু বলল, "এই গাড়িতে গেলে আমরা সকালে ট্রেন থেকে নেমেই কাজে লেগে যেতে পারব।"

রামরাজাতলা—সাঁতরাগাছি পেরিয়ে ট্রেন তখন গতি নিয়ে ছুটে চলেছে খড়্গপুরের দিকে।

খানিক যাওয়ার পর বাবলু আব বিলু মেঝেয় পলিথিন শিট পেতে শুয়ে পড়ল একসময়।

সবাই ঘুমোলে পঞ্চু জেগে রইল। সিটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে বসার জায়গাতেই বসল সে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এইরকম অভিযানও মন্দ নয়।

মনোহরপুর, চক্রধরপুর পেরিয়ে রাউরকেলায় ভোর হল। সকাল হল ঝাড়সুগড়ায়।

ট্রেন থেকে নেমে প্রথমেই একটি লজে গিয়ে উঠল ওবা। সস্তার লজ। খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও নয়। তবু উঠল। তার কারণ এখানে হোটেল বা লজের আধিক্য তেমন নেই। এখন সাময়িক বিশ্রাম। জলযোগ-পর্ব সারা। তারপর—।

তারপর শুধু তোলপাড়—তোলপাড় আব তোলপাড়।

অভ্যস্ত পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পথের ক্লান্তি দূর করে তৈবি হয়ে নিতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না।

ওরা পঞ্চুকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে নামল। বেশ ফাঁকা ফাঁকা জাযগাটা। আব ভাবী মনোরম। খুব বড় একটা পাহাড় আরণ্যক পরিবেশ তৈরি করে ধনুকের মতো বেঁকে একদিক থেকে আর-একদিকে চলে গেছে।

ওরা আবার স্টেশনে এসে ওভারব্রিজের ওপর থেকে চারদিকের পরিবেশটা বেশ ভাল করে দেখে নিল একবার। তারপর সংগ্রহ করা ঠিকানা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। লাইন পার হয়ে পাহাড় আর জঙ্গল যেদিকে একাকার হয়ে আছে সেইদিকে লক্ষ রেখে এগোতে লাগল দলবদ্ধ হয়ে।

এইভাবে অনেকটা পথ যাওয়ার পর একসময় এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল একটি ন্যাড়া টিলার গায়ে সেই গাড়িটা রাখা আছে। সেই গাড়ি—। যে-গাড়িতে করে মি. নায়েক তেলকলঘাটে গিয়েছিলেন কুকুর আনতে।

ওরা দূর থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেই গাড়িটার দিকে নজর রাখতে লাগল।

অনেক পরে গাড়ি ধোয়া-মোছার জন্য একটি ছেলে আসতেই এগিয়ে গেল বাবলু। বিলু, ভোম্বলদের একটু তফাতে আড়ালে আবডালে থাকতে বলল।

ছেলেটি এই পরিবেশে বাবলুকে দেখে অবাক হয়ে গেল খুব। তাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু ছেলেটির আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "বেশ নতুন ধরনের গাড়ি তো।"

ছেলেটি বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখল শুধু, কিন্তু কিছু বলল না।

বাবলু হঠাৎই অন্য সুরে বলল, "আচ্ছা, ওই যে দূরের পাহাড়গুলো, ওখানে যাওয়া যায়?"

ছেলেটি বলল, "কোথা থেকে আসছ তুমি?"

"কানপুর থেকে।"

'তুমি একা? না সঙ্গে আর কেউ আছে?"

"আমার বাবা-মা ভাই বোন সবাই আছে।"

"কোথায় উঠেছ তোমরা?"

"স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে।"

"এদিকে কেন এসেছ?

"এমনই ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। কী সুন্দর জায়গাটা! চারদিকে পাহাড়, বন। কত ভাল।"

ছেলেটি একটু চাপা গলায় বলল, "এখানে এইভাবে ঘোরাফেরা কোরো না। খুব খারাপ জায়গা এটা। বিশেষ করে এই এলাকাটা। এই যে গাড়িটা তুমি দেখছ, এটা হচ্ছে ছেলেধরার গাড়ি।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? বলো কী!"

"হ্যাঁ ভাই। ওরা এখন কেউ নেই তাই। না হলে এতক্ষণে তুমি ওদের হাতে ধরা পড়তে। তাই বলি, আর এক মুহূর্ত এখানে না থেকে এখনই কেটে পড়ো।"

বাবলু তো কেটে পড়বার জন্য আসেনি। তাই পালাবার নামগন্ধও করল না। বলল, "ওই ছেলেধরারা তোমাকেও এখানে ধরে এনেছে বুঝি?"

'তবে না তো কী? কেউ কি এখানে নিজের ইচ্ছেয় আসে?'

'তোমার বাড়ি কোথায়?"

"হাওড়ায়। শিবপুরের ছোট ভটচার্যি পাড়ায়।"

"তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

ছেলেটি করুণ কণ্ঠে বলল, "এখান থেকে পালাবার কি জো আছে? কোনও উপায়ই নেই। স্টেশনের কাছে দু'-তিনটি গুমটিতে ওদের লোক আছে। কে বা কারা কখন কোথায় যাচ্ছে আসছে বা ট্রেন থেকে নামাওঠা করছে, সবদিকে নজর রাখছে ওরা।'

বাবলু বলল, "রাখুক না! ট্রেনেই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে? বনপথ ধরে হেঁটেও তো পালাতে পারো।"

"তাতেও ওদের নজর এড়াতে পারব না। ধরা পড়লে যে কী কঠিন শাস্তি পেতে হয় তা ভাবতেও পারবে না। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলবে ওরা। তা ছাড়া একটা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে কোথায় পালাব বলো? যেখানেই যাই না কেন পকেটে টাকা পয়সা তো থাকা চাই। বাসভাড়া, ট্রেনভাড়া দেবে কে?"

"অত ভয় করলে কি চলে রে ভাই? যাক, ওরা এখানে অনেক ছেলেকে ধরে এনে রেখেছি বুঝি?"

"ধরে এনে রাখে। পরে তাদের বিক্রি করে দেয়। ছেলেমেয়ে সবাই আছে। শুধু আমি আর দু'-একজন রয়ে গেছি ওদের কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য।"

বাবলু বলল, "তোমার বাবু কি মি নায়েক?"

ছেলেটি শিউরে উঠল বাবলুর কথায়। বলল, "তুমি কী করে জানলে?"

বাবলু হেসে বলল, "ওর সঙ্গে বেনারসীলাল নামেও একজন আছে, না?"

"আছে তো! ওরা এই একটু আগেই ব্যাসমন্দিরে গেছে বাউরকেলায়।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "তোমার বাবু! তিনি গেছেন মন্দিরে! এও কি বিশ্বাস করতে হবে?"

"আরে! মন্দিরে কি উনি পুজো দিতে গেছেন? উনি গেছেন ধান্দায়। বাবুর একজন বিজনেস পার্টনার আছেন ওখানে, তাঁর কাছে।"

"তাই বলো। এখন এখানে কে আছে?"

"বীরবাহাদুর।"

"আর কেউ নেই?"

"আছে দু'-একজন। তবে বীরবাহাদুর একাই একশো।"

বাবলু বলল, "আমাকে তোমাদের ডেরায় নিয়ে যাবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তোমাদের ডেরাটা।"

"তোমার কি মাথাখারাপ হয়েছে? ওখানে গেলেই বীরবাহাদুর ধরে নেবে তোমাকে। তখন আর হাজার চেষ্টাতেও পালাতে পারবে না। আমারই মতো বন্দি হয়ে যাবে তুমি।"

বাবলু বলল, "ধরুক না, তুমি শুধু দেখবে ধরা পড়েও ওদের চোখে ধুলো দিয়ে আমি কী করে পালাই।"

ছেলেটি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে।

বাবলু আর একটুও দেরি না করে একটা শিস দিতেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চ, বিচ্ছু ও পঞ্চু আত্মপ্রকাশ করল।

ছেলেটি বলল, "ওরা কারা?"

"আমার বন্ধুরা। তোমার বাবু আমাদেরকেও ধরবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। উলটে ওদের খপ্পর থেকে রাধারানি নামের একটি মেয়েকেও আমরা উদ্ধার করে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছি।"

"সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ, আমরা তোমাকেও উদ্ধার করব, সেইসঙ্গে আরও যারা বন্দি আছে, তাদেরও। কী নাম তোমার?"

"আমার নাম কেষ্ট।"

"ঠিক আছে। কই চলো তো দেখি, কোথায় তোমাদের ঘাঁটি।"

কেষ্টর সঙ্গে সবে কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় চোখের সামনে যাকে ওরা দেখতে পেল তার মুখের দিকে তাকাতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মানুষ তো নয়, যেন মরণদূতের অবতার।

এমন কিছু ভীষণদর্শন চেহারা নয়। বরং শান্ত সৌম্য বেঁটেখাটো একটি মানুষ। দাড়িগোঁফ ভুরুহীন মাকন্দ এক নেপালি। কিন্তু চোখের চাহনিতে মৃত্যুর হাতছানি। ওর কাঁধে একটা দোনলা বন্দুক। নেপালিটা ওদের কাছাকাছি এসে আস্তে করে বলল, "ক্যা মাংতা?"

কেষ্ট সভয়ে বলল, "কিছু না। ওরা আমাদের গার্ডেন দেখতে চায়।"

নেপালিটা এবার পাণ্ডব গোয়েন্দার সকলকেই দেখে নিল একবার। তারপর বলল, "ইয়ে তো বহুত খুশি কি বাত, আইয়ে।"

কেষ্ট বাবলুকে বলল, "বীরবাহাদুরের যখন হুকুম হয়েছে তখন চলো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বীরবাহাদুরের পিছু-পিছু চলল।

খানিক যাওয়ার পর একটি বড় বাড়ির গেট পেরিয়ে বাগানে ঢুকল ওরা। অযত্নে বর্ধিত কিছু ফুলগাছ ও জঙ্গল ছাড়া কিছুই নেই বাগানে।

বীরবাহাদুর ওদের সেই বড় বাড়িটার দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "অন্দর ঘুসো।"

"কাহে?"

"ঘুসনেই হোগা। ঔর তুম কভি হিঁয়াসে বাহার নিকালনে নহি সকোগে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? তা হলে তো ঢুকতেই হবে। তা বীরবাহাদুর ভাই, আমাদের খানাপিনার ব্যবস্থা একটু হবে তো?"

বীরবাহাদুর শয়তানের মতো হেসে বলল, "সব কিছু হোবে। পহলে অন্দর তো ঘুসো।"

বাবলু বলল, "আগে তুমি ঘুসো।"

বীরবাহাদুর বলল, "ভাগনে কা কোশিস মাত করো।"

বাবলু বলল, "ভাগব কী রে বুদ্ধু। আমরা তো নিজের থেকেই ধরা দিয়েছি। তোদের সবাইকে জেলের ঘানি না টানিয়ে কি যেতে পারি আমরা?"

বীরবাহাদুর বন্দুক উঁচিয়ে বলল, "কৌন হো তুম?"

বিলু এক ঝটকায় বীরবাহাদুরকে দেওয়ালের দিকে ঠেলে দিতেই মাথায় ঠোকা খেয়ে পড়ে গেল সেইখানেই। ওর কাঁধ থেকে বন্দুকটা ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

বাবলু সর্বাগ্রে সেটা কুড়িয়ে নিল। তারপর বন্দুকের নলটা ওর পেটের ওপর চেপে ধরে বলল, "শোনো বীরবাহাদুর! যদি গোলমাল না করো তা হলে আমরা তোমার কোনও ক্ষতি করব না। কেন না তুমি একজন প্রভুভক্ত সামান্য পাহারাদার মাত্র। কিন্তু ভুলেও যদি গায়ের জোর দেখাতে যাও তা হলেই মরবে। এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তো বন্দুক এখনও আমার হাতে, তার ওপর এই যে দেখছ কুকুরটা এও কিন্তু তোমার চেয়ে কম প্রভুভক্ত নয়। এ বড় সাংঘাতিক।"

বীরবাহাদুর হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল, "ভীম সিং! কাল্লু!"

অমনই দু'-দু'জন তাগড়াই চেহারার গুন্ডা নেমে এল ওপর থেকে। একজন বাচ্চুকে আর-একজন বিচ্ছুকে তুলে নিতেই ওদের ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

বাবলুও আর নিজের রাগকে সামলাতে পারল না। বীরবাহাদুরের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল অনায়াসে।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দু'চোখ কপালে উঠিয়ে মুখ বিকৃত করে ছটফট করতে লাগল বীরবাহাদুর। একটু পরেই স্থির হয়ে গেল।

বীরবাহাদুরের ওই অবস্থা দেখে শিউরে উঠল ভীম সিং আর কাল্লু। বাচ্চু-বিচ্ছুকে নামিয়ে দিয়ে পঞ্চুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাণের দায়ে ছুটল ওরা। কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধনরা? পঞ্চুর গ্রাস থেকে পরিত্রাণ নেই ওদের।

পঞ্চু ওদের আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে নাস্তানাবুদ করছে একভাবে।

এই বাড়ির মধ্যে অন্য যেসব ছেলেরা কাজকর্ম করছিল তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার এসেছে তখন। দু'-একজন উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, "তোমরা কারা? এখানে কীভাবে এলে?"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাদের বন্ধু। তোমাদের মুক্তি দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।"

ততক্ষণে কেষ্ট এসে বাবলুর পাশে দাঁড়িয়েছে।

বাবলু বলল, "আমাদের বাধা দেওয়ার মতো আর কেউ নেই তো এখানে?"

"না।"

"যেসব ছেলেমেয়েদের বন্দি করে রাখা হয়েছে তাদের ঘরের তালা খুলে দাও তা হলে।"

"একটা ঘরেই আছে সব। কিন্তু সে ঘরের চাবি তো বীরবাহাদুরের কাছে।"

"যাও, নিয়ে এসো। ও আর কিছুই বলবে না তোমাকে।"

কেষ্ট আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওর দু'-একজন সঙ্গীকে ডেকে বীরবাহাদুরের পকেট হাতড়ে চাবি বের করল। তারপর দরজার তালা খুলে দিতেই হইহই করে বেরিয়ে পড়ল সকলে। মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হল সবাই।

কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!!

আনন্দের উল্লাসে মেতে ওরা বীরবাহাদুরের মৃতদেহটা টানতে টানতে বাগানের মাঝখানে নিয়ে এল। অনেকে মড়ার ওপরই খাঁড়ার ঘা দেওয়ার মতো কিল চড় লাথি ঘুষি সমানে বর্ষণ করতে লাগল বীরবাহাদুরের ওপর।

ভীম সিং আর কাল্লু তখন বড় একটি গাছের ডালে বসে থরথর করে কাঁপছে। আর ক্রুদ্ধ পঞ্চু সমানে গরগর করছে তাদের দিকে তাকিয়ে। ভাবখানা এই, নামো একবার, তারপর দেখাচ্ছি মজাটা।

কেষ্ট বলল, "ওপাশে ওই যে একটা ঘর রয়েছে দেখছ, ওই ঘরে কম করেও দশ-বারোটা কুকুর রয়েছে। ওগুলোর কী ব্যবস্থা করা যায়?"

বাবলু বলল, "ওদেরও মুক্তি দেওয়া হোক।"

"তাতে কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে।"

"কীরকম?"

"ধরো, মুক্তি পেয়েই ওরা যদি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? একমাত্র কাল্লু ও ভীম সিং ছাড়া কাউকেই চেনে না ওরা। দিনে বন্দি থেকে সারারাত এই বাড়ি ও বাগান পাহারা দেয় ওরা। কেন না এদের যত খারাপ কাজ সবই তো রাতদুপুরে।"

"তোমার বাবুকে মানে কুকুরগুলো?"

"কাউকে না। চেনে শুধু ওই দু'জনকেই।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। ওদের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন এসো আমরা সবাই মিলে একটা জোর পিকনিক লাগাই। এখানকার রান্নাবান্না করে কে?"

"আমরাই করি।"

বন্দি ছেলেমেয়েগুলোর সংখ্যাও ছিল অনেক। পনেরো-ষোলো জন। সবাই বাঙালি। কলকাতা ও আশপাশের গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল তাদের। সবাই মিলে খোলা আকাশের নীচে বাগানে বসেই শুরু করল পিকনিক।

কাল্লু আর ভীম সিং গাছের ডালে বসে দেখতে লাগল সব। পঞ্চুর আঁচড়-কামড়ে ওদের দু'জনেরই অবস্থা কাহিল। পঞ্চুর আক্রমণের ভয়ে নীচেও নামতে পারছে না ওরা।

বাবলু গাছতলায় ওদের কাছাকাছি গিয়ে বলল, "তোমাদের বাবু কখন আসবেন?"

ওরা অতিকষ্টে বলল, "সন্ধেবেলা।"

"আমাদের পিকনিকে তোমরাও কি যোগ দেবে? খাবে কিছু?"

কাল্লু আর ভীম সিং যেন নিজেদের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "খাব তো। কিন্তু তোমাদের এই কুকুরটা কি আমাদের নীচে নামতে দেবে?"

"দেবে। তবে একটা কথা, তোমরা যদি আমাদের অবাধ্য না হও তা হলে কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ নেই। অবাধ্য হলেই বীরবাহাদুরের মতো মরবে।"

"না খোকাবাবু, তোমরা যা বলবে আমরা তা ই শুনব।

"এখন তোমরা গাছ থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করো। বন্ধুর মতো থাকো। তারপর দুপুরবেলা একটু বিশ্রাম নিয়ে ঠিক সন্ধের মুখেই কুকুরগুলোকে বাগানে ছেড়ে দেবে।"

ভীম সিং বলল, "তা না হয় দেব। কিন্তু ওই কুকুর ছাড়া আছে দেখলে বাবু তো বাগানে ঢুকবে না খোকাবাবু।"

"না ঢোকবার কী আছে? তুমি গিয়ে গেট খুলে বাবুকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেবে। কুকুরগুলো তোমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বে বাবুর ওপর।'

"কিন্তু বাবু গেটের কাছে এসে নক করলেই ওরা চিৎকার করে ছুটে যাবে।"

"তা হলে এক কাজ করো, বাবুকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েই কুকুরঘরের দরজা খুলে দাও।'

"ওইরকমই একটা কিছু মতলব করতে হবে।'

কাল্লু বলল, "এই বাবুর ওপর তোমাদের খুব রাগ আছে, না খোকাবাবু?"

"আছেই তো।"

"রাগ আমাদেরও আছে। কিন্তু কী করব! পেটের দায়ে নোকরি করি আমরা। বুঝতে পারছি এ বহুত বুরা কাম আছে। লেকিন সব কিছু জেনেশুনেও এই কাম করতে হচ্ছে আমাদের। তবে একবার যদি এখান থেকে বেরোতে পারি তা হলে এ কাম কখনও করব না।"

বাবলু বলল, "শোনো, তোমরা যখন এদের হয়ে কাজ করছ তখন বুঝতেই পারছ এরা কেমন লোক। অতএব সত্যিই যদি তোমরা সৎ লোক হও তা হলে নিশ্চয়ই চাইবে এরা এদের কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পাক।"

"নিশ্চয়ই চাইব।"

"অথচ এখন যদি আমরা থানা-পুলিশ করি তা হলে তোমরাও রেহাই পাবে না। তাই যদি তোমরা সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করো তা হলে ওরাও শাস্তি পাবে, তোমরাও নির্ভাবনায় কেটে পড়তে পারবে এখান থেকে।"

ভীম সিং বলল, "তোমরা যা বলবে তাই শুনব আমরা দু'জনে।"

বাবলু পঞ্চুকে ডাকল, "পঞ্চু! চলে আয়।"

বাবলুর নির্দেশ পেয়ে পঞ্চু সরে এল গাছতলা থেকে। তারপর বিলু, ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুর পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল।

বাবলু বলল, "শোনো, আমরা খাওয়া-দাওয়ার পর ওই বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকব। তোমরাও সেই অবসরে একটু বিশ্রাম নিয়ে পরিকল্পনামাফিক তৈরি হও।"

কাল্লু বলল, "কীভাবে কী করব বলো?"

"সন্ধের পর মি নায়েক আর বেনারসীলাল ফিরে এলে তোমরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। একজন চলে যাবে গেটের কাছে, অপরজন কুকুরঘরে। একজন গেট খুলে ওদের ঢুকিয়ে নিলেই অপরজনের কাজ হবে কুকুরগুলোকে মুক্তি দেওয়া। ব্যস, তারপরই কেল্লা ফতে। ওরা যখন ওদের দু'জনকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তোমরা তখন কেটে পড়বে যেদিকে তোমাদের গেলে সুবিধে হয় সেদিকে। এর মধ্যে তোমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তোমাদের সবকিছু গুছিয়েগাছিয়ে নাও। তোমরা চলে গেলে আমরা থানায় গিয়ে পুলিশকে জানাব সব কথা।"

কাল্লু আর ভীম সিং দু'জনেই রাজি হল এদের প্রস্তাবে। বলল, "এর চেয়ে ভাল পরিকল্পনা আর হয় না।" বলে মেতে উঠল ওদের সঙ্গে।

এরই মধ্যে একফাঁকে ওরা করল কী, বীররাহাদুরের মরদেহটি গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলল বাগানের এককোণে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর কাল্লু বলল, "খোকাবাবুরা, তোমরা আর কেউ বাইরে থেকো না। বলা যায় না, হয়তো ওরা এখনই চলে আসবে।"

"সেরকম সম্ভাবনা আছে নাকি?"

"বলা যায় না তো, দৈবাৎ এর কথা।"

বাবলু বলল, "কীসে গেছে ওরা? গাড়ি তো নিয়ে যায়নি।"

কেষ্ট বলল, "ওরা মোটরবাইক নিয়ে গেছে। গাড়িটার ব্রেকের একটু গোলমাল আছে, তাই।"

অন্যান্য ছেলেমেয়েরা বলল, 'আমরা তা হলে কবে নাগাদ বাড়ি ফিরতে পারব বাবলুভাই?"

"আজ আমাদের অপারেশন সাকসেসফুল হলে কালই যেতে পারবে। তোমাদের যার যার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।'

ওদের মধ্য থেকে শিখা নামের একটি মেয়ে বলল, 'কিন্তু যে যার বাড়িতে পৌঁছে গেলেও আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেন শেষ না হয়। আমি কিন্তু আমার বাড়িতে তোমাদের প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ জানালাম। আমরা সবাই সবাইকার ঠিকানা রাখব। চিঠিপত্তর দেব।"

বাচ্চু বিচ্চু দু'জনেই মুখ খুলল এতক্ষণে। বলল, 'বেশ তো, এ তো খুবই ভাল কথা।"

এরপরে সবাই বাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দোতলায় উঠে বসে রইল।

বাবলু বিলু আর ভোম্বল রইল ছাদে। পঞ্চুও রইল ওদের সঙ্গে। বাচ্চু বিচ্চুকে দায়িত্ব দেওয়া হল অন্য ছেলেমেয়েদের মনে সাহস জোগাবার। ওরা তাদের নিয়েই ব্যস্ত রইল।

ঠিক সন্ধের মুখেই এসে হাজির হল ওরা। মি নায়েক ও বেনারসীলাল।

বাইরে মোটরবাইকের শব্দ শুনতে পেয়েই সতর্ক হল বাবলু। বীররাহাদুরের সেই বন্দুকটা হাতে নিয়েই আধো অন্ধকারে মিশে এগিয়ে গেল ছাদের আলসের দিকে।

ভীম সিং আর কাল্লু দু'জনে ফিসফিস করে কী যেন আলোচনা করে নিল। তারপরই কাল্লু করল কী, নীচের দরজায় শিকল তুলে দিল।

বিলু অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার হল? ওরা শিকল দিল কেন? ওই দরজায় শিকল দিলে আমরাই তো বন্দি হয়ে গেলাম।"

বাবলু চিন্তান্বিত স্বরে বলল, "তাই তো রে! এমন কথা তো ছিল না।"

ভোম্বল বলল, "বিশ্বাসঘাতকতা করল না তো?"

"কী জানি!"

পঞ্চু তখন কী যে করবে কিছু ভেবে না পেয়ে ছটফট করতে লাগল। অথচ বাবলুর নির্দেশ না পেলে কিছুই করবার থাকে না তার।

কাল্লু আর ভীম সিং দু'জনেই তখন এগিয়ে গেল গেট খুলে দিতে।

বিলু বলল, 'সর্বনাশ! ওরা বিশ্বাসঘাতকতাই করল।'

বাবলুর চোখে তখন ক্রোধের আগুন।

ওরা গেট খুলে দিতেই মি নায়েক ও বেনারসীলাল ভেতরে ঢুকল।

কাল্লু আর ভীম সিং কী যেন বলল ওদের।

মি নায়েক আর বেনারসীলাল দু'জনেই বিভলভার বের করল। কিন্তু করলে কী হবে? ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রিগারে চাপ দিল বাবলু। ডিসুম।

আর্তনাদ করে উঠল কাল্লু। গুলিটা ওর মোক্ষম জায়গাতেই লেগেছে।

এরপর আবার একবার ট্রিগারে চাপ। সঙ্গে সঙ্গেই 'বাপ'। গুলি নায়েকের পায়ে লেগেছে। সে কী লাফানি তখন।

বেনারসীলাল ছাদের আলসে লক্ষ্য করেই গুলি করল একটা। কিন্তু সে গুলি লাগলে তো!

বাবলু ওপর থেকেই হেঁকে বলল, "শিগগির রিভলভার ফেলে দু'হাত তুলে গৌরাঙ্গ হও। না হলে ফের গুলি চালাব কিন্তু।"

হতচকিত ভীম সিং তখন কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না।

বাবলু বলল, "যদি প্রাণের মায়া থাকে তা হলে এখনও সময় আছে। এখনও বলছি দরজা খুলে দাও।"

ভীম সিং ছুটে এসে বাড়ির দরজা খুলে দিল।

বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "আরে ও-দরজা নয়। যেটা খুলে দেওয়ার কথা ছিল সেটা দাও।"

ভীম সিং কুকুরঘরের দিকে এগোতেই চিৎকার করে উঠলেন মি. নায়েক, "রুখ যাও। রুখ যাও। ওই ঘবের দরজা ভুলেও খুলো না ভীম সিং।"

বাবলু ওপর থেকেই হেঁকে বলল, "খোলো বলছি। খোলো শিগগির। না হলে আমার হাতেই মরবে।"

ভীম সিং বুঝল ওই ছেলেটাব অসাধ্য কিছু নেই। তাই সে কালবিলম্ব না করে ছুটে গিয়ে কুকুরঘরের দরজা খুলে দিল।

ক্রুদ্ধ ও আহত নায়েক ওই অবস্থাতেই গুলি করলেন ভীম সিংকে। ভীম সিং আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।

হিংস্র কুকুরগুলো উন্মত্ত উল্লাসে মি. নায়েক ও বেনারসীলালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল ওদের। তারপর বাইরের গেট খোলা পেয়ে ভয়ংকর হাঁকডাক করে রাতের আতঙ্ক হয়ে পালিয়ে গেল বন্দিশালা ছেড়ে।

শূন্য উদ্যানে মৃত ভীম সিং ও কাল্লুর দেহটা পড়ে রইল নিথব হয়ে।

বাবলু অস্ফুটে বলল, "যাক, চরম প্রতিশোধই নেওয়া হল।"

এরপর ছাদ থেকে নেমে সবাইকে ডেকে দরজার খিল খুলে বাইরে এল ওরা।

পঞ্চু তো দারুণ রাগে গরগর করতে লাগল। মাঝে মাঝে বাবলুর দিকে তাকিয়ে 'গোঁ-ও ও-ঔ, ভু ক ভু ক্' শব্দ করতে লাগল।

বাবলু বুঝল এই শযতানগুলোকে ও নিজে উচিত শিক্ষা দিতে না পারাব জন্য অত্যন্ত ব্যথিত। তাই ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এই মৃত্যুপুবীতে আমাদের মতো তুইও যে অসহায় পঞ্চু। তাই তো তোকে আমাদের কাছেই রেখেছিলাম। না হলে অতগুলো কুকুব যদি তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তা হলে তুইও বাঁচতিস না। যাক, অনেকের অনেক বদলা তুই নিয়েছিস। এবারের ভাগটা তোর জাতভায়েদেরও একটু পেতে দে।"

পঞ্চু আর কিছু না বলে শুধুই কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

বাবলু তখন অন্যান্য ছেলেমেয়েদের বলল, "আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, তোমরা কি আজই বাড়ি যেতে চাও, না কাল সকালের জন্য অপেক্ষা করবে?"

সবাই বলল, "না, না। আমরা তো এখন মুক্ত। তাই এই রাতদুপুরে আব কোথাও যাওযা নয়। কাল সকালেই যাব আমরা। আজ সারারাত ধরে এই বাড়ির ভেতব আমরা উল্লাস করব।"

কেষ্ট বলল, "ঠিক কথা। এই রাতের অন্ধকারে আর কিছু নয়।"

বাবলু বলল, "আমরা স্টেশনের কাছে একটা লজে উঠেছি। আমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে এসে আমরাও এখানে থেকে যাই তা হলে?"

কেষ্ট বলল, "না ভাই, আমাদের ছেড়ে তোমরা আজ আর কোথাও যাবে না। তা হলে খুবই অসহায় বোধ করব আমরা। তোমাদের মাল যেখানে আছে থাক। আমাদের এখানে কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদের।"

"তা না হয় হল। দু'-দুটো ডেডবডি এখনও পড়ে আছে বাগানের ভেতর। একটা মাটিতে পোঁতা আছে। পুলিশে একটা খবর তো দিতে হবে।"

শিখা নামের সেই মেয়েটি বলল, "কোনও দরকার নেই এসবের। পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে হয়তো আমাদের বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। তার চেয়ে বলি কী, কাল সকালে কাউকে কিছু না জানিয়েই আমরা পালাই চলো।"

বাচ্চু বলল, "তা হয় না বোন। সেটা করলে খারাপই হবে।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা যদি সব কথা খুলে বলি পুলিশকে তা হলে ওঁরা কিন্তু খুশিই হবেন আমাদের ওপর। বরং আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে সাহায্যও করবেন। তা ছাড়া এতজনের গাড়িভাড়া— ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কেষ্ট বলল, "গাড়িভাড়ার ব্যাপারে তুমি চিন্তা কোরো না বাবলুভাই। বাবুর ব্যাগভর্তি টাকা কোথায় আছে আমি জানি। এখন বাধা দেওয়ার কেউ নেই, কাজেই আমাদের প্রয়োজনমতো যা নেওয়ার নেব, বাদবাকি জমা পড়ুক সরকারের ঘরে।"

বাবলু বলল, "তা হলে চলো, সবাই মিলে আমরা থানায় গিয়ে এখানকার ব্যাপারস্যাপার জানিয়ে আসি।"

কেষ্ট বলল, "কোনও দরকার নেই। ওপরের বড় ঘরে ফোন আছে, ওখান থেকে ফোনে পুলিশকে শুধু একবার একটু জানিয়ে দাও।"

কেষ্টর কথামতো ওপরের ঘরে গিয়ে ডাইরেক্টরি দেখে অনেক খুঁজে খুঁজে নম্বর বের করে থানায় ফোন করল বাবলু, "হ্যালো পুলিশ স্টেশন! হ্যালো...হ্যালো...।"

পঞ্চু তখন আনন্দে উল্লাস করে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"